দশমঃ স্কন্ধঃ

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। বিলোক্য দূষিতাং কৃষ্ণং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাহিনা বিভুঃ।
তস্যা বিশুদ্ধিমন্বিচ্ছন্ সর্পং তমুদবাসয়ৎ॥

১। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ –বিভুঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাং (যমুনাং) কৃষ্ণাহিনা (কালিয়েন) দূষিতাং বিলোক্য তস্যাঃ (যমুনায়াঃ) বিশুদ্ধিং অন্বিচ্ছন্ তং সর্পম্ উদবাসয়ৎ (নিঃসারিতবান্)।

১। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—বিভু কৃষ্ণ কালিয় সর্পের তীব্র বিষে যমুনাকে দূষিত দেখে তাঁর বিশুদ্ধিকরণ ইচ্ছায় কালিয়কে যমুনা হ্রদ থেকে নির্বাসিত করলেন।

১। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ** কৃষ্ণামিতি বর্ণতো নামতশ্চ, অতঃ সখ্যাস্তস্যা ছুর্বিষদূষিতত্বেনাবশ্যপ্রতিকার্য্যত্বমভিপ্রেতম্। কৃষ্ণেনাহিনেতি মহাছুর্বিষময়ত্বমুক্তং, ন কেবলং তস্যা এব তদ্ধিতায়াভূৎ, অপি তু সর্ব্বেষামপি, যতঃ কৃষ্ণঃ কর্ষতি দুঃখানীতি, জলপানাদিসিদ্ধ্যা ব্রজস্য মহাতীর্থোদ্ধরণাদিনা জগতামপি দমনাদিনা কালিয়স্যাপি হিতাচরণাৎ। বাল্যলীলারসাবিষ্টস্যাপি তস্য পূর্ব্ববৎ স্বাবসরেণ ঐশ্বর্য্যমপ্যুদয়ত ইত্যাহ—বিভুরিতি॥ জী° ১॥

১। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ কৃষ্ণাং**—যমুনাকে, যমুনা বর্ণে নামে কৃষ্ণের সহিত এক, কাজেই যমুনা কৃষ্ণের সখী—অতএব সখীর ছুর্বিষদোষের প্রতিকার করা যে অবশ্য কর্তব্য, সেই কথাই প্রকাশ করা এই 'কৃষ্ণ' পদের অভিপ্রেত। **কৃষ্ণাহিনা**—কালিয় নাগ, এখানে এই 'কৃষ্ণ' পদে এই সর্পের কালকূট বিষময়তা উক্ত হল। **তস্যা বিশুদ্ধং**—যমুনার বিশুদ্ধিকরণ, এ যে কেবল যমুনারই হিতের জন্য হল, তাই নয়, পরন্তু সকলেরই হিতের জন্য হল, কারণ 'কৃষ্ণ' পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দুঃখ আকর্ষণ কারিতা গুণ এখানে সিদ্ধ হচ্ছে—ব্রজলোকে জলপানাদি সিদ্ধির দ্বারা, জগতেরও মহাতীর্থের উদ্ধারের দ্বারা, কালিয়েরও দমনাদি দ্বারা হিত-আচরণ হেতু। বাল্যলীলা রসাবিষ্ট হলেও পূর্ববৎ তাঁর নিজ অবসরে ঐশ্বর্যও এসে উপস্থিত হয় সেবা-ইচ্ছায়, তাই বলা হচ্ছে 'বিভু' ইতি। জী° ১॥

শ্রীরাজোবাচ।

২। কথমন্তর্জলেঽগাধে ন্যগৃহ্ণাদ্ভগবানহিম্।
স বৈ বহুযুগাবাসং যথাসীদ্বিপ্র কথ্যতাম্॥

২। **অন্বয়ঃ** শ্রীরাজা উবাচ—বিপ্র! ভগবান্ কথং অগাধে অন্তর্জ্জলে (যমুনামধ্যে) অহিং (কালিয় সর্পং) ন্যগৃহ্ণাৎ (নিগৃহীতবান্)। স বৈ বহুযুগাবাসং যথা আসীৎ কথ্যতাং।

২। **মূলানুবাদঃ** শ্রীপরীক্ষিৎ বললেন—হে পরমবিদ্যা প্রবীন! শ্রীকৃষ্ণ যমুনার অগাধ জলমধ্যে কি প্রকারে কালিয়কে দণ্ডদান করেছিলেন, আর কালিয়ই বা কি প্রকারে যুগযুগান্তর ধরে সেখানে বাস করছিল, তা আমাকে বলুন।

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ন্যগৃহ্ণাৎ কালিয়ং কৃষ্ণো দর্শয়ন্ স্বমপাদ্ভ্রজম্। স্তুতোঽহিভিঃ প্রসন্নস্তান্ ষোড়শে নিরসারয়ৎ॥ কৃষ্ণাং যমুনাং উদবাসয়ৎ তস্মান্নিঃসারিতবান্॥ বি° ১॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** এই ষোড়শে বর্ণিত হয়েছে—কালিয়ের নিগ্রহ, তার স্তুতিতে কৃষ্ণের প্রসন্নতা, যমুনা থেকে তার নির্বাসন॥ **কৃষ্ণাং**—যমুনাকে (বিষদূষিত দেখে)। **উদবাসয়ৎ**—যমুনা থেকে কালিয়কে নির্বাসিত করে দিলেন॥ বি° ১॥

২। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ** ভগবান্ সর্ব্বেণাপি প্রকারেণ কর্ত্তুং সমর্থঃ, তথাপি কথং কেন প্রকারেণেতি, বৈ চার্থে। স চ 'বহুযুগাবাসম্' ইতি বিশ্রুতত্বাৎ বহূনি যুগানি আবাসো যত্র তাদৃশং যথা স্যাত্তথা, যথাসীত্তথা কথ্যতামিত্যেবান্বয়ঃ। বিপ্র হে পরমবিদ্যাপ্রবীণ, তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়লক্ষণম্॥' ইতি॥ জী° ২॥

২। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ ভগবান্**-কৃষ্ণ হলেন ভগবান্, সর্বপ্রকারেই তিনি কার্য সম্প দনে সমর্থ। তথাপি **কথং**—এখানে কোন্ প্রকারে করলেন সেইটা বলুন। **বৈ**—এবং, সেই **বহুযুগ-বাসম্**—এই যমুনাহ্রদ কালিয়ের বহুযুগের আবাস, এরূপ প্রসিদ্ধি থাকা হেতু জিজ্ঞাসা করছি, **যথাসীৎ** কি করেই বা তা সাধিত হয়েছিল। **বিপ্র**—হে পরমবিদ্যাপ্রবীণ—যাজ্ঞবল্কের বাক্যই প্রমান, যথা—"জন্মের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব, সংস্কারের দ্বারা দ্বিজত্ব, আর বিদ্যা দ্বারা বিপ্রত্ব প্রাপ্তি হয়"॥ জী° ২॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** বহূনি যুগানি ব্যাপ্য আবাসো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা আসীৎ বিশেষতঃ প্রকর্ষেণ কথ্যতাম্॥ বি° ২॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** বহুযুগ ধরে আবাস **যথাসীৎ**—কি প্রকারে করেছিল, **কথ্যতাম্** তা বলুন, **বিপ্র**—'বি' বিশেষতঃ 'প্র' প্রকর্ষের সহিত॥ বি° ২॥

৩। ব্রহ্মন্ ভগবতস্তস্য ভূম্নঃ স্বচ্ছন্দবর্ত্তিনঃ।
গোপালোদারচরিতং কস্তৃপ্যেতামৃতং জুষন্ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

৪। কালিন্দ্যাং কালিয়স্যাসীদ্হ্রদঃ কশ্চিদ্বিষাগ্নিনা।
শ্রপ্যমাণপয়া যস্মিন্ পতন্ত্যপরিগাঃ খগাঃ ॥

৩। অন্বয় ঃ ব্রহ্মন্! ভূম্নঃ (সর্ব্বথাপি সর্ব্বাতিশয়িতস্য) স্বচ্ছন্দবর্ত্তিনঃ ভগবতঃ তস্য অমৃতং গোপালোদারচরিতং জুষন্ (সেবমানঃ) কঃ তৃপ্যেত (অতৃপ্তৌ হেতুরমৃতমিবেতি।

৪। অন্বয় ঃ শ্রীশুক উবাচ। কালিন্দ্যাং কালিয়স্য বিষাগ্নিনা শ্রপ্যমানপয়াঃ (পচ্যমানং পয়ঃ) তথাবিধঃ) কশ্চিৎ হ্রদঃ আসীৎ যস্মিন্ উপরিগাঃ খগাঃ পতন্তি।

৩। মূলানুবাদ ঃ হে ব্রহ্মন্! ষড়ৈশ্বর্যশালী, সর্বতোভাবে সর্বাতিশায়ী ও স্বৈরলীলা প্রকাশকারী কৃষ্ণের গোপজাতি অনুরূপ পরমানন্দদায়ী অমৃতসম লীলা আস্বাদন করে কে তৃপ্তি লাভ করে? কেউ করে না।

৪। মূলানুবাদ ঃ যমুনার দক্ষিণভাগে, কালিয়ের বিষাগ্নি জ্বালায় ফুটন্ত জলপূর্ণ এক হ্রদ ছিল। আকাশচারী পাখী সকল এর উপর দিয়ে যেতে নিলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যেত এর মধ্যে বিষের জ্বালায়।

৩। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ যদ্যপি শ্রীমুনীন্দ্রেণ তদ্বিশেষদুঃখ-শঙ্কয়া সংক্ষিপ্য কথিতং, তথাপি তদজ্ঞানেন রাজ্ঞা তল্লীলাসামান্যাভিলাষাদেব তথা স্পৃষ্টমিতি তদ্বাক্যেনৈব দর্শয়তি—ব্রহ্মন্নিতি। ভগবত ঐশ্বর্য্যাদিষট্‌কযুক্তস্য ভূম্নঃ সর্ব্বথাপি সর্ব্বাতিশয়িতস্য, তত্রাপি স্বচ্ছন্দবর্ত্তিনঃ স্বৈরলীলা প্রকাশিনঃ এবমেবম্ভূতস্য গোপালজাত্যনুরূপম্ উদারং সর্ব্বতোঽপি মহৎ পরমানন্দদাতৃ বা যচ্চরিতং তজ্জুষমানঃ কস্তৃপ্যেৎ? অতৃপ্তৌ হেতুরমৃতমিবেতি ॥ জী° ৩ ॥

৩। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ যদিও শ্রীমুনীন্দ্র এই লীলার শ্রবণে বিশেষ দুঃখ আশঙ্কা করে সংক্ষেপে পূর্ব অধ্যায়ে বলেছিলেন, তথাপি এর ইতিবৃত্ত না-জানা হেতু উহাকে লীলা-সামান্য বোধে শোনার স্পৃহাতেই রাজা সেইরূপ জিজ্ঞাসা করলেন—রাজার বাক্যেই তা দেখান হচ্ছে,—ব্রহ্মণ্ ইতি। **ভগবতঃ**—ষড়ৈশ্বর্য যুক্ত **ভূম্নঃ**—সর্ব প্রকারেই সর্বাতিশায়ী। **স্বচ্ছন্দবর্ত্তিনঃ**—এরূপ হয়েও স্বৈরলীলা প্রকাশকারী এইরূপ কৃষ্ণের গোপজাতি-অনুরূপ **উদারং**—সবদিক দিয়েই মহৎ, অথবা পরমানন্দদায়ী যে লীলা তা আস্বাদন করে কে তৃপ্তি লাভ করে? কেউ করে না। অতৃপ্তিতে হেতু, এ যে অমৃতসম ॥ জী° ৩ ॥

৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ গবাং শ্লেষেণ সর্ব্বভক্তশ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণাঞ্চ পালনেনোদারং সুখদাতৃ-চরিতম্ ॥ বি° ৩ ॥

৫। বিপ্রুড়্মতা বিষোদোর্ম্মিমারুতেনাভিমর্শিতাঃ।
ম্রিয়ন্তে তীরগা যস্য প্রাণিনঃ স্থিরজঙ্গমাঃ॥

৫। অন্বয় ঃ যস্য (হ্রদস্য) বিপ্রুস্মতা (অম্বুকণ যুক্তেন) বিষোদের্ম্মিমারুতেন অভিমর্ষিতা তীরগাঃ স্থিরজঙ্গমা প্রাণিনঃ ম্রিয়ন্তে।

৫। মূলানুবাদ ঃ সেই হ্রদের তীরবর্তী স্থাবর জঙ্গম প্রাণীগণ ঐ জলকণ যুক্ত ও বিষজল তরঙ্গ স্পর্শী বায়ুর স্পর্শ লেগে মরে যেত।

৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ গোপাল-উদার-চরিতং—'গো' শব্দে অর্থান্তরে সর্বভক্তের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহ, পাল শব্দে পালন। 'উদারং' সুখদায়ী॥ বি০ ৩॥

৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ শ্রীশুক উবাচ ইতি, তদেবং নিশম্য সবাসনত্বেন তস্মিন্ জাতস্নেহঃ সুখদুঃখাত্মকং সর্ব্বমেব তাদৃশায় নিবেদনীয়মিত্যভিপ্রায়েণ। শ্রীব্রজবাসি-দুঃখময়-নিজদুঃখাত্মক-মপি তন্নিবেদয়ন্ শুকবদযথাশ্রুতমেবোবাচ, ন ত্বন্যত্রৈব বিস্তার্য্যাপীত্যর্থঃ। কালিন্দ্যাং হ্রদ ইতি তস্যা দক্ষিণ-ভাগে বর্ত্তমানস্য তস্য তদ্গর্ভজত্বাৎ, তস্যাঃ প্রবাহস্তূত্তরতঃ পৃথগেবোহ্যঃ, অন্যথা তদ্দুর্বিষজলেন যাদবকুলা-বাস-শ্রীমধুপুর্য্যাদিব্যাপ্তেঃ। স তু কালিয়স্য বিষাগ্নিনা শ্রপ্যমাণপয়া আসীৎ, উপরিগা ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তঃ খগা ইতি তত্রাপি দূরগত্বমভিপ্রেতম্॥ জী০ ৪॥

৪। শ্রীজীব-বৈ০তোষণী টীকানুবাদ ঃ শ্রীশুক উবাচ ইতি—শ্রীরাজা পরীক্ষিতের এই কথা শুনে তাঁর সঙ্গে একইরূপ চিত্তবৃত্তি হওয়া হেতু তাঁর প্রতি জাতস্নেহ হয়ে ঠিক করলেন সুখ দুঃখাত্মক সব কিছু তাদৃশ জনের নিকট বলাই উচিত, এই অভিপ্রায়ে বলতে আরম্ভ করলেন। ব্রজবাসির দুঃখময়, নিজেরও দুঃখাত্মক হলেও তা বলতে গিয়ে তোতা পাখীর বুলির মতো যথাশ্রুত পুনরাবৃত্তি করে গেলেন, অন্যসব লীলার মতো বিস্তারিত ভাবে বললেন না। **কালিন্দ্যাং**—যমুনার মধ্যে **হ্রদ**—যমুনার দক্ষিণ-ভাগে বর্তমান সেই হ্রদ যমুনার গর্ভজাত হওয়া হেতু যমুনার প্রবাহ উত্তর দিক থেকে পৃথক্ ভাবেই আসছে, যুক্তির দ্বারা এইরূপই নির্ণিত হয়। অন্যথা সেই দুর্বিষ জলের দ্বারা যাদবকুলের বাসস্থান শ্রীমধুপুরী প্রভৃতি ছেয়ে যেত। সেই হ্রদ কিন্তু কালিয়ের বিষাগ্নি দ্বারা পচ্যমান জলা হয়ে পড়েছিল। **উপরিগাঃ**—উপর দিয়ে চলমান্ **খগাঃ**—পাখী—শুধু যে উপর দিয়ে, তাই নয় অনেক দূর দিয়ে চলমান, এরূপই অভিপ্রায়।

৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কালিন্দ্যাং হ্রদ ইতি হরিবংশোক্তের্যোজনপ্রমাণস্তস্যা দক্ষিণে ভাগে তৎপ্রবাহেণাস্পৃষ্ট এব। অন্যথা তদ্বিষসংপৃক্তপ্রবাহবতী সা মথুরাদিদেশস্থজনৈরব্যবহার্য্যৈবাভবিষ্যদিতি জ্ঞেয়ম্। শ্রপ্যমাণং পচ্যমানং পয়ো যস্য সঃ॥ বি০ ৪॥

৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কালিন্দ্যাং হ্রদ—হরিবংশের উক্তি অনুসারে যোজন প্রমাণ এই হ্রদ যমুনার দক্ষিণভাগে যমুনার প্রবাহের দ্বারা না-ছোঁয়া অবস্থায় স্থিত। অন্যথা সেই বিষাক্ত জল

৬। তং চণ্ডবেগবিষবীর্য্যমবেক্ষ্য তেন দুষ্টাং নদীঞ্চ খলসংযমনাবতারঃ।
কৃষ্ণঃ কদম্বমধিরুহ্য ততোঽতিতুঙ্গমাস্ফোট্য গাঢ়রশনো ন্যপতদ্বিষোদে ॥

৬। অন্বয় ঃ খল সংযমনাবতারঃ (দুষ্টানাং সংযমনায় অবতারঃ যস্য সঃ) তং চণ্ডবেগবিষবীর্য্যং (অত্যুগ্রঃ বিষমেব যস্য পরাক্রমো তং [কালিয়ং]) তেন নদীং দুষ্টাং (বিষাক্তাম্) অবেক্ষ্য গাঢ়রশনঃ (কটিবন্ধবস্ত্রং দৃঢ়ং বদ্ধাযেন সঃ) কৃষ্ণঃ অতিতুঙ্গম্ আস্ফোট্য কদম্বমধিরুহ্য ততঃ বিষোদে (হ্রদস্য বিষাক্ত-জলে) ন্যপতৎ।

৬। মূলানুবাদ ঃ কালিয়ের এই বিষের তেজ যে দুর্বার এবং এতে হ্রদ যে বিষ দুষ্ট, তা জেনে দুষ্টদমন অবতার কৃষ্ণ কটি-ডোরাদি শক্ত করে বেঁধে নিয়ে অতি উচ্চ কদম্ববৃক্ষের শিখরে উঠে বাহুতে তাল ঠুকে সেখান থেকে ঝাপ দিয়ে পড়লেন হ্রদের জলে।

মিশ্রিত প্রবাহবতী যমুনা মথুরাদি দেশস্থ জনদের অব্যবহার্য হয়ে যেত, এরূপ বুঝতে হবে। **শ্রপ্যমাণং—** পচ্যমান্ জল যার সেই হ্রদ ॥ বি° ৪ ॥

৫। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ বিপ্রুষ্মতেতি—শ্রপ্যমাণপয়স্তয়া সদা জবেন তৎফেণানা-মুচ্ছলনাৎ, ইতি মারুতস্যাপি দাহকত্বমুক্তম্। অন্যশ্চ বিশেষঃ শ্রীহরিবংশে—'দীর্ঘং যোজনবিস্তারং দুস্তরং (অগম্যং) ত্রিদশৈরপি। গম্ভীরমক্ষোভ্যজলং নিষ্কম্পমিব সাগরম্ ॥ দুঃখোপসর্পং তীরেষু সসর্পৈর্বিপুলৈ-র্বিলৈঃ। বিষারণিভবস্যাগ্নের্ধূমেন পরিবেষ্টিতম্ ॥ তৃণেষ্বপি পতৎস্বপ্সু জ্বলন্ত ইব তেজসা। সমন্তাদ্‌যোজনং সাগ্রং তীরেষ্বপি দুরাসদম্ ॥' ইতি। এবং ভূমি-গুহায়াম্ তৎপুরীজলস্তম্ভবিদ্যয়া জলমধ্য এব বা ॥ জী° ৫ ॥

৫। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ বিপ্রুষ্মতেতি—'বিপ্রুষ্মৎ' বিন্দুযুক্ত, বিষাক্ত তরঙ্গ স্পর্শী, জলকণযুক্ত বায়ু ফুটন্ত জলের দ্বারা সদা বেগে তার ফেনাচয়কে উর্ধ্বে সঞ্চালন হেতু বায়ু বিষময় হয়ে যায়, এই বিষ-ফেনার স্পর্শে—এইরূপে এখানে বায়ুর দাহকত্ব বলা হল। আরও অন্য বিশেষ সংবাদ শ্রীহরিবংশে পাওয়া যায়—"এই হ্রদ যোজন বিস্তার দীর্ঘ। দেবতাদেরও অগম্য। গম্ভীর অক্ষুব্ধ নিস্তরঙ্গ জলময়—প্রশান্ত মহাসাগরের মতো। সসর্প বিপুল গহ্বরময় তটদেশের দ্বারা এই হ্রদ দুঃখ ঘেরা। বিষাগ্নিমন্থন কাষ্ঠ ঘর্ষণে যেন জাত অগ্নির ধূমে পরিবেষ্টিত এই হ্রদ। তৃণের মধ্যে গিয়ে এ ধূম যেন তেজে জ্বলে উঠ্ছে। তীরেও চতুর্দিকে সম্মুখ ভাগ সহ এক যোজন দুঃসহ।" এইরূপে সেই কালিয়ের পুরী ভূমি-গুহাতে অবস্থিত, অর্থবা জলস্তম্ভন বিদ্যার প্রভাবে জল মধ্যেই অবস্থিত ॥ জী° ৫ ॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ বিপ্রুষ্মতা অম্বুকণাযুক্তেন বিষোদকতরঙ্গ-স্পর্শিমারুতেন অভিমৃষ্টাঃ স্পৃষ্টাঃ ॥ বি° ৫ ॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বিপ্রুষ্মতা— জলকণ যুক্ত, বিষাক্ত জলতরঙ্গ স্পর্শী বায়ুর **অভিমর্শিতা—** স্পর্শ লাগা (স্থাবর জঙ্গম) ॥ বি° ৫ ॥

৬। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ** বেগঃ শীঘ্রপ্রসর্পণ ,চণ্ডেতি অপ্রতিকার্য্যত্বাদিতোঽয়ং নিঃসার্য্য এবেতি ভাবঃ। তেন কালিয়েন হেতুনা, অধিরুহ্য, তচ্ছিখরে আরুহ্য, তথা চ তত্রৈব,'আরূঢ়শ্চপলঃ কৃষ্ণঃ কদম্ব শিখরং মুদা' ইতি। ততঃ কদম্বাৎ 'গাঢ়রসনঃ' ইত্যনেন কেশাদীনামপি গাঢ়বন্ধনমুপলক্ষ্যতে; তথা চ তত্রৈব'বদ্ধা পরিকরং দৃঢ়ম্' ইতি 'ন্যপতৎ' ইত্যত্র হেতুঃ— খলানাং সংযমনায় অবতারঃ স্বলোকাদবতরণং, কিংবা মৎস্যা-দ্যবতারা অপি যস্য স ইতি কালিয়দমনার্থমিত্যর্থঃ ; একঃ কদম্বঃ কিমবশিষ্টঃ ? শ্রীকৃষ্ণবৃক্ষত্বাৎ কৃষ্ণবং 'কদম্বঃ কৃষ্ণবৃক্ষো হি কালিয়হ্রদসমীপগঃ। তস্মাদেকো ন শুষ্কোঽসৌ বিষহারকরঃ পরান্ ॥' ইতি প্রসিদ্ধ্যা শ্রীকৃষ্ণে-নৈব স্ববিহারায় রক্ষিত ইতি গম্যতে ; পরানিতি বচনাৎ তৎসন্নিবাসিনো বৃক্ষগণা অপি ন মৃতা ইত্যায়াতমে-বেত্যর্থঃ ॥ জীং ৬॥

৬। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ ঃ বেগঃ**—দ্রুত গতি (বিষ)। **চণ্ড**—প্রতি-বিধানের অতীত (বিষ)—যেহেতু এই কালিয় দ্রুতগতি ও প্রতিবিধানে অতীত বিষবীর্যশালী, অতএব একে এখান থেকে বের করে দূরে সরিয়ে দেওয়াই উচিত, এরূপ ভাব। এই কালিয়ের জন্যই **অধিরুহ্য**—কদম্ব-শিখরে আরোহন করে—ঐ হরিবংশেই আছে—"চপল কৃষ্ণ কদম্ব শিখরে আনন্দে উঠে গেলেন।" **ততঃ**—অতঃপর কদম্বশিখর থেকে লাফিয়ে পড়লেন **গাঢ়রশনঃ**—বন্ধন ডোর এঁটে নিয়ে— এতে কেশ-কটি-ভূষণ ইত্যাদির দৃঢ় বন্ধন উদ্দিষ্ট হচ্ছে। হরিবংশেও এরূপই উক্ত আছে—"বন্ধন রজ্জু দৃঢ় করে বাধা হল।" **ন্যপতৎ**—হ্রদের মধ্যে ঝাপ দিয়ে পড়লেন এর হেতু—**খলসংযমনাবতারঃ**—দুষ্ট নিগ্রহের জন্যই তার 'অবতারঃ' নিজলোক থেকে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ, কিম্বা মৎসাদি অবতারাবলী যাঁর সেই সর্বাবতারাবতারী কালিয়-দমনার্থ অবতরণ করেছেন। এই হ্রদের তটবর্তী স্থাবর জঙ্গম সব কিছু মরে গেল, তবে কি করে এই কদম্বটি অবশিষ্ট থাকল—এরই উত্তরে, 'কৃষ্ণ কদম্ব' পদের ব্যবহার—এটি 'শ্রীকৃষ্ণবৃক্ষ' হওয়া হেতু সেই গুণে কৃষ্ণের সমান। শ্রীহরিবংশে উক্ত আছে—"কালিয় হ্রদের সমীপবর্তী অপরের বিষ হরণকারী এই কদম্ব বৃক্ষটি 'কৃষ্ণবৃক্ষ' বলে প্রসিদ্ধ"—এই নামে প্রসিদ্ধি থাকা হেতু শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই এই বৃক্ষটি রক্ষিত, এরূপ বুঝতে হবে।" **পরান্**—এই পদটির ব্যবহার হেতু এইরূপ অর্থ আসে এখানে—এর সন্নিকটবর্তী বৃক্ষ সকলও মরে না ॥ জীং ৬॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তং কালিয়ং কদম্বমিতি ভাবিনা শ্রীকৃষ্ণ চরণস্পর্শভাগ্যেন স একস্ত-ত্তীরে ন শুষ্কঃ অমৃতমাহরতা গরুত্মতাক্রান্তত্বাদিতি পুরাণান্তরমিতি শ্রীস্বামীচরণাঃ। গাঢ়ং দৃঢ়ং বদ্ধা রসনা রসনাপদোপলক্ষিতাঃ কুন্তলোষ্ণীষাদয়োঽপি যেন সঃ। অস্ফোট্য বাহুং করতলেনাহত্য ॥ বিং ৬॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তং**—কালিয়কে। **কদম্বং**—ভাবী শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শ ভাগ্যে একমাত্র এই কদম্বই এই হ্রদতটে শুষ্ক হয় নি, কারণ 'অমৃত নিয়ে আসার সময় গরুড় এই গাছে বসেছিল —এইরূপ পুরানান্তরে উক্ত আছে।'—শ্রীস্বামীচরণের টীকা। **গাঢ়ং**—শক্ত করে বাঁধা হয়েছে **রশনা**—

৭। সর্পহ্রদঃ পুরুষসারনিপাতবেগসঙ্ক্ষোভিতোরগবিষোচ্ছসিতাম্বুরাশিঃ।
পর্য্যক্ প্লুতো বিষকষায়বিভীষণোর্ম্মির্ধাবন্ ধনুঃশতমনন্তবলস্য কিং তৎ॥

৭। **অন্বয়ঃ** পুরুষসারনিপাতবেগসংক্ষোভিতোরগবিষোচ্ছাসিতাম্বুরাশিঃ (পুরুষোত্তমস্যনিপাতবেগেন সর্পনাং বিষৈঃ উচ্ছসিতঃ অম্বুরাশির্যস্য স তথাবিধঃ) বিষকষায়িতভীষণোর্ম্মিঃ সর্পহ্রদঃ (কালিয়হ্রদঃ) পর্য্যক্ ধনুশতং (চতুঃশতহস্ত পরিমিত স্থানং ব্যাপ্য) প্লুতঃ [অভূৎ] ধীমন্ ! অনন্ত বলস্য (অনন্ত শক্তিশালিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) তৎ কিং (কিমুত বিচিত্রং)।

৭। **মুলানুবাদ ঃ** হে ধীমন্ ! তৎকালে পুরুষোত্তম কৃষ্ণের ঝাপ দিয়ে পড়ার চোটে অতিশয় ক্ষুব্ধ সর্পগণের বিষে স্ফীত জলরাশি ও বিষ কষায়িত ভয়ঙ্কর তরঙ্গ সমাক্রান্ত সেই সর্পহ্রদ চতুর্দিকে ৪০০ হাত ছড়িয়ে পড়ল—অসীম বলশালী কৃষ্ণের পক্ষে এ আর এমন কি ভারি কাজ !

কোমরের ডোর, এই পদে উদ্দিষ্ট হচ্ছে কুন্তল, উষ্ণিষাদিও —এ সবও শক্ত করে বাঁধা হয়েছে যার দ্বারা সেই কৃষ্ণ॥ বি॰ ৬॥

৭। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ** পুরুষসারত্বাদেব নিপাতে বেগঃ ; অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, পুরুষস্য ভগবতঃ সারেণ কিঞ্চিদ্বলপ্রাকট্যেন যো নিপাতস্তস্য বেগেন জবেন সংক্ষোভিতঃ, অতএবোরগবিষোচ্ছসিতশ্চাম্বুরাশির্যস্য সঃ, কষায়িতেতি পাঠঃ শ্রীচিংসুখস্য শ্রীস্বামিপাদানাঞ্চ সম্মতঃ, কষায়ীকৃতা ইতি ব্যাখ্যানাৎ। কষায়োঽত্রকাথ্যরসো রক্তপীতবর্ণো বা, 'নির্যাসেঽপি কষায়োঽস্ত্রী' ইত্যত্র ক্ষীরস্বামিনা তত্তদ্ব্যাখ্যানাৎ। ধীমন্ হে বিবেকিন্নিতি রাজানমাশ্বাসয়তি। ধনুঃশতমিতি—ধনুষঃ প্রমাণমুক্তম্ ; 'অষ্টভির্যবমধ্যৈঃ স্যাদঙ্গুলং দ্বাদশাঙ্গুলম্। তালং ত্রিতালকো হস্তো। হস্তৌ দ্বৌ কিষ্কুরুচ্যতে। কিষ্কুদ্বয়ং ধনুঃ প্রোক্তম্' ইতি। অতঃ পুর্ব্বং তাবৎপ্রদেশমতিক্রম্যৈব বালা গাবশ্চ রক্ষিতা ইতি জ্ঞেয়ম্, অনন্তং বলং শক্তির্যস্য, তৎকর্ম্ম ; যদ্বা, অনন্তস্য নাগরাজস্যাপি বিষাদিবলং যস্মাত্তস্য ; তদ্বিষং কিম্ ? অপি তু ন কিঞ্চিদপীত্যর্থঃ॥ জী॰ ৭॥

৭। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ ঃ পুরুষসার নিপাতবেগ**—কৃষ্ণ পুরুষসার হওয়া হেতু, তাঁর ঝাপ দিয়ে পড়াতে 'বেগ'। শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা দ্রষ্টব্য। অথবা, 'পুরুষের' শ্রীভগবানের 'সারেণ' কিঞ্চিৎ বল প্রকাশের সহিত যে ঝাপ দিয়ে পড়া, তার 'বেগে' ধাক্কায় **সংক্ষোভিত**—আলোড়িত অতএব সর্পবিষে **উচ্ছ্বসিত**—উথলিত জলরাশি যার সেই হ্রদ। 'কষায়িত' পাঠ শ্রীচিৎসুখ এবং শ্রীধর সম্মত, কারণ 'কষায়িত কৃতা' এরূপ ব্যাখ্যা তাদের টীকায় দেখা যায়। এখানে 'কষায়' ক্কাথরস—(জ্বাল দিয়ে যে সারাংশ বের করা হয় তাই)—ইহা রক্ত বা পীতবর্ণ। 'কষায়' শব্দে নির্যাসও বুঝা যায়—ক্ষীরস্বামী এরূপ ব্যাখ্যা করা হেতু। **ধীমন্**—হে বিবেকী ! **অনন্তবলস্য**—অনন্ত বনশালী কৃষ্ণের পক্ষে কালিয়দমন এমন কি কঠিন কাজ—এইরূপে রাজাকে আশ্বাস প্রদান করা হচ্ছে। **ধনুঃশতম্**—শতধনু (৪০০ হাত) পরিমিত ঢেউ। অতএব এই বিষাক্ত ঢেউ এর ভয়ে পূর্বে ৪০০ হাত দূর পর্যন্ত সমস্ত বনভূমি বাদ দিয়েই

৮। তস্য হ্রদে বিহরতো ভুজদণ্ডঘূর্ণবার্ঘোষমঙ্গ বরবারণবিক্রমস্য।
আশ্রুত্য তৎ স্বসদনাভিভবং নিরীক্ষ্য চক্ষুঃশ্রবাঃ সমসরৎ তদমৃষ্যমাণঃ॥

৮। অন্বয়ঃ অঙ্গ! বরবারণবিক্রমস্য (ঐরাবতাদপি কোটিগুণাধিকঃ বিক্রমঃ যস্য) হ্রদে বিহরতঃ তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) ভুজদণ্ডঘূর্ণবার্ঘোষং (ভুজদণ্ডাভ্যাং ঘূর্ণাজলানাং ঘোষং) আশ্রুত্য তৎ স্বসদনাভিভবঞ্চ অমৃষ্যমানঃ (অসহমানঃ) চক্ষুশ্রবাঃ (কালিয়সর্পঃ) সমসরৎ (সমাজগাম)।

৮। মূলানুবাদঃ হে রাজন্! কালিয় নাগ তখন সেই হ্রদজলে জলবাদ্য সন্তরণাদি বিচিত্র খেলায় রত মত্তমাতঙ্গবীর্য শ্রীকৃষ্ণের বাহু-আলোড়ন জনিত ঘূর্ণীজলের ঘোড়াল শব্দ শুনে নিজ গর্তগৃহের উপর উপদ্রব হচ্ছে, বুঝতে পেরে সহ্য করতে না পেরে কৃষ্ণের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলো।

গোপবালকগণ ধেনু চরাত, এরূপ বুঝতে হবে। **তৎ**—সেই বিষহ্রদে ঝাঁপিয়ে পড়া কর্ম। অথবা, **অনন্তস্য**—নাগরাজ কালিয়েরও বিষপ্রভৃতি বল যার থেকে, সেই কৃষ্ণের কাছে সেই বিষ কি এক পদার্থ—কিছুই না॥ জী০ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ততশ্চ পুরুষস্য কৃষ্ণস্য সারেণ বলেন যো নিপাত বেগস্তেন সংক্ষোভিতানাং উরগাণাং বিষৈরুন্নতোঽম্বুরাশির্যস্য সঃ। বিষেণ কষায়ীকৃতা রক্তপীতবর্ণীকৃতা ভয়ঙ্করা ঊর্ম্ময়ো যস্য সঃ। "নির্য্যাসেঽপি কষায়ো স্ত্রী" ইত্যত্র ক্ষীরস্বামিনা তথা ব্যাখ্যানাৎ। পর্য্যক্ পরিতঃ ধনুঃশতং প্লুতঃ প্রসৃতঃ। "অষ্টভির্যবমধ্যৈঃ স্যাদঙ্গুলং তৈস্ত্রিভির্ভবেৎ। তালং ত্রিতালকো হস্তো হস্তৌ দ্বৌ কিষ্কুরুচ্যতে। কিষ্কুদ্বয়ং ধনুঃ প্রোক্ত" মিতি॥ বি০ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অতঃপর **পুরুষসার ইত্যাদি**—কৃষ্ণের যে বলের সহিত ঝম্পদান, তার **বেগে**—চোটে অতিশয় ক্ষুব্ধ সর্পগণের বিষে **উচ্ছসিত**—স্ফীত জলরাশি যার সেই হ্রদ। **বিষকষায়**—এই বিষে কষায়ীকৃত রক্তপীতবর্ণে রঞ্জিত ভয়ঙ্কর তরঙ্গমালা যার সেই হ্রদ। 'কষায়' শব্দে নির্যাসও হয়—ক্ষীরস্বামী সেরূপ ব্যাখ্যা করা হেতু। **পর্যক**—চতুর্দিকে **ধনুশতং**—চারশত হাত **প্লুত**- বিস্তার প্রাপ্ত॥ বি০ ৭॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ বিহরতো বিচিত্রজলবাদ্যসন্তরনাদি-ক্রীড়াং কুর্ব্বতঃ, বরবারণো দিগ্‌হস্তী, তদ্বদ্বিক্রমস্য অঙ্গেত্যব্যয়ং রাজ্ঞঃ শোকনিবাসার্থং সল লন-সম্বোধনম্॥ জী০ ৮॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ বিহরতো—বিচিত্র জলবাদ্য সন্তরণাদি খেলায় রত। **বরবারণ বিক্রমস্য**—দিক্‌হস্তী, এর মত বিক্রমশালী। হে **অঙ্গ**—রাজার শোক দূর করার জন সলালন সম্বোধন॥ জী০ ৮॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ বিহরতঃ বিচিত্রজলবাদ্যসন্তরনাদিনা ক্রীড়তঃ ভুজদণ্ডাভ্যাং ঘূর্ণা যেষাং তথাভূতানাং বারাং জলানাং ঘোষং শ্রুত্বা তত্ততো ঘোষাদেব স্বসদনস্যাভিভবং নিরীক্ষ্য তত্তং অসহমানঃ॥

৯। তং প্রেক্ষণীয়সুকুমারঘনাবদাতং শ্রীবৎসপীতবসনং স্মিতসুন্দরাস্যম্।
ক্রীড়ন্তমপ্রতিভয়ং কমলোদরাঙ্ঘ্রিং সন্দশ্য মর্ম্মসু রুষা ভুজয়া চছাদ॥

৯। **অন্বয়ঃ** প্রেক্ষণীয়সুকুমারঘনাবদাতং (দর্শন সুখদশ্চ সুকুমারশ্চ ঘনবদুজ্জ্বলশ্চ) শ্রীবৎসপীতবসনং স্মিতসুন্দরাস্যং কমলোদরাঙ্ঘ্রিং (কমলস্যোদরবৎ রক্তৌ কোমলৌ চ চরণৌ যস্যাং) অপ্রতিভয়ং (নির্ভয়ং) ক্রীড়ন্তং তং (শ্রীকৃষ্ণং) রুষা মর্ম্মসু সন্দশ্য (দংশনং কৃত্বা) ভুজয়া চছাদ (অবেষ্টয়ৎ)।

৯। **মূলানুবাদঃ** নয়নসুখদ, সুকুমার, নবঘনশ্যামোজ্জ্বল, লক্ষ্মীরেখা বৎস চিহ্ন ও পীতবসন শোভন, মৃদুহাস্যে সুন্দর বদন এবং কমল কোষ হতেও সুকোমল চরণ কৃষ্ণকে নির্ভয়ে জলখেলা করতে দেখে সেই চক্ষুশ্রবা কালিয় ক্রোধে কৃষ্ণের মর্মস্থানে বার বার দংশন করতে লাগল, পরে শরীরের দ্বারা বন্ধন করে ফেলল।

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ বিহরতঃ**—বিচিত্র জলবাদ্য সন্তরণাদি খেলায় রত। **ভুজদণ্ড-ঘূর্ণবার্ঘোষম্**—ভুজযুগল দ্বারা যাদের ঘূর্ণন হচ্ছে তথাভূত 'বারাং' জলের অর্থাৎ ঘূর্ণীজলের 'ঘোষং' শব্দ, তা শুনে **তৎ তং**—সেই নিজ গর্তরূপ গৃহের উপর **অভিভবং**—উপদ্রব হচ্ছে দেখে **তদমৃশ্যমাণঃ**—ইহা সহ্য করতে না পেরে, **সমসরৎ**—তথায় এসে উপস্থিত হল॥ বিং ৮॥

৯। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ** তাদৃশোঽপি দুষ্টোঽসৌ তথাচেষ্টতেতি কালিয়স্য মহাপরাধং দর্শয়ন্ ব্রজজনভাবেনানুশোচন্ বিশিনষ্টি—প্রেক্ষণীয়েত্যাদিনা। ক্রীড়ন্তমিত্যত্র হেতুঃ—অপ্রতিভয়মিতি, তচ্চ কালিয়স্য নির্ব্বুদ্ধিতং সূচয়তি; চক্ষুঃশ্রবা ইতি প্রস্তুতত্বাদেব জ্ঞেয়ম্। কয়া ভুজয়া ভুজাকারত্বাত্তস্য ভোগ এব ভুজা যতো ভুজগ ইত্যপ্যুচ্যতে, তস্মাদ্ভোগেনেত্যর্থঃ॥ জীং ৯॥

৯। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ** মনোহর কৃষ্ণ তাদৃশ স্বচ্ছন্দ জল-খেলামত্ত হলেও সেই দুষ্ট উঁহাকে উপদ্রব মনে করে ধেয়ে এল—এই রূপে কালিয়ের মহাপরাধ দেখিয়ে শ্রীশুকদেব ব্রজজনভাবে অনুশোচনা মুখে সেই রূপের বৈশিষ্ট্য বলছেন, যথা—'প্রেক্ষণীয়' ইত্যাদি। **প্রেক্ষণীয়**—নয়নসুখদ। **ক্রীড়ন্তম্ অপ্রতিভয়ং**—খেলায় মত্ত, তার কারণ কৃষ্ণ শত্রুভয় শূন্য, আরও এমন নিরতিশয় পরাক্রমশালীর সঙ্গে বিরোধ করতে যাওয়াতে যে সেই কালিয়ের নিবুর্দ্ধিতা, তাও প্রকাশ করা হল, এই 'অপ্রতিভয়' পদে—এই শ্লোকের ধ্বনিতেও বুঝা যাচ্ছে কালিয় 'চক্ষুঃশ্রবা' চক্ষু দিয়ে শোনে—কান নেই। **ভুজয়া চছাদ**—বাহুতে বেষ্টন করল—সাপের আবার বাহু কি? বাহুর আকার বলে তার দেহই বাহু—সেইজন্য সাপকে 'ভুজগ'ও বলা হয়—সুতরাং এখানে দেহের দ্বারা বেষ্টনই বুঝতে হবে॥ জীং ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** প্রেক্ষণীয়মতিসুখদমপি রূপং কালিয়ং প্রতি বিপরীতমভূদিত্যাহ,—তমিতি ঘনবদুজ্জ্বলং শ্রীবৎসে বিহারবশাৎ আয়াতং পীতবসনং যস্য তম্। যদ্বা, শ্রিয়া লক্ষ্মীরেখয়া যুক্তং বৎসং বক্ষো যস্য পীতবসন যস্য স চ স চ তম্। "উরোবৎস বক্ষশ্চে"ত্যমরঃ। ভুজয়া ভোগেন॥ বিং ৯॥

১০। তং নাগভোগপরিবীতমদৃষ্টচেষ্টমালোক্য তৎপ্রিয়সখাঃ পশুপা ভৃশার্ত্তাঃ।
কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামা দুঃখানুশোকভয়মূঢ়ধিয়ো নিপেতুঃ॥

১০। **অন্বয়ঃ** তং (শ্রীকৃষ্ণং) নাগভোগপরিবীতং (কালিয়স্য দেহেন পরিবেষ্টিতং) অদৃষ্টচেষ্টং (নিশ্চেষ্টং) আলোক্য (দৃষ্ট্বা) কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্র কামা (কৃষ্ণেঽর্পিতা- আত্মনঃ সুহৃদাদয়শ্চ যৈ স্তৈ তৎসাহায্যায় কৃতসর্ব্বার্পণা) তৎপ্রিয়সখাঃ পশুপাঃ (গোপবালকাঃ) ভৃশার্ত্তাঃ দুঃখানুশোকভয়মূঢ়ধিয়ঃ (দুঃখানু-শোক ভয়ৈঃ মূ ঢ়ধিয়ঃ সন্তো) নিপেতুঃ।

১০। **মূলানুবাদঃ** যাঁদের আত্মা-সুহৃৎ-কলত্র-ইহপরকাল সব কিছু কৃষ্ণে সমর্পিত সেই রাখাল প্রিয়সখাগণ কৃষ্ণকে সর্পদেহে পরিবেষ্টিত ও ভীত-স্তব্ধবৎ দেখে অতিশয় দুঃখিত হলেন। দুঃখে বার বার শোক করতে করতে মূর্চ্ছিত হয়ে তাঁরা পড়ে গেলেন হ্রদতটে।

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ প্রেক্ষনীয়ম্**—কৃষ্ণ অতি সুখদ রূপ হলেও কালিয়ের প্রতি বিপরীত ভাবে প্রকাশমান্। সেই কথাই বলা হচ্ছে—'তম্ ইতি'। **ঘনাবদাতং**—মেঘের মতো উজ্জ্বল। **শ্রীবৎসপীতবসনং**—জলখেলার আবেশে 'শ্রীবৎস' বক্ষঃস্থলস্থ দক্ষিণাবর্ত লোমাবলীর উপর পীতবসন এসে পড়েছে যাঁর সেই শ্রীকৃষ্ণকে। অথবা 'শ্রীয়া' লক্ষ্মীরেখার সহিত যুক্ত **বৎসং**—বক্ষঃস্থল যাঁর, পীতবসন যাঁর সেই কৃষ্ণ।—[উরু, বৎস, বক্ষ ইতি আমরকোষ]। ভুজয়া—শরীরের দ্বারা॥ বি° ৯॥

১০। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ** তস্য প্রিয়সখা ইতি পরমসৌহার্দ্দমুক্তম্, পশুপা ইতি স্বভাবসারল্যেন সুস্নিগ্ধচিত্তত্বং, কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মানঃ সুহৃদাদয়শ্চ যৈস্তে তৎসাহায্যায় কৃতসর্ব্বার্পণা ইত্যর্থঃ। তত্র সুহৃদঃ পিতৃভ্রাত্রাদয়ঃ, অর্থা ধনানি, কামা লোকদ্বয়ভোগাঃ। সুহৃচ্ছব্দেন গৃহীতস্যাপি কলত্রস্য পৃথগ্-নির্দ্দেশো বিশেষবিবক্ষয়া, কিন্তু কলত্রপদেন কেচিল্লব্ধযজ্ঞোপবীতা যে জ্যেষ্ঠাস্তে চ সখায়ো লভন্তে ইতি তেষাং সর্ব্বেষামনন্যাপেক্ষত্বম; অতো ভৃশার্ত্তাঃ অত্যন্তদুঃখিতা সন্তঃ আর্ত্তস্বরেণ ক্রন্দন্তো বা, অতএব দুঃখেনানুশোকঃ বারং বারং শোচনং, ভয়ঞ্চ 'তং বিনা কথং ভবিষ্যামঃ' ইতি তাভ্যাং মূঢ়া বিবেকহীনা ধীর্যেষাং তথাভূতা নষ্টচেতনা বা সন্তঃ; যদ্বা, নাগভোগপরিবীতমালোক্যাদৌ ভৃশার্ত্তাঃ অদৃষ্টচেষ্টঞ্চালোক্য দুঃখানু-শোকভয়ৈর্মূঢ়ধিয়ঃ সন্তো নিতরাং ছিন্নমূলবৃক্ষবদচেষ্টত্বাদিনা নিপেতুঃ। মূঢ়ধীত্বাদেব তং হ্রদং ন প্রাবিশন্নিতি জ্ঞেয়ম্। তজ্জলাপ্লুতদেশ-পতনেঽপ্যেষাং বিষাক্রান্তত্বাভাবঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য স্পর্শপ্রভাবেণ হ্রদস্যাপি নির্বিষী-করণাৎ। অদৃষ্টচেষ্টিতঞ্চ কালিয়স্য নিঃসারণায় তস্মিংস্তৎপত্নীষু চ তদ্দোষাতিশয়প্রদর্শনার্থম্॥ জী° ১০॥

১০। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ তৎপ্রিয়সখাঃ**—'তৎ' তার প্রিয়সখা, এই বাক্যে পরম সৌহার্দ উক্ত হল, **পশুপা**—পশুপালক, এই বাক্যে স্বভাব সারল্যে সুস্নিগ্ধচিত্তত্ব উক্ত হল, **কৃষ্ণে অর্পিতাত্মঃ ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত হয়েছে—আত্মা, আত্মীয়, অর্থ, কলত্র, কাম প্রভৃতি যাঁদের অর্থাৎ এঁরা কৃষ্ণের সাহায্যের জন্য এই সব কিছু তাঁকে অর্পণ করে রেখেছেন। এর মধ্যে 'সুহৃদঃ' পিতামাতা ভাই

১১। গাবো বৃষা বৎসতর্য্যঃ ক্রন্দমানাঃ সুদুঃখিতাঃ।
কৃষ্ণে ন্যস্তেক্ষণা ভীতা রুদত্য ইব তস্থিরে ॥

১১। অন্বয়ঃ কৃষ্ণে ন্যস্তেক্ষণাঃ গাবঃ বৃষাঃ বৎসতর্য্যঃ সুদুঃখিতাঃ ভীতাঃ ক্রন্দমানাঃ রুদত্য ইব (অশ্রূণি মুঞ্চন্তঃ ইব) তস্থিরে (নিশ্চলমবতস্থুঃ)।

১১। মূলানুবাদঃ ধেনু-বৃষ-মহিষ বড় বড় বাছুর প্রভৃতি প্রাণীগণ অতিশয় দুঃখিত হয়ে উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগল, ভয়ে তারা কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে যেন অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল—শোকে স্তব্ধ হয়ে ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

বোন, 'অর্থ'—ধন সম্পদ প্রভৃতি, 'কাম' ইহকাল পরকালের ভোগ সমূহ। 'সুহৃৎ'-শব্দে কলত্র গৃহীত হলেও পুনরায় এর পৃথক্ উল্লেখ বিশেষ কিছু বলার ইচ্ছায়—কিন্তু 'কলত্র' পদে কোনও কোনও ব্রজবালক যাঁরা জ্যেষ্ঠ যজ্ঞোপবীত প্রাপ্ত হয়েছে তাদেরকেও কৃষ্ণসখার মধ্যে ধরা হয়েছে—এদের সকলেরই কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোনও অপেক্ষা নেই। অতএব **ভৃশার্তাঃ**—অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, বা আর্তস্বরে কাঁদতে লাগলেন। **দুঃখানুশোকঃ**—দুঃখে বার বার শোক করতে লাগলেন এবং ভীত হয়ে পড়লেন 'তাঁকে ছাড়া কি করে বাচবো।' এই শোক ও ভয়ের দ্বারা **মূঢ়ধিয়ো**—বিবেকহীন বুদ্ধি জনের মতো হয়ে পড়লেন, বা মূর্চ্ছিত হয়ে **নিপেতুঃ**—পড়ে গেলেন। অথবা, কালিয় নাগের শরীরের দ্বারা বেষ্টিত দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং কৃষ্ণকে 'অদৃষ্টচেষ্ট' নিশ্চেষ্ট অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে দুঃখ অনুশোক-ভয়ে 'মূঢ়ধিয়ো' মূর্চ্ছিত হয়ে একেবারে ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো অসার হয়ে পড়ে গেলেন—এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া হেতু হ্রদের জলে প্রবেশ করতে পারলেন না, এরূপ বুঝতে হবে। হ্রদজলে ভেজা স্থানে পতনেও এরা যে বিষাক্রান্ত হলেন না, তার কারণ শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ প্রভাবে হ্রদেরও নির্বিষীকরণ। কৃষ্ণের নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থাকার প্রয়োজন—কালিয়কে দূর করে দেওয়ার হেতু যে ঐ কালিয়ের অতিশয় দোষ, তা তার পত্নীদিক দেখানো ॥ জী০ ১০ ॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ পরিবীতং বেষ্টিতং অদৃষ্টচেষ্টমিতি কালিয়স্যোৎসাহবর্দ্ধনার্থং ক্ষণং ভীতস্তব্ধবৎ স্থিতম্। যদ্বা, অরে কালিয়, ত্বয়া যথেষ্টং প্রথমং দশ্যতাং বেষ্ট্যতাং অহং পশ্চাদ্বলং দর্শ য়িষ্যামীতি বীরদর্পেণ স্থিতম্। পশুপাঃ কেচিদ্গোপাঃ শালিক্ষেত্রস্থাঃ কৃষকাশ্চ শীঘ্রমায়াতাঃ তে কীদৃশাঃ কৃষ্ণেঽর্পিতা লালনার্থমাত্মাদয়ো যৈস্তে ॥ বি০ ১০ ॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পরিবীতং বেষ্টিত। **অদৃষ্টচেষ্টং**—কালিয়ের উৎসাহ বর্ধনের জন্য ক্ষণকাল ভীত-স্তব্ধবৎ স্থিত, অথবা অরে কালিয়, তুমি প্রথমে যথেচ্ছ দংশন কর, ফনা তুলতে থাক, আমি পরে আমার শক্তি দেখাব—এইরূপে বীরদর্পে স্থিত। **পশুপাঃ**—কোনও কোনও গোপেরা এবং ধান খেতের কৃষকেরা এই কাণ্ড দেখে কাজ ছেড়ে ছুটে এল, সেই লোকেরা। এরা কিরূপ? এরা কৃষ্ণকে লালনের জন্য আত্মসুহৃৎ কলত্র প্রভৃতি কৃষ্ণের নিকট অর্পিত করে রেখেছেন ॥ বি০ ১০ ॥

**১২। অথ ব্রজে মহোৎপাতাস্ত্রিবিধা হ্যতিদারুণাঃ।
উৎপেতুর্ভুবি দিব্যাত্মন্যাসন্নভয়শংসিনঃ॥**

১২। অন্বয়ঃ অথ ব্রজে অতিদারুণাঃ আসন্নভয়শংসিনঃ (আশু বিপৎসূচকাঃ) ভুবি দিবি আত্মন্ (দেহে) ত্রিবিধাঃ মহোৎপাতাঃ উৎপেতুঃ।

১২। মূলানুবাদঃ অতঃপর ব্রজে ভূমিকম্প, উল্কাপাত ও বামনেত্র স্পন্দনাদি ত্রিবিধ আসন্ন অমঙ্গল সূচক অতি দারুণ মহা উৎপাত হতে থাকল।

১১। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ ক্রন্দমানা আর্ত্তনাদমুচ্চৈঃ কুর্ব্বত্যঃ, ইবেতি লোকোক্তৌ, রুদন্ত্যঃ রুদত্যঃ অশ্রূণি মুঞ্চন্ত্যঃ, তস্থিরে ইতি পরমবৎসলানাং গবাদীনামত্যন্তশোকেনাপি স্তব্ধতাপত্তেঃ, কদাচিদ্বজ্র-বিশেষঘাতেন মৃতস্যাপি প্রাণিনি ঊর্দ্ধাবস্থিতিবৎ ; আত্মনেপদমার্ষম্। গবাদ্যুপলক্ষিতত্বেন মহিষ্যাদয়ো হরিণ্যা-দয়শ্চ জ্ঞেয়াঃ, পশূংশ্চেতি বক্ষ্যমাণাৎ। তেষাং কিঞ্চিদ্দূরচরত্বেন পশ্চাদাগমনাদত্রানুক্তিরিয়মিতি জ্ঞেয়ম্॥

১১। শ্রীজীব-বৈঃ তোষণী টীকানুবাদঃ ক্রন্দমানাঃ– উচ্চস্বরে আর্তনাদ করতে থাকল। **রুদত্য ইব**—যেন কাঁদতে থাকল—'ইব' পদটি লোকোক্তি অনুসারে **রুদত্য**—অশ্রু বিসর্জন করতে থাকল। **তস্থিরে** পরম বৎসল গরু-মহিষ প্রভৃতিও অত্যন্ত শোকে স্তব্ধতা প্রাপ্ত অবস্থায় ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকল—যেমন নাকি বজ্রপাতে মৃত প্রাণী কখনও দাঁড়ান অবস্থাতেই স্থির হয়ে থাকে। 'গবাদি' পদ উপলক্ষণে বলা হয়েছে—এর ভেতরে অন্তর্ভুক্ত রূপে মহিষাদি, হরিণাদিও আছে, এরূপ বুঝতে হবে— কারণ পূর্বের শ্লোকে সাধারণ ভাবে 'পশু' পদ ব্যবহার করা হয়েছে। মহিষ হরিণাদি পশুরা চরবার জন্য দূরে গিয়েছিল বলে পশ্চাৎ এসেছিল, তাই এই শ্লোকে এদের নাম করা হয় নি, এরূপ বুঝতে হবে॥জী১১॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ রুদন্ত্য ইবেতি ভয়বৈয়গ্রেণাশ্রূণাং শোষাৎ॥ বিং ১১॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ রুদত্য ইব—যেন কাঁদছিল, ভয়ব্যাকুলতায় চোখের জল শুকিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক বুঝা যাচ্ছিল না, তাই 'ইব' শব্দের প্রয়োগ॥ বিং ১১॥

১২। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ অথান্তরমেব দারুণাঃ স্বভাবতো মহাভয়ঙ্করাঃ মহোৎ-পাতাশ্চ মহাদুর্নিমিত্তস্বভাবতঃ॥ জীং ১২॥

১২। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ অথ—অনন্তর। **দারুণাঃ**—মহাভয়ঙ্কর স্বভাব হেতু অতি দারুণ। **মহোৎপাতাঃ**—প্রকৃতিগত ভাবেই অমঙ্গলের চিহ্ন হওয়া হেতু মহা উৎপাত বলা হল॥ জীং ১২॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা—ত্রিবিধাঃ ভুবি ভূকম্পাদয়ঃ, দিবি উল্কাপাতাদয়ঃ, আত্মনি বামনেত্র-স্ফুরণাদয়ঃ। ভগবতঃ খল্বমঙ্গলা শঙ্কারাহিত্যেঽপি যদুৎপাতপ্রাকট্যং তদগবাং গোপাদীনাঞ্চ দুঃখসূচনার্থং কিংবা তত্তদধিষ্ঠাতৃদেবানামপি কৃষ্ণে প্রীতিমত্ত্বেনৈশ্বর্য্যবিস্মরণাৎ। কৃষ্ণেঽপ্যশুভা সঙ্কিনঃ উৎপাতং প্রকটয়ামাসুরিতি॥

১৩। তানালক্ষ্য ভয়োদ্বিগ্না গোপা নন্দপুরোগমাঃ।
বিনা রামেন গাঃ কৃষ্ণং জ্ঞাত্বা চারয়িতুং গতম্॥
১৪। তৈর্দুর্নিমিত্তৈর্নিধনং মত্বা প্রাপ্তমতদ্বিদঃ।
তৎপ্রাণাস্তন্মনস্কাস্তে দুঃখশোকভয়াতুরাঃ॥

১৩। **অন্বয়ঃ** নন্দপুরোগমাঃ (নন্দাদয়ঃ) গোপাঃ তান্ (উৎপাতান্) আলক্ষ্য কৃষ্ণং রামেণ বিনা গাঃ চারয়িতুং গতং [ইতি] জ্ঞাত্বা ভয়োদ্বিগ্নাঃ [বভুবুঃ]।

১৪। **অন্বয়ঃ** তৎপ্রাণাঃ (কৃষ্ণগতপ্রাণাঃ) তন্মনস্কাঃ অতদ্বিদঃ (তন্মাহাত্ম্যমননুসন্দধানা) তে (নন্দাদয়ঃ গোপাঃ) তৈঃ দুর্নিমিত্তৈঃ নিধনং প্রাপ্তং [ইতি] মত্বা দুঃখশোকভয়াতুরাঃ [বভুবুঃ]।

১৩। **মূলানুবাদঃ** নন্দ প্রমুখ গোপগণ সেই সব অমঙ্গল সূচক উৎপাত দেখে এবং বলরামকে সঙ্গে না নিয়ে কৃষ্ণ গোচারণে বের হয়েছেন জেনে ভয়ে উদ্বিগ্ন হলেন।

১৪। **মূলাবাদঃ** কৃষ্ণৈশ্বর্যজ্ঞান রহিত, কৃষ্ণগত প্রাণ মন সেই নন্দাদিগোপগণ সেই সব দুর্লক্ষণ দর্শনে কৃষ্ণ নিধন প্রাপ্ত হয়েছে, এরূপ মনে করে দুঃখ শোক ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ত্রিবিধাঃ**—তিন প্রকার, যথা **ভুবি**—পৃথিবীতে, ভূমিকম্পাদি। **দিবি**—আকাশে, উল্কাপাতাদি, **আত্মনি**—নিজের অঙ্গে, বাম নেত্র স্ফুরণাদি। ভগবানের অমঙ্গল আশঙ্কা না থাকলেও এই যে উৎপাত প্রকাশ, ইহা গো-গোপাদির দুঃখ সূচনা করার জন্য কিম্বা ভূমিকম্পাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের কৃষ্ণের প্রতি যে ব্রজজাতীয় প্রীতি, সেই প্রীতির দরুণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য বিস্মরণ হেতু কৃষ্ণেও অশুভ সূচক উৎপাত প্রকাশ পেল॥ বিং ১২॥

১৩। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ** তানিতি ত্রিকম্; বিনা রামেতি—পরমসমর্থস্য স্নিগ্ধস্য গম্ভীরস্য সদা সাহায্যে রতস্য তস্য সমক্ষে তদনুজস্য তাদৃশব্যসনতা ন সম্ভবেদেতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, আলক্ষ্যৈব ভয়োদ্বিগ্না বভূবুঃ॥ জীং ১৩॥

১৩। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ তান্**—সেই ত্রিবিধ উৎপাত। **বিনা রাম**—এই বাক্যের ধ্বনি কৃষ্ণ বনে গিয়েছে বিনা রাম, এই কথা জেনে নন্দ প্রমুখ গোপদের মনে ভয়ের উদয় হল, যথা—পরম সমর্থ স্নিগ্ধ গম্ভীর সদা সাহায্যে রত বলরামের সমক্ষে তাঁর অনুজের তাদৃশ বিপদ সম্ভব হতো না, আজ যে একা, তাই ভূমিকম্পাদি উৎপাত দেখে উদ্বিগ্ন হলেন। জীং ১৩॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তানালক্ষ্য গোকুলান্নির্জগ্মুরিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ॥ বিং ১৩॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টিকানুবাদঃ তানালক্ষ্য**—সেই বিবিধ বিপদসংকেত দেখে গোকুল থেকে বেরিয়ে গেলেন—এইরূপে ১৩-১৫ শ্লোকের এক সঙ্গে অন্বয় হল॥ বিং ১৩॥

১৪। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ** অতএব নিধনমেব প্রাপ্তং মত্বা নিতরাং ধনং স্বীয়যমুনা-

১৫। আবালবৃদ্ধবনিতাঃ সর্ব্বেঽঙ্গ পশুবৃত্তয়ঃ।
নির্জগ্মুর্গোকুলাদ্দীনাঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ॥

১৫। অন্বয়ঃ [হে] অঙ্গ! কৃষ্ণদর্শণলালসাঃ আবালবৃদ্ধবনিতাঃ দীনাঃ (কাতরাঃ) পশুবৃত্তয়ঃ সর্ব্বে গোকুলাৎ নির্জগ্মুঃ (কৃষ্ণোদ্দেশেন বহির্জগ্মুঃ)।

১৫। মূলানুবাদঃ হে অঙ্গ! অতি কাতর, কৃষ্ণদর্শন-লালস ও নবপ্রসূতা গাভীর মতো অত্যন্ত বাৎসল্য স্বভাব গোপগণ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে গোকুল থেকে বেরিয়ে পড়লেন বনের পথে।

হ্রদরূপং স্ববিহারসর্ব্বস্বমিতি সরস্বতীসংবাদঃ। অতদ্বিদঃ তন্মাহাত্ম্যমননুসন্দধানা ইত্যর্থঃ। নন্বু কথং তত্রৈব তেষাং সন্দেহো জাতঃ? তত্রাহ—স এব প্রাণো জীবনং যেষামতস্তস্মিন্নেব মনো যেষামিতি। তে তদেক-প্রিয়ত্বেন প্রসিদ্ধাঃ॥ জী° ১৪॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ অতএব **নিধনম্**—'নি' 'নিতরাং' বহু, 'ধনং' স্বীয় যমুনা হ্রদরূপ স্ববিহার-সম্পত্তি সকল এরূপ সরস্বতী সংবাদ। **অতদ্বিদঃ**—কৃষ্ণের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অনু-সন্ধান রহিত। আচ্ছা কৃষ্ণেরই যে বিপদ, এ তাদের সন্দেহ হল কি করে? এরই উত্তরে **তৎপ্রাণাঃ**—কৃষ্ণই জীবন যাঁদের অতএব **তৎমনস্কা**—কৃষ্ণেতেই মন যাঁদের, **তে**—সেই গোপগণ; যাঁরা একমাত্র কৃষ্ণ-তেই প্রীতি ধারণ করেন বলে প্রসিদ্ধ॥ জী° ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নিধনমেব প্রাপ্তং মত্বা নিতরাং ধনং শ্রীযমুনাহ্রদরূপং স্ববিহারাস্প-দমিতি সরস্বতী সম্বাদঃ॥ বি° ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নিধনং প্রাপ্তং মত্বা—দুর্লক্ষণ দর্শনে কৃষ্ণ নিধন প্রাপ্ত হয়েছে, এরূপ মনে করে। ভগবানের আবার নিধন কি? কাজেই এখানে সরস্বতীকৃত অর্থ এইরূপ, যথা **নি+ধনং**—'নি' নিতরাং অর্থাৎ অতিশয় 'ধনং' শ্রীযমুনা হ্রদরূপ নিজ বিহারস্থান প্রাপ্ত হয়েছে কৃষ্ণ, এরূপ মনে করে॥ বি° ১৪॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ পশুবৃত্তিত্বেন তদীয়বাৎসল্যস্বভাবভাবিতা ইত্যর্থঃ, পশুবদ্বৃত্তির্বাৎসল্যাংশে যেষামিতি বা, অতএব দীনা ইতস্ততো মুহুঃ স্খলন্তো নিপতন্তশ্চেত্যর্থঃ। কৃষ্ণো ব্রজজন-চিত্তাকর্ষকঃ কথং কুত্রাস্তীতিতদ্দর্শনোৎসুকাঃ সন্তঃ; যদ্বা, স্বভাবত এব তাদৃশাঃ॥ জী° ১৫॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ পশুবৃত্তয়ঃ—কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য স্বভাব বিশিষ্ট। বাৎসল্যাংশে 'পশুবৃত্তি' নব প্রসূতি গাভীর মত বৃত্তি যাঁদের সেই গোপগণ—অতএব **দীনাঃ**—অতিশয় কাতর, মুহুর্মুহুঃ—পা পিছলে যাচ্ছে, আছাড় খেয়ে পড়েও যাচ্ছেন। **কৃষ্ণদর্শনলালসা**—'কৃষ্ণ' পদে ব্রজজন-চিত্তাকর্ষক; কি ভাবে কোথায় আছে, এইরূপে দর্শনোৎসুক হলেন। অথবা স্বভাবতঃই তারা কৃষ্ণদর্শনলালসা বিশিষ্ট॥ জী° ১৫॥

১৬। তাংস্তথা কাতরান্ বীক্ষ্য ভগবান্ মাধবো বলঃ।
প্রহস্য কিঞ্চিন্নোবাচ প্রভাবজ্ঞোঽনুজস্য সঃ॥

১৬। **অন্বয়ঃ** সঃ ভগবান্ মাধবঃ (সর্ব্ববিদ্যাবিৎ) বলঃ (বলদেবঃ) অনুজস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) প্রভাবজ্ঞঃ তান্ (নন্দাদীন্) তথা কাতরান্ বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) প্রহস্য কিঞ্চিৎ ন উবাচ।

১৬। **মূলানুবাদঃ** বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালক সর্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ-প্রভাবজ্ঞ বলদেব গোপগণকে তাদৃশ কাতর দেখে মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়ে তুললেন—কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না।

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** মহাশোকাৎ পশূনামিব বুদ্ধি বিবেকপ্রতীকার জ্ঞানশূন্যা বৃত্তিঃ সত্তা যেষাং তে॥ বি° ১৫॥

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পশুবৃত্তয়ঃ**—মহাশোক হেতু পশুদের মত বুদ্ধি-বিবেক-প্রতিকার জ্ঞান শূন্য 'বৃত্তি' সত্তা অর্থাৎ অস্তিত্ব বিশিষ্ট (গোপগণ বেরিয়ে গেলেন গোকুল থেকে)॥বি° ১৫॥

১৬। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ** তথা তাদৃশকাতর্য্যং প্রাপ্তানপি তান্ বীক্ষ্য স গোকুলৈকপ্রিয়োঽপি বলঃ ভগবান্ সর্ব্বশক্তিযুক্তোঽপি মাধবঃ সর্ব্ববিদ্যাপতিরপি অসমর্থ ইব কিঞ্চিন্ন কৃতবান্, অজ্ঞ ইব চ ন কিঞ্চিদুপদিষ্টবান্, কিন্তু তদ্দুঃখেন দুঃখিতোঽপি তেষামেব কিঞ্চিদ্ধৈর্য্যার্থম্। প্রেতি—প্রকটং বহিরেব হসিত্বা তুষ্ণীমাসীৎ, অয়ং নিজানুজস্য তত্ত্বজ্ঞঃ—স্নিগ্ধশ্চ হসতীতি, নাত্র চিন্তেতি বোধয়িতুমিত্যর্থঃ। এবং তেষাং প্রাণরক্ষাযোগ্যত্বাৎ হাস এব তস্যাবির্ভূতঃ, স্বভাবত এব সর্ব্বসমাধানশক্তিময়ত্বাদ্ভগবল্লীলয়া ইতি ভাবঃ। তর্হি কথমীদৃশেঽপি দুঃখসঙ্কটে স্বসামার্থ্যং ন ব্যঞ্জিতবান্, ন চ তৎপ্রভাবং স্পষ্টমুপদিষ্টবান্? তত্রাহ—প্রভাবজ্ঞ ইতি তজ্জ্ঞত্বেন তদিচ্ছাং বিনা তৎকর্ত্তুং ন শক্তবানিত্যর্থঃ। মাধবপদং চেদং শ্রীহরিবংশে ব্যুৎপাদিতম্—'মা বিদ্যা চ যতঃ প্রোক্তা তস্যা ইশো যতো ভবেৎ। তস্মান্মাধবনামাসি ধবঃ স্বামীতি কীর্ত্তিতঃ॥' ইতি॥ জী° ১৬॥

১৬। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ** এই ব্রজবাসিদের তাদৃশ কাতর হয়ে পড়তে দেখেও, **সঃ**—সেই শ্রীবলরাম গোকুলৈক প্রিয় হয়েও **ভগবান্**—সর্বশক্তি যুক্ত হয়েও **মাধবঃ**—সর্ব বিদ্যাপতি হয়েও অসমর্থের মতো কিছুই করলেন না—এব অজ্ঞের মত কিছুই উপদেশও করলেন না, কিন্তু তাঁদের দুঃখে দুঃখিত হয়েও তাঁদেরই কিঞ্চিৎ ধৈর্যের জন্য **প্রহস্য**—'প্র' প্রকটে অর্থাৎ হাসি হাসি মুখ করে চুপ করে থাকলেন। এই বলরাম নিজ অনুজের তত্ত জানেন—স্নিগ্ধ ভাবে হাসলেন—এখানে চিন্তার যে কিছু নেই, তা বুঝাবার জন্য। এবং ব্রজবাসিদের প্রাণরক্ষা করাই উচিত বলে তখন হাসির উদয় হল তার মুখ—কারণ ইনি ভগবৎলীলা প্রয়োজনে স্বভাবতই সর্ব সমাধান-শক্তিময়, এরূপ ভাব। তা হলে কেনই বা ঈদৃশ বিষম দুঃখসঙ্কটে স্বসামর্থ্য প্রকাশ করলেন না এবং কৃষ্ণের প্রভাবও স্পষ্টভাবে উপদেশ করলেন না? এর উত্তরে **প্রভাবজ্ঞ**—শ্রীবলরাম কৃষ্ণের মনোগত ভাব, শক্তি সব কিছু জানেন, তাই তার ইচ্ছা ছাড়া ও-

**১৭। তেঽন্বেষমাণা দয়িতং কৃষ্ণং সূচিতয়া পদৈঃ।
ভগবল্লক্ষণৈর্জগ্মুঃ পদব্যা যমুনাতটম্॥**

১৭। অন্বয় ঃ দয়িতং কৃষ্ণম্ অন্বেষমাণাঃ তে (নন্দাদয়ঃ) ভগবল্লক্ষণৈঃ (ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিচিহ্নিতৈঃ) পদৈঃ সূচিতয়া পদব্যা (মার্গেণ) যমুনাতটং জগ্মুঃ।

১৭। মুলানুবাদ ঃ ব্রজজনেরা সকলে তাদের প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণকে খুঁজতে প্রবৃত্ত হয়ে ভগবৎ-লক্ষণ যুক্ত পদচিহ্ন-সূচিত পথ ধরে যমুনা তটের দিকে এগুতে লাগলেন।

সব প্রকাশ করতে পারেন না। **মাধব**—এই 'মাধব' পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শ্রীহরিবংশে প্রকাশ করা হয়েছে, যথা—'মা' বুদ্ধিবৃত্তি—'ধব' পরিচালক। মাধব—বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালক॥ জী° ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ "মামবিদ্যা চ যতঃ প্রোক্তা তস্যা ঈশো যতো ভবেৎ। তস্মান্মাধব-নামাসি ধবঃ স্বামীতি কীর্ত্তিতঃ" ইতি হরিবংশোক্তনিরুক্তেঃ। প্রভাবং লীলৈশ্বর্য্যং জানাতীতি সঃ। তস্য স্বানুজমহাপ্রেমবত্ত্বেঽপি প্রেম্না তদৈশ্বর্য্যানামাবরণং কৃষ্ণেচ্ছানুরঞ্জিতলীলাশক্ত্যৈব অন্যথা শ্রীনন্দাদীন্ শোকাবেগেন সর্পহ্রদং মংক্ষু শীঘ্রং মিমংক্ষূন্ কো বারয়িতুং প্রভবেদিতি ভাবঃ। প্রহস্যেতি মৎস্বরূপেণ শেষনাগেন সহ ক্রীড়া ন রোচতে, কিন্তু প্রাকৃতক্ষুদ্রকালিয়সর্পাধমেনৈবেতি তস্য নরলীলত্বস্মরণাৎ। কিঞ্চিন্নোবাচেতি তেষাং শোকান্ধানাং কৃষ্ণং দিদৃক্ষূণাং তদাবরণস্যানৌচিত্যাদশক্যত্বাচ্চ। কিন্তু স্বপ্রহাসশোকাভাবদর্শনং যতো ন কিঞ্চিদনিষ্টাভাব-মূহয়িত্বা প্রাণজিহাসাং শিথিলয়ামাস॥ বি° ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মাধব—মা+ধব—'মা' বুদ্ধিবৃত্তি 'ধব' পরিচালক—বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালক।—শ্রীহরিবংশোক্ত নিরুক্তি। **প্রভাবজ্ঞ**—লীলা-ঐশ্বর্য যে জানে সেই প্রভাবজ্ঞ বলরাম। এই বলরামের নিজ অনুজ কৃষ্ণ মহাপ্রেমিক হলেও প্রেমের দ্বারা তাঁর ঐশ্বর্য সমূহের আবরণ কৃষ্ণেচ্ছা অনুরঞ্জিত লীলাশক্তি দ্বারাই হয়ে থাকে, অন্যথা শোকাবেগে পট্ করে হ্রদজলে ডুবে যেতে ইচ্ছুক শ্রীনন্দাদিকে কে বারণ করতে সমর্থ হত। **প্রহস্য**—স্নিগ্ধ হাসি হেসে—মৎস্বরূপ শেষনাগের সহিত এই ব্রজে খেলা রুচিকর হচ্ছে না, কিন্তু অহো প্রাকৃত ক্ষুদ্র অধম-কালিয়নাগের সহিত খেলাতেই রুচি, এইরূপে কৃষ্ণের নরলীলাভাব স্মরণ হেতু স্নিগ্ধ হাসি। **কিঞ্চিন্নোবাচ**—কিঞ্চিৎ মাত্রও বললেন না।—সেই শোকান্ধ কৃষ্ণ-দর্শনেচ্ছু জনদের সম্বন্ধে সেই আবরণ অনুচিত এবং সহ্যের অতীত হওয়া হেতু মুখে বললেন না বটে, কিন্তু নিজের স্নিগ্ধ হাসিতে শোকাভাব প্রকাশ করে বুঝালেন আমাদের কিঞ্চিৎ মাত্রও অনিষ্ট সম্ভাবনা নেই—হাসিতে মুগ্ধ করে তাঁদের প্রাণ ত্যাগের ইচ্ছা শিথিলিত করলেন॥ বি° ১৬॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ অন্বেষমাণা অন্বিচ্ছন্তঃ, তত্র হেতুর্দয়িতং, তত্র হেতুঃ কৃষ্ণম্॥ জী° ১৭॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ অন্বেষমানা—অন্বেষণ করতে করতে। এই

**১৮। তে তত্র তত্রাজযবাঙ্কুশাশনিধ্বজোপপন্নানি পদানিবিশ্‌পতেঃ।
মার্গে গবাংমন্যপদান্তরান্তরে নিরীক্ষমাণা যযুরঙ্গ সত্বরাঃ॥**

১৮। অন্বয়ঃ অঙ্গ! তে (নন্দাদয়ঃ) তত্র তত্র গবাং মার্গে অন্য পদান্তরান্তরে (অন্যেষাং গোপবালকানাং পাদানাং মধ্যে মধ্যে) বিশ্‌পতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অব্জযবাঙ্কুশাশনি-ধ্বজোপপন্নানি পদানি নিরীক্ষমানাঃ সত্বরাঃ যযুঃ (যমুনাতটং জগ্মুঃ)।

১৮। মুলানুবাদঃ হে রাজা পরীক্ষিৎ। নন্দাদি গোপগণ সকলে গবাদি পশুগণের বনগমন পথে অন্যদের পদচিহ্নের মাঝে মাঝে অবস্থিত পদ্ম-যব-অঙ্কুশ-ধ্বজ চিহ্ন যুক্ত কৃষ্ণ পদচিহ্নের দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে চলতে সত্বরই হ্রদতটে পৌঁছে গেলেন।

অন্বেষণ করার হেতু কৃষ্ণ যে তাদের **দয়িতং**—ভালবাসার পাত্র এ বিষয়ে হেতু **কৃষ্ণং**—তিনি যে সর্বজন আকর্ষক আনন্দপুঞ্জ॥ জী° ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ভগবন্তং লক্ষয়ন্তি যানি তৈঃ পদৈঃ সুচিতয়া পদব্যা॥ বি° ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ভগবৎলক্ষণৈ—যা ভগবান্‌কে চিনিয়ে দেয়, সেই শঙ্খচক্রাদি-লক্ষযুক্ত পদের দ্বারা চিহ্নত পথ অনুসরণ করে॥ বি° ১৭॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ তত্র তত্র শ্রীচরণন্যাসভুবি, বিশো বৈশ্যা গোপরূপাঃ, ততো গোকুলপতেরিত্যর্থঃ; ষত্বাদ্যভাবশ্ছান্দসঃ। অন্যপদান্তরান্তর ইতি—চিরং প্রস্থিতস্য পশু পশুপবর্গ-পরিবেষ্টিতস্যাপি তস্য পদানি ন কেনচিদাক্রান্তানীতি বোধয়িত্বা ভূম্যৈব তাবদাত্মভূষণত্বেন রক্ষিতত্বং, সর্ব্বেষামপি (প্রেমাস্পদত্বমচেতনৈর্বায়্বাদিভিরপ্যক্ষোভ্যত্বেন মহাপ্রভবত্বমিতি হেতুত্রয়ং সম্ভাবয়তি, এবমেবোক্তং ভগবল্লক্ষণৈরিতি, ততশ্চ সাক্ষাত্তস্য তাদৃশানাং তাদৃশপ্রেমাস্পদত্বে কালিয়ালজ্ঘ্যত্বে চ কো বিস্ময় ইতি ভাবঃ॥ জী° ১৮॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ তত্র তত্র—সেই সেই শ্রীশ্রীচরণ-বিন্যাস-ভূমিতে। **বিশ্‌পতেঃ**—গোপরূপ বৈশ্যগণের পতি অর্থাৎ গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের (পদচিহ্ন)। [**গবাংমার্গে**—ধেনু চলার পথে অথবা শ্রুতিপথে-শ্রীধর] **অন্যপদান্তরান্তরা**—অন্য পদচিহ্নের মধ্যে মধ্যে, দীর্ঘদিন চলা-ফেরাকারী কৃষ্ণের পদচিহ্নের কোন একটিও অন্যপদচিহ্নে বা ধুলিকণায় আবৃত হয় নি, যদিও তিনি সব সময়ই বহু গো-মহিষাদি ও রাখালবালকগণে পরিবিষ্টিত হয়েই চলাফেরা করেছেন—এর দ্বারা কৃষ্ণপদচিহ্নের অদ্ভুত মহিমা মাধুর্য প্রখ্যাপিত হল—ধরণীদেবী আজ ধন্য হলেন এই পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করে, তাই তাবৎ পদচিহ্ন নিজ অলঙ্কার রূপে যত্নে রক্ষা করলেন, এতে আরও বুঝা যাচ্ছে এই পদচিহ্নের সর্বজন-প্রেমাস্পদত্ব গুণ, আরও অচেতন বায়ুও এর উপর ধূলিকণা ফেলে বা আলোড়িত করে নিশ্চিহ্ন করে নি—এর দ্বারা এই

১৯। অন্তর্হ্রদে ভুজগভোগপরীতমারাৎ কৃষ্ণং নিরীহমুপলভ্য জলাশয়ান্তে।
গোপাংশ্চ মূঢ়ধিষণান্ পরিতঃ পশূংশ্চ সংক্রন্দতঃ পরমকশ্মলমাপুরার্ত্তাঃ ॥

১৯। অন্বয় ঃ আরাৎ (দূরাৎ) অন্তর্হ্রদে ভুজভোগপরীতং (সর্পশরীরবেষ্টিতং) নিরীহং (নিশ্চেষ্টং) কৃষ্ণং, জলাশয়ান্তে (কালিয়হ্রদতটে) মূঢ়বিষণান্ মোহপ্রাপ্তান্) গোপান্ পরিতঃ (সর্ব্বমেব তীরং ব্যাপ্য) সক্রন্দতঃ পশূন্ উপলভ্য (নিরীক্ষ্য) তে আর্ত্তাঃ পরমকশ্মলম্ আপুঃ।

১৯। মুলানুবাদ ঃ অতঃপর দুর থেকে হ্রদমধ্যে সর্পশরীর বেষ্টিত স্পন্দন রহিত, কৃষ্ণকে, হ্রদ-তীরে মূর্চ্ছিত-বুদ্ধি রাখাল বালকদিকে এবং চতুর্দিকে আর্তনাদকারী পশুদিকে দেখে অত্যন্ত দুঃখে নন্দাদি গোপগণ গাঢ় মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হলেন।

পদচিহ্নের মহাপ্রভাব সূচিত হল। সুতরাং শ্লোকে বলা হল, ভগবৎভাব যুক্ত পদচিহ্ন। অতএব আরও বলবার কথা, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর মধুর পদচিহ্ন সর্বজন প্রেমাস্পদ হওয়া হেতু কালিয়ের দ্বারা যে অলজ্ঘনীয়, তা আর বিস্ময়ের কি। [শ্রীস্বামিপাদ—"গবাং শ্রুতীনাং মার্গে ইত্যাদি"—এই সংসারে যাঁরা শ্রুতেক্ষিত পথে কর্মজ্ঞানাদি নানাবিধ উপদেশের মধ্যে মধ্যে যে যে ভক্তি উপদেশ আছে, তার দিকে একান্ত দৃষ্টি রেখে যাঁরা চলে, তাঁরাই সত্বর কৃষ্ণের নিকট গিয়ে পোঁছেন] ॥ জী° ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ পদৈঃ পদবীজ্ঞানপ্রকারমাহ,—তে ইতি। বিশ্‌পতেঃ বিশাং বৈশ্যানাং পত্যুরধ্যক্ষস্য কৃষ্ণস্য, ষত্বাভাব আর্ষঃ। অন্যেষাং পদানামন্তরান্তরে মধ্যে মধ্যে তদপোহেন গবাং শ্রুতীনাং মার্গে সত্বরা অপ্রমত্তা যোগিনস্তত্তদুপাধ্যপবাদেন যথা পরং তত্ত্বং মৃগয়ন্তি তদ্বদিতি ভাবঃ ॥ বি° ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বিশ্‌পতে—'বিশাং' বৈশ্যদের 'পতি' অধিনায়ক কৃষ্ণের **অন্যপদান্তরান্তরে**—অন্যদের পদচিহ্নের মধ্যে মধ্যে অন্য পদচিহ্ন গুলি ম্লান করে দিয়ে ॥ বি° ১৮ ॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ মূঢ়ধিষণান্ মোহগতান্, পরিতঃ সর্ব্বমেব তীরং ব্যাপ্য ॥ জী° ১৯ ॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ মূঢ়ধিষণান্—মূর্চ্ছাগত। **পরিতঃ**—সমস্ত তীর জুড়েই। জী° ১৯ ॥

১৯ শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ সামান্যতো গোপ গোপীজনানাং বৈক্লব্যমাহ,—ততশ্চান্তর্হ্রদে হ্রদ-মধ্যে ভুজগভোগ পরীতং সর্পশরীরবেষ্টিতং ভো বালকাঃ, বৃত্তান্তং তাবৎ কথয়ত, কিং কালিয়েনৈব তীরাৎ কৃষ্ণবলাদাকৃষ্য জলে পাতিতঃ? কিংবা কৃষ্ণ এব তীরাদবপ্লুত্য জলে পতিতঃ? তত্রাপি স্ববুদ্ধ্যা অন্যস্য কস্য-চিদাদেশেন বেত্যাদি প্রশ্নে মূঢ়ধিয়ঃ মূর্চ্ছিতবুদ্ধীন্ বক্তুং কিমপি চেষ্টিতঞ্চাসমর্থান্ গোপান্ বীক্ষ্য পরম-কশ্মলং তন্মূর্চ্ছাতঃ সকাশাদপ্যাতি মূর্চ্ছাম্ ॥ বি° ১৯ ॥

২০। গোপ্যোঽনুরক্তমনসো ভগবত্যনন্তে তৎসৌহৃদস্মিতবিলোকগিরঃ স্মরন্ত্যঃ।
গ্রস্তেঽহিনা প্রিয়তমে ভৃশদুঃখতপ্তাঃ শূন্যং প্রিয়ব্যতিহৃতং দদৃশুস্ত্রিলোকম্॥

২০। **অন্বয়ঃ** অনুরক্তমনসঃ (স্বভাবতো নিরন্তর প্রেমবত্য) গোপ্যঃ (গোপবধ্বঃ) ভগবতি অনন্তে প্রিয়তমে অহিনা (কালিয়সর্পেন) গ্রস্তে (আক্রান্তেসতি) ভৃশদুঃখতপ্তাঃ তৎসৌহৃদস্মিতবিলোক-গিরঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেম্না সহাস্যাবলোক সহিত মধুর বচনানি তাঃ) স্মরন্ত্য প্রিয়ব্যতিহৃতং (শ্রীকৃষ্ণ বিরহিতং) ত্রিলোকং শূন্যং দদৃশুঃ।

২০। **মূলানুবাদ ঃ** পরমসুন্দর অনন্তগুণশালী প্রিয়তম কৃষ্ণকে সর্প-কবলিত দেখে নবানুরাগিনী শ্রীরাধাদি গোপীগণ তদীয় প্রেম, মৃদু মধুর হাসি, মধুর কটাক্ষ, নির্জন-আলাপ স্মরণ করতে করতে অত্যন্ত দুঃখসন্তপ্ত হলেন, প্রিয়তমের দ্বারা ত্যক্ত হয়ে ত্রিলোক শূন্য দেখতে লাগলেন।

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** সামান্যভাবে গোপ-গোপীজনদের বিহ্বলতা বলা হচ্ছে — অতঃপর হ্রদমধ্যে সর্পশরীর বেষ্টিত কৃষ্ণকে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় **উপলভ্য** দেখে রাখাল বালকদের জিজ্ঞাসা করলেন—ওহে বালকগণ, আগাগোড়া ঘটনা বলতো, কালিয়ই কৃষ্ণকে টেনে জলে ফেলে দিল, কিম্বা কৃষ্ণই তীর থেকে লাফিয়ে জলে পড়ল ? এর মধ্যেও নিজ বুদ্ধিতেই কি অন্য কারোর প্ররোচনায় ইত্যাদি প্রশ্নে **মূঢ়ধিষণান্**—মূর্চ্ছিত বুদ্ধি, কিছু বলতে চেষ্টা করেও অসমর্থ বালকগণকে দেখে নন্দাদি গোপগোপী-গণ **পরম কশ্মলং**—রাখাল বালকদের মূর্চ্ছা থেকেও অতি গাঢ় মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হলেন॥ বিং ১৯॥

২০। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ** এবং সর্ব্বেষামেব সামান্যেন দুরবস্থামুক্ত্বা তত্রৈব শ্রীগোপীনাং বিশেষমাহ—গোপ্য ইতি। ভগবতি সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তেঽতো ন বিদ্যতে অন্তো নাশো ভক্তানাং যস্মা-ত্তথাভূতেঽপরিচ্ছিন্ন ইতি বা, ইত্যহিগ্রসনাসম্ভব উক্তঃ, তথাপ্যহিনা গ্রস্তে তদিচ্ছয়ৈব ভোগেনাক্রান্তে সতি অত্যর্থদুঃখতপ্তাঃ, যতোঽনুরক্তমনসঃ স্বভাবতো নিরন্তরপ্রেমবত্য ইত্যর্থঃ। তথা তস্মিন্নপি স্বভাবতঃ প্রিয়তমে এবেতি আত্মা প্রিয়ঃ, পরমাত্মা প্রিয়তরঃ, ততোঽপি বিশিষ্টত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রিয়তম এবেতি, ততঃ প্রেমভরা-ক্রান্ত্যা তত্তত্ত্বানুসন্ধানাদিত্যর্থঃ। যদ্বা, ভগবতি পরমসুন্দরেঽনন্তে চ অপরিচ্ছিন্ন গুণে, তথা প্রিয়তমে, কস্যচিৎ প্রিয়তরে, তাসান্তু প্রিয়তমে, যতঃ সদানুরক্তমনসঃ। অধুনা চ গ্রস্তে গ্রস্তবৎ সর্ব্বতো ভোগেন পরি বেষ্টিতে সতি, তস্য সৌহৃদেন প্রেম্ণা যাঃ স্মিতাবলোকগিরঃ, তাঃ স্মরন্ত্যো ভৃশদুঃখতপ্তাঃ সত্যঃ প্রিয়েণৈব কর্ত্রা বিশেষণাতিশয়েন হৃতং স্বগ্রস্ততাদর্শনায়াঽন্ধবধিরায়মাণতাং বিধায় চ বিস্মারিতমিত্যর্থঃ। প্রিয়ব্যতি-কৃতমিতি পাঠে চ 'ব্যতিকরঃ সমাখ্যাতো ব্যতিসজ্জনে' ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। ব্যসনং বিপদি ভ্রংশে' ইত্যমর-কোষাচ্চ, প্রিয়েণ হেতুনা ভ্রষ্টমিতি তথৈবার্থঃ। টীকায়াঃ বিরহিতমিত্যস্য চ ত্যাজিতমিত্যর্থ ইতি তথৈব তাৎপর্য্যং, ততস্তাদৃশং জগচ্ছূন্যং দদৃশুঃ, শূন্যমিতি শোকবেগেনাত্মন ইব জগতামপি মরণমননাৎ নিজপ্রিয়-তমাভাবেন সর্ব্বস্যৈকাকারমননাদ্বা॥ জীং ২০॥

২০। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে সামান্য ভাবে সকলের দুরবস্থা বলেই সেখানেই গোপীদের বিশেষ বলা হচ্ছে—গোপ্য ইতি। **ভগবতি**—সর্বৈশ্বর্যযুক্ত, অতএব **অনন্ত**—যাঁর থেকে ভক্তগণের 'অন্ত' নাশ হয় না তথাভূত, বা 'অনন্ত' অসীম। এইরূপে বলা হল, সর্পের পক্ষে কৃষ্ণকে কবলিত করা অসম্ভব—তথাপি **অহিনাগ্রস্তে**—কৃষ্ণেরই ইচ্ছাতে সর্প শরীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত হলে অত্যন্ত দুঃখতপ্তা হলেন গোপীগণ। যেহেতু তাঁরা **অনুরক্ত মনসো**—স্বভাবত নিরন্তর প্রেমবতী, সুতরাং কৃষ্ণেও প্রেমবতী। **প্রিয়তমে**—কৃষ্ণ স্বভাবত প্রিয়তম—আত্মা প্রিয় পরমাত্মা প্রিয়তর, এই পরমাত্মা থেকেও বৈশিষ্ট্য থাকা হেতু কৃষ্ণ প্রিয়তম ; অতএব গোপীগণ **ভৃশদুঃখতপ্তা**—অতিশয় প্রেমের দ্বারা পীড়িত হলেন, কৃষ্ণ তত্ত্ব অনুসন্ধান না থাকা দরুণ। অথবা, **ভগবতি**—পরম সুন্দর **অনন্তে চ**—এবং অসীম গুণশালী, তথা **প্রিয়তমে**—কারুর প্রিয়তর, গোপীদের কিন্তু প্রিয়তম যেহেতু সদানুরক্ত মনা। এবং অধুনা চতুর্দিকে **সর্পশরীরের** দ্বারা পরিবেষ্টিত হলে **তৎসৌহৃদ**—প্রেমের সহিত যে কৃষ্ণের মৃদু মধুর হাসি হাসি চাউনি ও বাক্য, তা স্মরণ করতে করতে গোপীগণ অতিশয় দুঃখ সন্তপ্ত হলে **প্রিয়ব্যতিহৃতং**—[প্রিয় + বি + অতি] প্রিয়প্রভু শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই 'বিশেষ' অতিশয় রূপে 'হৃতং' আনীত হল শূন্যতা—নিজের সর্প-শরীর-বেষ্টন অদর্শন করাবার জন্য অন্ধ-বধিরতা বিধান করিয়ে ভুলিয়ে রাখা হল। 'প্রিয়ব্যতিকৃত' পাঠে—প্রিয় + ব্যতিকৃত—প্রিয় হেতু ধর্ম ভ্রষ্ট হলেন, 'হৃতং' আনীত হল শূন্যতা। [শ্রীধরস্বামী—প্রিয়েণ শ্রীকৃষ্ণেন বিরহিতং 'বিরহিত' ত্যাজিত—প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা ত্যক্ত হয়ে জগৎ শূন্য দেখতে লাগলেন।] **শূন্যম্**—শোক বেগে নিজের মতো জগতেরও শূন্যতা—নিজ মরণ ভাবনা হেতু, বা নিজ প্রিয়তম অভাবে সর্বস্ব একাকার মনন হেতু॥ জী° ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তত্রানুরাগবতীনাং বৈক্লব্যমাহ,—ভগবতি পরমসুন্দরে অনন্তগুণে তস্য সৌহৃদং স্ববিষয়কং প্রেমস্মিতং বিলোকং রহসি কৃতাং গিরং সৌরতবার্ত্তাঞ্চ স্মরন্ত্যঃ ত্রিলোকং প্রিয়েণ ব্যতি-কৃতং বিরহিতং তদ্বিরহদাবাগ্নিভস্মীভূতত্বাচ্ছূন্যং "ব্যাতিহৃত" মিতি পাঠে প্রিয়েণৈব বিশেষেণাতিশয়েন চ হৃতং স্বদশান্তঃপাতীতি কৃতং দদৃশুঃ ॥ বি° ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এই শ্লোকে শ্রীরাধাদি অনুরাগবতীদের বিহ্বলতা বলা হয়েছে - **ভগবতি**—পরম সুন্দর, **অনন্তে**—অনন্তগুণ। **তৎ সৌহৃদঃ**—এইরূপ কৃষ্ণের স্ববিষয়ক প্রেম, **স্মিতং**—মৃদু মৃদু হাসি, **বিলোকং**—নির্জনে মধুর কটাক্ষ, **গিরং**—রতিক্রীড়া সম্বন্ধীয় আলাপ—স্মরণ করতে করতে **ত্রিলোকম্ প্রিয়ব্যতিহৃতং দদৃশু**—ত্রিলোক শূন্য দেখলেন—প্রিয় দ্বারা ['ব্যতিকৃতং' পাঠে] বিরহিত অর্থাৎ তার বিরহ-দাবাগ্নি দ্বারা ত্রিলোক ভষ্মীভূত হওয়া হেতু। 'ব্যতিহৃতম্' পাঠে—প্রিয়ের দ্বারা বিশেষ অতিশয় রূপে **হৃতং**—'স্বদশান্তপাতি' অর্থাৎ নিজ ভাবে বাহ্যজ্ঞান রহিত অবস্থা কৃত হল ॥বি°২০॥

২১। তাঃ কৃষ্ণমাতরমপত্যমনুপ্রবিষ্টাং তুল্যব্যথাঃ সমনুগৃহ্য শুচঃ স্রবন্ত্যঃ।
তাস্তা ব্রজপ্রিয়কথাঃ কথয়ন্ত্য আসন্ কৃষ্ণাননেঽর্পিতদৃশো মৃতকপ্রতীকাঃ॥

২১। অন্বয়ঃ তাঃ (যশোদাসখ্যো গোপ্যঃ) তুল্যব্যথাঃ অপত্যং (শ্রীকৃষ্ণং) অনুপ্রবিষ্টাং (হ্রদং প্রবেষ্টুমারব্ধাং কৃষ্ণমাতরং (যশোদাং) সমনুগৃহ্য শুচঃ (শোকাশ্রূনি) স্রবন্ত্যঃ তাঃ তাঃ ব্রজপ্রিয়কথাঃ কথয়ন্ত্যঃ কৃষ্ণাননে অর্পিতদৃশঃ মৃতক প্রতীকাঃ (মৃততুল্যাঃ) আসন্।

২১। মূলানুবাদঃ কৃষ্ণমাতা যশোদাকে পুত্রের জন্য হ্রদে ঝাঁপ দিতে উদ্যত দেখে সমব্যথার ব্যথী সখীগণ তাঁকে দু বাহুতে জড়িয়ে ধরে অশ্রুর বন্যা বহাতে বহাতে কৃষ্ণের পূতনা বধাদি লীলাকথা উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে, আর চেয়ে থাকলেন কৃষ্ণের মুখের দিকে মৃতবৎ নিস্পন্দ হয়ে।

২১। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ নন্বু তন্মাতা হন্ত কীদৃশী জাতা? ইত্যপেক্ষায়াং শোক-ভরেণ কিঞ্চিদেব প্রকাশয়ন্ সর্ব্বাসামেব তাসাং দশাবিশেষমাহ—তাঃ ইতি, তাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ শ্রীযশোদাস-খ্যোঽন্যাঃ শ্রীগোপ্যঃ; ন পততি কস্মিন্নপি দুঃখে কুলং যস্মাত্তদপত্যং পরমস্নেহপাত্র-পুত্রমিত্যর্থঃ, অতএব তৎ অনুলক্ষীকৃত্য তদর্থং প্রকর্ষেণ সর্ব্বতোঽধিকতয়া তপ্তাং। প্রবিষ্টামিতি পাঠে হ্রদং প্রবেষ্টুমারব্ধামিত্যর্থঃ। তুল্যব্যথা অপি সম্ সম্যক্, অনু নিরন্তরং গৃহীত্বা ধৃত্বা, শুচঃ শোকাশ্রূণি, স্রবন্ত্যঃ প্রবাহরূপেণ মুঞ্চন্ত্যঃ, তাস্তাঃ পূতনাদিতো দৈবকৃতরক্ষাময়ীঃ, বৎসবকাদিবধরূপাঃ তচ্ছৌর্য্যময়ীশ্চ ব্রজস্য প্রিয়কথাঃ কথয়ন্ত্যঃ সত্যঃ তাদৃশা মহাদুষ্টা বহবোঽপি হতাঃ, অয়ং সর্পস্তেষ্বকঃ কো নাম বরাকঃ? এনং হত্বা অধুনৈবায়াস্যতীতি তন্মাতৃসান্ত্বনার্থমিত্যর্থঃ। তথা কৃষ্ণার্পিতদৃশশ্চ সত্য আসন্, পশ্চান্মৃতকতুল্যাশ্চাসন্নিত্যর্থঃ। বিশেষতস্তাসাং শোকোক্তিঃ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'সর্ব্বা যশোদয়া সার্দ্ধং বিশামোঽত্র মহাহ্রদে। নাগরাজস্য নো গন্তুমস্মাকং যুজ্যতে ব্রজে॥ দিবসঃ কো বিনা সূর্য্যং বিনা চন্দ্রেণ কা নিশা। বিনা বৃষেণ কা গাবো বিনা কৃষ্ণেন কো ব্রজঃ॥ বিনাকৃতা ন যাস্যামঃ কৃষ্ণেনানেন গোকুলম্। অরণ্যং নাতিসেব্যঞ্চ বারিহীনং যথা সরঃ॥ যত্র নেন্দী-বরদলপ্রখ্যকান্তিরয়ং হরিঃ। তেনাপি মাতার্বাসেন রতিরস্তীতি বিস্ময়ঃ॥ উৎফুল্লপঙ্কজদল-স্পষ্টকান্তিবিলোচ-নম্। অপশ্যন্তো হরিং দীনাঃ কথং গোষ্ঠে ভবিষ্যথ॥ অত্যর্থমধুরালাপহৃতাশেষমনোধনাঃ। ন বিনা পুণ্ডরী-কাক্ষং যাস্যামো নন্দগোকুলম্॥ ভোগেনাবেষ্টিতস্যাপি সর্পরাজস্য পশ্যতঃ। স্মিতশোভি-মুখং গোপ্যঃ কৃষ্ণ-স্যাস্মদ্বিলোকনে॥ ইতি॥ জী° ২১॥

২১। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ হায় হায় কৃষ্ণমাতার কি দুঃসহ অবস্থাই না-হল? এরই অনুধাবনে শোক ভারে মুহ্যমান শ্রীশুকদেব এ কথা আর না বাড়িয়ে সামান্যাকারে বলেই অন্য গোপী-দের দশাবিশেষ বলতে আরম্ভ করলেন, যথা তা ইতি। **তা**—শ্রীযশোদার সখী অন্য গোপীগণ। **অপত্য**—অ+পৎ গমনে+য) যার কারণে কুল কখনও দুঃখে পড়ে না অর্থাৎ পরম স্নেহপাত্র পুত্র **অনু**—অতএব তার জন্য **প্রতপ্তাং**—'প্র' প্রকর্ষের সহিত অর্থাৎ সর্বভাবে অধিকরূপে শোকার্ত। 'প্রবিষ্টাং' পাঠে—হ্রদে

প্রবেশ করতে উদ্যত। তুল্যব্যথা **সমনুগৃহ্য** -তুল্যব্যথার ব্যথী হলেও সেই ব্যথা সম্যক্ 'অনু' নিরন্তর 'গৃহ্য' ধারণ করে অর্থাৎ ধৈর্য ধারণ করে **শুচঃ**—শোকাশ্রুধারা, **স্রবন্ত্যঃ**—প্রবাহরূপে মোচন করতে করতে। **তাঃ তাঃ ব্রজপ্রিয়কথাঃ**—পূতনাদি থেকে দৈবকৃতরক্ষাময়ী এবং বৎস বকাদি বধরূপ সেই শৌর্য্যময়ী ব্রজের প্রিয় কথা বলতে থাকলেন—তদৃশ মহাদুষ্ট বহু বহু হলেও, তাদের সব বধ করলেন। তার মধ্যে এই এক সর্প কোন্ এক তুচ্ছ। একে হত্যা করে কৃষ্ণ এই এল বলে এইরূপে যশোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলতে লাগলেন। **কৃষ্ণাননেঽর্পিতদৃশো**—তথা কৃষ্ণের মুখের প্রতি অর্পিত-নয়ন হয়ে থাকলেন **মৃতকপ্রতীকাঃ**-পরে শবদেহের মতো হয়ে থাকলেন। এই গোপীদের শোকোক্তি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বিশেষভাবে আছে, যথা—"আমরা সকলে যশোদার সহিত নাগরাজ কালিয়ের মহাহ্রদে প্রবেশ করব। আমাদের ব্রজে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না। সূর্য বিনা দিন, চন্দ্র বিনা রাত্রি যেমন অন্ধকার এবং বৃষ বিনা গাভী যেমন অর্থহীন তেমনই কৃষ্ণ বিনা ব্রজ। কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনে যাবো না। বারিহীন অরণ্য ব্যবহার্য নয়, যথা বারিহীন সরোবর। নীলোৎপলদল তুল্য শ্যামলকান্তি শ্রীকৃষ্ণ যেখানে নেই, সেখানে বাসের বাসনাই এক বিস্ময়। উৎফুল্ল কমলদল তুল্য শোভন নয়ন হরিকে না দেখে আমরা কি করে ব্রজে বাস করব? যাঁর পরমমধুর আলাপে আমাদের মনোধন অপহৃত হয়েছে সেই পুণ্ডরীকাক্ষ বিনা আমরা নন্দগোকুলে যাব না। হে গোপীগণ দেখ! দেখ! কৃষ্ণ কালিয় নাগ-বেষ্টিত হয়েও কিরূপ হাসিমাখা শোভন মুখে আমাদের দিকে চেয়ে আছে" ॥ জী° ২১ ॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তত্র বাৎসল্যবতীনাং বৈক্লব্যমাহ,—তাঃ প্রসিদ্ধাঃ পুরন্ধ্রাঃ অপত্যং অনুলক্ষ্যকৃত্য প্রতপ্তাং সন্তাপজর্জ্জরাং "প্রবিষ্টা" মিতি পাঠে অপত্য এব লীনতাং প্রাপ্তাঃ মুর্চ্ছিতামিতি যাবৎ। কৃষ্ণমাতরং যশোদাং সম্যগনুগৃহ্যেত্যধুনাপ্যস্যাঃ শরীরে প্রাণাঃ প্রায়ো বর্ত্তন্তে তদিদং নাপেক্ষণীয়মিতি তদ্ভুজাভ্যামঙ্কেকৃত্য শীতলসলিলেনাশ্রুলালাক্লিন্নং মুখং মুহুর্মুহুঃ প্রক্ষাল্য ব্রজপ্রিয়স্য কৃষ্ণস্য কথাস্তাস্তাঃ উচ্চৈঃ কথয়ন্ত্যঃ তচ্চেতনা প্রাপনার্থমিতি ভাবঃ। তাঃ কীদৃশ্যঃ শুচঃ শোকস্য শ্রবন্ত্যো নদ্যঃ "স্রবন্তীনিম্নগাপগা" ইত্যমরঃ। স্বতরঙ্গৈনান্যানপি প্লাবয়ন্ত্য ইতি ভাবঃ। অন্তে তু মৃতকস্যেব প্রতীকা অবয়বা যাসাং তাঃ ॥বি°২১॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এই শ্লোকে মা যশোদাদি বাৎসল্যবতীদের বৈক্লব্য বলা হচ্ছে, **তাঃ**—প্রসিদ্ধ পুত্রবতী স্ত্রীগণ **অপত্যং+অনু+প্রতপ্তাং**—পুত্রকে 'অনু' উদ্দেশ্য করে 'প্রতাপ্তাং' সন্তাপ জর্জরা, 'প্রবিষ্টাং' পাঠ পুত্রতেই লীন অবস্থা প্রাপ্তা যাবৎ মূর্চ্ছা প্রাপ্তা। **কৃষ্ণমাতরং**-যশোদাকে **সমনুগৃহ্য ইতি**—এখনও এর শরীরে প্রাণ একটু একটু আছে, অতএব একে উপেক্ষা করা উচিৎ নয়—তাই তাকে দুবাহুতে জড়িয়ে কোলে নিয়ে শীতল জলে অশ্রু-লালা ক্লেদযুক্ত মুখ মুহুর্মুহু ধুইয়ে **ব্রজপ্রিয় কথা**—ব্রজপ্রিয় কৃষ্ণের সেই সেই কথা উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন—তাঁকে চেতনা পাওয়াবার জন্য, এরূপ ভাব। **তাঃ**—গোপীগণ, কিরূপ গোপী? **শুচঃ স্রবন্ত্য**.—শোকের নদী স্বরূপ গোপীগণ; [অমর—শ্রবন্ত্যঃ—নদ্য]—নিজ তরঙ্গে অন্য সকলকেও প্লাবিত করে দিচ্ছিল,—এরূপ ভাব **মৃতকপ্রতীকাঃ**—শেষ কালে শবদেহের মতো অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্টা, গোপীগণ ॥ বি° ২১ ॥

**২২। কৃষ্ণপ্রাণান্ নির্ব্বিশতো নন্দাদীন্ বীক্ষ্য তং হ্রদম্।
প্রত্যষেধৎ স ভগবান্ রামঃ কৃষ্ণানুভাববিৎ ॥**

২২। **অন্বয়ঃ** কৃষ্ণানুভাববিৎ সঃ ভগবান্ রামঃ (বলরামঃ) কৃষ্ণপ্রাণান্ নন্দাদীন্ তং হ্রদং নির্ব্বিশতঃ (প্রবেষ্টুমুদ্যুক্তান্) বীক্ষ্য প্রত্যষেধৎ (নিবারিতবান্)।

২২। **মূলানুবাদঃ** কৃষ্ণগতপ্রাণ নন্দাদি গোপগণ সকলকেই কালিয় হ্রদে ঝাঁপ দিতে উদ্যত দেখে কৃষ্ণ-ঐশ্বর্য জ্ঞাতা, বন্ধুবাৎসল্যে প্রসিদ্ধ সর্বশক্তি বিশিষ্ট রাম নিবারণ করলেন।

২২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** কথঞ্চিন্মোহোপশমে কালবিলম্বে চ হ্রদং নিঃশেষেণ প্রবিশতঃ নন্দাদীন্ সর্ব্বানেব ব্রজজনান্, স ব্রজরক্ষার্থং ভগবতা গৃহে ত্যক্তো, যঃ বন্ধুবৎসলত্বেন প্রসিদ্ধো বা ; নন্বু তেষাং সর্ব্বেষাং প্রতিষেধনং স কথং কর্ত্তুং শক্তস্তত্রাহ—ভগবান্ সর্ব্বশক্তিযুক্তঃ। কাংশ্চিদ্‌যুক্তযুক্ত্যা' কাংশ্চিদ্বলেন, কাংশ্চিদন্তঃপ্রেরণয়া চ, এবং সর্ব্বরমণাদ্রামঃ ; নন্বু সোঽপি নাম কুতঃ স্বস্থ আসীৎ ? তত্রাহ —কৃষ্ণস্য যঃ পরব্রহ্মমূর্ত্তের্ভগবতোঽনুভাবং প্রভাবং বেত্তীতি তথা সঃ ॥ জী০ ২২ ॥

২২। **শ্রীজীব বৈ০-তোষণী টীকানুবাদঃ** মূর্চ্ছার ঘোর কিছুটা কাটলে এবং কাল বিলম্বে **হ্রদং নির্বিশতো**—'নি' নিঃশেষে ব্রজজন সকলে একসঙ্গে প্রবেশ করতে উদ্যত। **স ভগবান্ রামঃ**—'স' কৃষ্ণের দ্বারা ব্রজরক্ষার্থে যিনি গৃহে ত্যক্ত হয়েছিলেন, সেই ভগবান্ রাম, বা 'স' যিনি বন্ধু বাৎসল্যের জন্য প্রসিদ্ধ। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা তাদের সবাইকে তিনি একা কি করে নিবারণ করতে সক্ষম হবেন ? এরই উত্তরে, তিনি যে 'ভগবান্'—সর্বশক্তি বিশিষ্ট—কাউকে উপযুক্ত যুক্তি দ্বারা, কাউকে বলে কয়ে এবং কাউকে অন্তরে প্রেরণা দান করে। **রাম**—সকলকে আনন্দদান করা হেতু নাম হল রাম। আচ্ছা এমন যে রাম, তিনি কি করে এই বিষমদশার মধ্যে সুস্থির হয়ে অবস্থান করছিলেন ? এরই উত্তরে তিনি যে **কৃষ্ণানুভাব**—'কৃষ্ণস্য' পরব্রহ্ম মূর্তি ভগবানের 'অনুভাব' প্রভার **বিৎ**—সম্যক্ জ্ঞাতাও, তাই নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলেন ॥ জী০ ২২ ॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** প্রত্যষেধদিতি। ভো আর্য্যপাদাঃ, "অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথে" তি গর্গবচনাদস্য ত্বেতাদৃশদুর্গোত্তরণং কিং চিত্রমিতি বিচার্য্য বিবেকং ভজত। যুষ্মাস্থ হ্রদং প্রবিষ্টেষু পশ্চাৎ স্বস্ত্যাগতস্যাস্য মদনুজস্য লালনপালনাদিকং কৈঃ কর্ত্তব্যং "গোপায়স্ব সমাহিত" ইতি গর্গমহর্ষিনির্দেশ লঙ্ঘনে প্রবৃত্তাঃ কথং স্থেত্যাদিবাক্যৈরিত্যর্থঃ। ভগবান্ ইতি তত্র সামর্থ্যম্ ॥ বি০ ২২ ॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ প্রত্যষেধৎ ইতি**—নিবারণ করলেন—ভো আর্যপাদগণ, "এই যে সম্মুখে তোমার পুত্র এর দ্বারা তোমরা অনায়াসে সকল বিপদ উত্তীর্ণ হবে" এইরূপ গর্গবাক্য থাকা হেতু এর এতাদৃশ বিপদ উত্তরণ এমন কি আশ্চর্য, এরূপ বিচার করে ধৈর্য ধর। তোমরা সকলে হ্রদে প্রবেশ করলে পরে মঙ্গল মতো ফিরে আসা আমার এই ছোট ভাইএর লালন পালনাদি কে করবে—'সাবধানে এর পালন কর' এইরূপ গর্গমহর্ষীর নির্দেশ লঙ্ঘনে কি করে প্রবৃত্ত হচ্ছ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা নিবৃত্ত করলেন **ভগবান্**—এই পদের ধ্বনি এ বিষয়ে বলরামের সামর্থ্য আছে ॥ বি০ ২২ ॥

**২৩। ইত্থং স্বগোকুলমনন্যগতিং নিরীক্ষ্য সস্ত্রী-কুমারমতিদুঃখিতমাত্মহেতোঃ।
আজ্ঞায় মর্ত্ত্যপদবীমনুবর্ত্তমানঃ স্থিত্বা মুহূর্ত্তমুদতিষ্ঠদুরঙ্গবন্ধাৎ ॥**

২৩। অন্বয়ঃ মর্ত্ত্যপদবীং (মনুষ্যরীতিং) অনুবর্ত্তমানঃ [শ্রীকৃষ্ণঃ] মুহূর্ত্তং স্থিত্বা ইত্থং ব্রজবাসিনাং অনন্যগতিং নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) আত্মহেতোঃ সস্ত্রীকুমারং (স্ত্রীপুত্রাদি সহিতং) স্বগোকুলং অতি দুঃখিতং আজ্ঞায় (সম্যগ্ জ্ঞাত্বা) উরঙ্গবন্ধাৎ (কালিয়ভোগবন্ধনাৎ) উদতিষ্ঠৎ (উত্থিতোঽভূৎ)।

২৩। মূলানুবাদঃ এইরূপে গোকুলকে অনন্যগতি দেখে এবং গোকুলবাসিদের তাঁর জন্য সস্ত্রী-পুত্র দুঃখের পরাকাষ্ঠায় নিমজ্জিত জেনে কৃষ্ণ জাগতিক রীতি অনুসরণে মুহূর্ত কাল সর্পবন্ধনে থেকে তার থেকে উঠে পড়লেন।

২৩। শ্রীজীব-বৈ৽ তোষণী টীকাঃ ইত্থমনেন সর্ব্বেষাং তেষামপি মোহনাদিনা প্রকারেণ ন বিদ্যতেঽন্যা গতিঃ রক্ষকো যস্য তথাভূতমাত্মানমিতি শেষঃ। পতিমিতি পাঠে স এবার্থঃ। উদতিষ্ঠৎ শ্রীকৃষ্ণঃ; অন্যৈস্তুঃ। যদ্বা, স চ মুহূর্ত্তং স্থিত্বা উরঙ্গমবন্ধাদুদতিষ্ঠৎ। মুহূর্ত্তস্থিতৌ হেতুঃ—মর্ত্ত্যপদবীং যং প্রতি দণ্ডো বিধীয়তে, তস্য দোষো লোকে দর্শ্যতে, ইতীদৃশীং তন্নীতিমনুবর্ত্তমান ইতি। উত্থানে হেতুঃ—স্বমাত্মীয়ং গোকুলম্, ইত্থং নিজোত্থানং বিনা ন জীবিষ্যতি। নেতি প্রকারেণ ন বিদ্যতেঽন্যা গতিঃ রক্ষকো যস্য, কিংবা ন বিদ্যতেঽন্যা যত্রাহিবেষ্টনে স্বস্যাবস্থিতিস্তস্মাদপরা গতির্গমনং যস্যেতি, তত্রৈব প্রবেশনিশ্চয়ো যস্যেত্যর্থঃ। তাদৃশং নিরীক্ষ্য তচ্চেষ্টাদর্শনেন নিশ্চিত্য। অমো লুগভাব আর্ষঃ। তত্রাপি সস্ত্রীকুমারং কৃৎস্নমিত্যর্থঃ, সাকল্যেঽব্যয়ীভাবঃ। চেষ্টাদর্শনমেবাহ—আত্মহেতোরতিদুঃখিতং দুঃখপরকাষ্ঠামাপন্নং সম্যগ্ জ্ঞাত্বা ইতি স্বভাবতো জনমাত্রস্য দুঃখাসহিষ্ণুতা তস্মিন্ বর্ত্তত এব, তত্রাপি স্বীয়স্য তত্রাপ্যাত্মানবাপ্তিহেতুক-দুঃখস্য, তত্রাপ্যাত্মদুঃখদুঃখিতস্যেতি ক্রমজ্ঞাপনেনোত্থানেতি ত্বরা বোধিতা, এবং তদুত্থানাদিকা সর্ব্বৈব লীলা ব্রজজনেন দৃষ্টেতি গম্যতে ॥ জী৹ ২৩ ॥

২৩। শ্রীজীব-বৈ৽তোষণী টীকানুবাদঃ [শ্রীস্বামিপাদ—অনন্যগতিমাত্মানং নিরীক্ষ্য, অতএব আত্ম হেতু স্বগোকুলমতি দুঃখিতমাজ্ঞায় উরগবন্ধাদুদতিষ্ঠদিত্যন্বয়ঃ]—(উপরের টীকানুসারে শ্রীজীবপাদের বিশ্লেষণ) 'ইত্থম্ অনন্যগতিমাত্মানং' গোকুলবাসি সকলেরও মূর্চ্ছাদি—এইরূপে **অনন্যগতিং আত্মানং**—নিজেকে অনন্যগতি দেখে—'অনন্যগতিং' অন্য 'গতিং' রক্ষক নেই যার তথাভূত 'আত্মানম্' নিজেকে দেখে—গতি স্থানে পতি পাঠেও একই অর্থ—'উদতিষ্ঠৎ' উত্থিত হলেন কৃষ্ণ।

অথবা, এবং তিনি মুহূর্ত কাল সর্পবন্ধনে থেকে তৎপরই উত্থিত হলেন। মুহূর্তকাল বন্ধনে থাকার হেতু—**মর্তপদবীং**—জাগতিক রীতি—যার প্রতি দণ্ডবিধান করা হয়, তার দোষ জনসমাজে দেখিয়ে নেওয়া হয়, **অনুবর্তমানঃ**—কৃষ্ণ এই নিয়মের অনুসরণ করলেন। উত্থানে হেতু—'স্বগোকুলম্' 'স্বম্' নিজ গোকুল 'ইত্থম্' এই প্রকার নিজ উত্থান বিনা বাঁচবে না—কারণ গোকুল হল অনন্যগতি অর্থাৎ কৃষ্ণ ছাড়া

২৪। তৎপ্রথ্যমানবপুষা ব্যথিতাত্মভোগস্ত্যক্ত্বোন্নময্য কুপিতঃ স্বফণান্ ভুজঙ্গঃ।
তস্থৌ শ্বসন্ শ্বসনরন্ধ্রবিষাম্বরীষস্তব্ধেক্ষণোল্মুকমুখো হরিমীক্ষমাণঃ॥

২৪। **অন্বয় ঃ** তৎ প্রথ্যমানবপুষা (শ্রীকৃষ্ণস্য বিস্তার্য্যমাণেন বপুষা) ব্যথিতাত্মভোগঃ (ব্যথিতঃ আত্মভোগঃ যস্য) ভুজঙ্গঃ (কালিয়ঃ) ত্যক্ত্বা (শ্রীকৃষ্ণং পরিত্যজ্য) কুপিতঃ স্বফণান্ উন্নময্য (উত্থাপ্য) শ্বসন্ শ্বসনরন্ধ্রবিষাম্বরীষ স্তব্ধে ক্ষণোল্মুকমুখঃ (নাসাবিবরেষু বিষং যস্য, তথা, জ্বলদ্বিষভর্জ্জন পাত্রম্ ইব সন্তপ্তানি স্তব্ধানি ঈক্ষণানি যস্য, তথা অগ্নিকণাঃ মুখেষু যস্য সঃ তথাবিধঃ সন্) হরিং ঈক্ষমাণঃ তস্থৌ।

২৪। **মূলানুবাদ ঃ** ক্রমবর্ধমান কৃষ্ণাঙ্গের চাপে নিজ শরীর ব্যথিত হলে সেই ভুজঙ্গ কৃষ্ণকে ছেড়ে দিয়ে ক্রোধে ফনা তুলে দাঁড়াল। ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। তার নাকের ছিদ্র থেকে বিষ, মুখ থেকে আগুনের হল্কা বের হতে লাগল। জ্বলন্ত বিষভাণ্ড সম তপ্ত স্থির দৃষ্টিতে কৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

অন্য রক্ষক গোকুলের নেই এখন। গোকুলবাসিদের সেই চেষ্টা দেখে উত্থান নিশ্চয় করলেন—এর মধ্যেও আবার সেই চেষ্টা স্ত্রীপুত্র সব নিয়ে একসঙ্গে। সেই চেষ্টা দর্শন বলা হচ্ছে—কৃষ্ণের জন্য অতি দুঃখিত—দুঃখের পরকাষ্ঠা প্রাপ্ত, ইহা **আজ্ঞায়**—সম্যক্ জেনে—স্বভাবতঃই জনমাত্রের দুঃখ-অসহিষ্ণুতা গুণ কৃষ্ণেতে আছে—এর মধ্যেও আবার নিজের কারণে তাদের দুঃখ, এই কথায় কৃষ্ণের উত্থানে ত্বরা বুঝা যাচ্ছে। এবং সেই উত্থানাদি সকল লীলাই ব্রজজন দেখলেন, এরূপ বুঝা যাচ্ছে॥ জী° ২৩॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অনন্যগতিমিতি পুংস্ত্বমার্ষম্। আজ্ঞায় সম্যক্ জ্ঞাত্বা মুহূর্ত্তং ঘটিকা-দ্বয়ং স্তব্ধ ইব স্থিত্বা কিং রে কালিয়, ত্বয়া বিক্রমসর্ব্বস্বমহং দর্শিত এব সম্প্রতি গোপবালকোঽপ্যয়ং বিক্রম-লবং দর্শয়তি। পশ্যেত্যুক্ত্বা উরঙ্গ উরগঃ তদ্বন্ধাৎ উদতিষ্ঠৎ॥ বি° ২৩॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আজ্ঞায়**—সম্যকরূপে জেনে। **মুহূর্ত্তং**—দুঘণ্টা স্তব্ধের মত থাকবার পর কৃষ্ণ বললেন—কিরে কালিয়, তুমি বিক্রমসম্পত্তি আমাকে যথেষ্ট দেখালে, সম্প্রতি গোপ-বালক হলেও আমি তোমাকে একটু দেখাই, দেখ, এই বলে **উরঙ্গ**—সর্প, **বন্ধনাৎ উদতিষ্ঠৎ**—বন্ধন ভেদ করে উঠে পড়লেন॥ বি° ২৩॥

২৪। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** উত্থানপ্রকারমেব দর্শয়ন্ কালিয়স্য গ্লানিমাহ- তদিতি তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রথ্যমানেন স্বয়ং বিস্তার্য্যমাণেন কিঞ্চিদুচ্ছ্বাস্যমানেন বপুষা ব্যথিতঃ ক্রুট্যন্নিব পীড়িত আত্ম-ভোগো যস্য, আত্ম-শব্দেন তত্রাত্যন্তমধ্যাসং সংব্যজ্য পীড়াবৈশিষ্ট্যং দ্যোতিতম্। স্ব-শব্দশ্চাসাধারণতা-বিব-ক্ষয়া। অম্বরীষমত্র জ্বলদ্বিষভর্জ্জনপাত্রম্ হরিং, দুরভিমানদোষহরণাৎ নিজাবাস-হরণোদ্যমত্বাদ্বা। অন্যত্তৈঃ। তত্র কুণ্ডলং বেষ্টনম্॥ জী° ২৪॥

২৪। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** কি ভাবে উঠে এলেন বন্ধন থেকে, তাই দেখাতে গিয়ে কালিয়ের গ্লানি বলা হচ্ছে—তৎ ইতি। 'তৎ' 'তস্য'—সেই কৃষ্ণের **প্রথ্যমান বপুষা**—কিঞ্চিৎ

২৫। তং জিহ্বয়া দ্বিশিখয়া পরিলেলিহানং দ্বে সৃক্কণী হ্যতিকরালবিষাগ্নিদৃষ্টিম্।
ক্রীড়ন্নমুং পরিসসার যথা খগেন্দ্রো বভ্রাম সোঽপ্যবসরং প্রসমীক্ষমাণঃ॥

২৫। **অন্বয়ঃ** দ্বিশিখয়া জিহ্বয়া পরিলেলিহানং দ্বে সৃক্কণী অতিকরালবিষাগ্নিদৃষ্টিঃ অমুং (কালিয়ং) ক্রীড়ন্ হি [কৃষ্ণ] খগেন্দ্রঃ যথা (গরুড় বৎ) তংপরিসসার (পরিতো বভ্রাম) সোঽপি (কালিয়োঽপি) অবসরং (দংশনাবসরং) প্রসমীক্ষমাণঃ বভ্রাম (শ্রীকৃষ্ণস্য পরিতো বভ্রাম)।

২৫। **মূলানুবাদঃ** দ্বিশিখ জিহ্বাদ্বারা দু-ওষ্ঠ প্রান্ত যুগপৎ লেহনকারী, অতি ভয়ানক, বিষবহ্নি বর্ষী চক্ষু সেই কালিয়ের চতুর্দিকে কৃষ্ণ তখন ক্রীড়াচ্ছলে বোঁ বোঁ করে ঘুরপাক খেতে লাগলেন গরুড়ের মত। সেই কালিয়ও দংশনের অবসর অপেক্ষা করে বোঁ বোঁ করে ঘুরপাক খেতে লাগল কৃষ্ণের তালে তাল রেখে।

ফুলানো শরীরের চাপে, **ব্যথিতাত্মভোগঃ**—যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে, এরূপ পীড়িত নিজ শরীর যার সেই কালিয়। এখানে 'আত্ম' পদটি ব্যবহারের হেতু কালিয়েয় দেহেতে গাঢ় আত্মবুদ্ধি থাকাতে তার যে বিশেষ পীড়া হল, তাই প্রকাশ পাচ্ছে। **স্বফণান্**—নিজ ফণা সমূহকে—এখানে 'স্ব' শব্দ ব্যবহার হয়েছে কালি-য়ের ফণার অসাধারণতা বলবার ইচ্ছায়। **অম্বরীষম্**—জ্বলন্ত বিষপাক ভাণ্ডের মতো তপ্ত নয়ন সমূহ। **হরিং**—দুরভিমান দোষ হরণ করা হেতু, বা নিজ আবাস হরণের উদ্যম করা হেতু। শ্রীধর টীকার 'কুণ্ডলং' সর্পবেষ্টন॥ জী° ২৪॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** উত্থানপ্রকারমেব দর্শয়ন্ কালিয়স্য গ্লানিমাহ —তদিতি। তেন কৃষ্ণেন প্রথ্যমানং বেষ্টনসময়গতসঙ্কোচনাং পরিত্যজ্য বিস্তার্য্যমানং যদ্বপুর্ভুজজঙ্ঘাদিকং তেন ব্যথিতঃ ক্রট্যন্নিব পীড়িতঃ আত্মনো ভোগো যস্য সঃ। বেষ্টনমুন্মুচ্য তং ত্যক্ত্বা স্বফণান্ উন্নময্য শ্বসন্ কেবলমীক্ষ্যমাণ এব তস্থৌ। কীদৃশঃ শ্বসনরন্ধ্রেষু নাসাবিবরেষু বিষং যস্য। তথা অম্বরীষং জ্বলদ্বিষভর্জ্জনপাত্রং 'ভাঁড়' ইতি খ্যাতং তদ্বৎ তপ্তানি স্তব্ধানি ঈক্ষণানি যস্য। তথা উল্মুকানি নিঃসরন্তি মুখেভ্যো যস্য সচ সচ সচ সঃ॥ বি° ২৪॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** কি ভাবে উঠে এলেন কালিয়ের বন্ধন থেকে সেই কথা বলতে গিয়ে কালিয়ের গ্লানি বলা হচ্ছে, তৎ ইতি। 'তৎ' সেই কৃষ্ণের দ্বারা **প্রথ্যমানং**—যখন কালিয় বেষ্টন করেছিল সেই সময়কার কৃষ্ণদেহের যে সঙ্কোচন, তা পরিত্যাগ করে শরীর-বাহু জঙ্ঘাদির যে স্ফীতি তার দ্বারা **ব্যথিতঃ**—ছিঁড়ে যাওয়ার মতো পীড়িত **আত্মভোগঃ**—নিজের শরীর যার সেই কালিয়। বেষ্টন খুলে নিয়ে কৃষ্ণকে ত্যাগ করে নিজ বৃহৎ ফণা উঠিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে করতে কেবল চেয়ে দেখতে লাগল। সেই কালিয় কিদৃশ? **শ্বসনরন্ধ্রেষু**—নাকের গর্তে বিষ যার, তথা **অম্বরীষং**—জ্বলন্ত বিষভাণ্ডসম তপ্ত **স্তব্ধ ঈক্ষণ**—স্থিরীভূত দৃষ্টি যার, তথা মুখগুলি থেকে যেন আগুনের হল্কা উদ্গিরিত হচ্ছে যার সেই কালিয়॥ বি° ২৪॥

২৬। এবং পরিভ্রমহতৌজসমুন্নতাংসমানম্য তৎপৃথুশিরঃস্বধিরূঢ় আদ্যঃ।
তন্মূর্দ্ধরত্ননিকরস্পর্শাতিতাম্রপাদাম্বুজোঽখিলকলাদিগুরুর্ননর্ত্ত ॥

২৬। অন্বয়ঃ এবং পরিভ্রমহতৌজসং (শ্রীকৃষ্ণস্য পরিতো ভ্রমণেন ক্ষীণবলং) উন্নতাংসং (উচ্চ স্কন্ধং কালিয়ং) আনম্য তৎ পৃথুশিরঃসু (কালিয়স্য বিস্তৃতমস্তকেষু) অধিরূঢ় তন্মূর্দ্ধরত্ননিকরস্পর্শাতিতাম্র-পাদাম্বুজঃ অখিলকলাদিগুরুঃ (নৃত্যগীতাদীনাং কলানাম্ আদিগুরুঃ) আদ্যঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ননর্ত্ত।

২৬। মুলানুবাদঃ এইরূপে কৃষ্ণের পায় পায় বহুক্ষণ ঘুরপাক খেতে খেতে বিনষ্ট-তেজ উন্নত-স্কন্ধ কালিয়ের মস্তক শ্রীহস্তে ধরে নুইয়ে নিয়ে এসে তার বিশাল মস্তকোপরি উঠে দাঁড়ালেন অখিল কলাদিগুরু কৃষ্ণ এবং কালিয়-শিরোরত্নোদ্ভাষিত অরুণ পাদাম্বুজে নৃত্য আরম্ভ করলেন তথায়।

২৫। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ সৃক্কিণী সৃক্কণী পরিতো মুহুর্লিহন্তমিতি যুগপদেব দ্বাভ্যাং দ্বয়োঃ পরিলেহনাৎ অস্য জাতি-স্বভাবত্বেঽপ্যধুনা কোপনাতিশয়োঽভিপ্রেতঃ, তেনাতিঘোরত্বং সূচিতম্। অতএব করালেতি পুনরুক্তিশ্চ। হি এব, ক্রীড়ন্নেব পরিতঃ সসার—ভ্রমণায়ৈতস্য সর্ব্বতো বভ্রামেত্যর্থঃ। যথা খগেন্দ্রঃ শ্রীগরুড় ইতি প্রবলত্বেন ক্রীড়ায়াং শীঘ্রতায়াঃ বা দৃষ্টান্তঃ। স কালিয়োঽপি দংশনাবসরং প্রক-র্ষেণ প্রতিপদং সম্যগীক্ষ্যমাণোঽভীক্ষ্ণং বভ্রামেতি সর্পেণ ক্রীড়াকৌশলমুক্তম্ ॥ জী° ২৫ ॥

২৫। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ সৃক্কণী—ওষ্ঠের প্রান্তদেশের চতুর্দিকে **পরিলেলি-হানং**—'পরি' চতুর্দিকে মুহুর্মুহু লেহন—যুগপৎ দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বা দ্বারা দুই ওষ্ঠপ্রান্তে চতুর্দিকে পরি-লেহন থেকে সাধারণ ভাবে এর জাতিস্বভাব প্রকাশ পেলেও এখানে কিন্তু কালিয়ের 'অতিশয় ক্রোধ' প্রকাশ করাই অভিপ্রেত। এর দ্বারা অতি ভয়ঙ্করতা সূচিত হচ্ছে;অতএব পুনরুক্তি **করাল**-ভয়ঙ্কর। **হি**-'এব' নিশ্চয়াত্মক শব্দ। **ক্রীড়ন্ পরিসসার**—যেন খেলতে খেলতেই চতুর্দিকে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলেন, এই সর্পকে পাক খাওয়াবার জন্যই কৃষ্ণ চারদিকে ঘুরতে লাগলেন, এরূপ অর্থ। **যথা খগেন্দ্র**—যথা গরুড়—প্রবল বলে ক্রীড়াতে বা শীঘ্রতায় দৃষ্টান্ত। **সোঽপি**—কালিয়ও **অবসরং** – দংশনের অবসর **প্রসমীক্ষমানঃ**—'প্র' প্রকর্ষের সহিত অর্থাৎ পদে পদে'সমীক্ষমানঃ'সম্যক্ ভাবে নজর রেখে **বভ্রাম**—বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল কালিয়, কিন্তু ধরতে পারল না—এইরূপে সর্পের সহিত ক্রীড়ায় কৃষ্ণের ক্রীড়া কৌশল উক্ত হল ॥ জী° ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ দ্বে স্বীয়ে সৃক্কণ্যৌ পুনঃ পুনর্লিহন্তং তমমুং পরি পরিতঃ সসার, তং ভ্রময়িতুং তস্য সর্ব্বতো বভ্রামেত্যর্থঃ। স কালিয়োঽপি দংশনস্য অবসরং সমীক্ষ্যমাণ এব বভ্রাম, কৃষ্ণকর্ত্তৃক-ভ্রমণলাঘবাদ্দংশনাবসরং ন প্রাপেতি তির্য্যগ্‌ভ্রমিখেলয়াপি তং জিগায়েত্যর্থঃ ॥ বি° ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ দ্বে সৃক্কণী—নিজের দুই ওষ্ঠপ্রান্তে। **পরিলেলিহানং**—পুনঃ পুনঃ লেহন রত **তম্ অমুং পরিসসার**—সেই কালিয়ের 'পরি' চতুর্দিকে ঘুরতে লাগলেন। কালিয়কে

ঘুরপাক খাওয়াবার জন্য কৃষ্ণ চতুর্দিকে বাঁই বাঁই করে পাক খেতে লাগলেন। সেই কালিয়ও দংশনের অবসর অপেক্ষা করে ঘুরপাক খেতে লাগল—কিন্তু কৃষ্ণ বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে কালিয় দংশনের অবসর পেল না, বক্র-ঘুরপাক খাওয়া খেলাতেও কৃষ্ণ কালিয়কে হারিয়ে দিল ॥ বি° ২৫ ॥

২৬। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** পরিভ্রমহতৌজসমপি উন্নতাংসম্, অতএব আনম্য তং শ্রীহস্তেন, তথা শ্রীহরিবংশে—'শিরঃ স কৃষ্ণো জগ্রাহ স্বহস্তেনাবনম্য চ' ইতি। পৃথ্বিতি—তদ্রঙ্গ যোগ্যতোক্তা, তন্মূর্দ্ধেতি—সৌন্দর্য্যবিশেষঃ, স্পর্শেতি—লাঘববিশেষস্তথাপি অতিতাম্রত্বং কোমলত্বাৎ, আদিগুরুত্বে হেতুরাদ্যঃ, অনেন কালিয়স্য চ মহাভাভাগ্যত্বং সূচিতম্ ॥ জী° ২৬ ॥

২৬। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এইরূপ ঘুরপাক খাওয়াতে বিনষ্ট-তেজ হলেও উন্নত স্কন্ধ কালিয়—অতএব শ্রীহস্তে তাকে নামিয়ে আনলেন; তথা শ্রীহরিবংশে—"সেই কৃষ্ণ স্বহস্তে কালিয়ের শির ধরে ফেলে নামিয়ে নিয়ে এলেন।" **পৃথু ইতি**—অতি স্থূল মস্তক, এইরূপে কালিয় মস্তকের নাট্যমঞ্চ হওয়ার যোগ্যতা বলা হল। **তন্মূর্ধ ইতি**—সেই মস্তকের রত্নচয়ের স্পর্শে ইত্যাদি এইরূপে শ্রীচরণের সৌন্দর্য বিশেষ বলা হল এখানে—রত্নচয়ের সহিত অতি আলতো ভাবে শ্রীচরণের স্পর্শ, তথাপি অতিশয় লাল হয়ে উঠল, এর কারণ শ্রীচরণের কোমলতা। **আদিগুরু**—সকলের আদি, তাই কৃষ্ণ আদিগুরু। এর দ্বারা কালিয়ের অতি ভাগ্য সূচিত হল ॥ জী° ২৬ ॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** উন্নতাবুচ্চাবংসৌ যস্য তং আনম্যেতি পরিভ্রমহতৌজস্ত্বাৎ ভ্রমণাসমর্থস্য তস্য শিরাংস্যেব একহস্তেনৈবানম্য তত্রাধিরূঢ়ঃ সন্ননর্ত্তঃ "শিরঃ স কৃষ্ণোজগ্রাহ স্বহস্তেনাবনম্যে" তি হরিবংশোক্তেঃ। তস্য মূর্দ্ধষু যে রত্ননিকরাস্তেষাং কঠোরাণাং স্পর্শেনাতিসুকুমারত্বাদতিতাম্রমত্যরুণং পাদম্বুজং যস্য সঃ। স্থালী শরাবাদিষু কলাজ্ঞাপনায় নটা নটন্তি অয়ন্ত সর্ব্বকলানামাদি গুরুত্বাৎ চঞ্চলেষু কালিয়মূর্দ্ধসু ননর্ত্তেতি স্বকলাভিজ্ঞদর্শনেয়ং ব্রজসুন্দরীষু পূর্ব্বরাগবতীষু জ্ঞেয়া ॥ বি° ২৬ ॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ উন্নতাংস ইত্যাদি**—উচুতে উঠানো কাঁধ যার, সেই কালিয়কে নুইয়ে নিয়ে এসে—ঘুরপাক খাওয়ার ফলে বিনষ্ট-তেজ বলে ঘোরায় অসমর্থ সেই কালিয়ের মস্তক এক হাতে নুইয়ে নিয়ে এসে তার উপর উঠে দাঁড়িয়ে নৃত্য আরম্ভ করলেন কৃষ্ণ। —"সেই কৃষ্ণ নিজ হাতে ধরে কালিয়ের মস্তক নুইয়ে নিয়ে এলেন।" হরিবংশ। কালিয়ের মস্তকের রত্নচয়ের অতি কঠিন স্পর্শে অতি সুকুমার বলে অত্যন্ত লাল হয়ে উঠা পদাম্বুজে শোভন কৃষ্ণ। সার্কাসে হাঁড়ি-থালাদির উপর নট কখনও কলা কৌশল দেখবার জন্য নাচে, ইনি আবার সর্বকলার আদিগুরু হওয়া হেতু চঞ্চল কালিয়ের মস্তকোপরি নাচতে আরম্ভ করে দিলেন—কৃষ্ণের এই যে কলানিপুণতা দেখানো, এ পূর্বরাগবতী ব্রজসুন্দরীদের জন্যই, এরূপ বুঝতে হবে ॥ বি° ২৬ ॥

২৭। তং নর্ত্তুমুদ্যতমবেক্ষ্য তদা তদীয়গন্ধর্ব্বসিদ্ধমুনিচারণদেববধ্বঃ।
প্রীত্যা মৃদঙ্গপণবানকবাদ্যগীতপুষ্পোপহারনুতিভিঃ সহসোপসেদুঃ॥

২৭। অন্বয়ঃ তদা তং (শ্রীকৃষ্ণং) নর্ত্তুম্ উদ্যতম্ অবেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) তদীয় গন্ধর্ব্বসিদ্ধচারণ দেববধ্বঃ (তৎপার্ষদাঃ গন্ধর্ব্বাশ্চ মুনয়শ্চ চারণশ্চ দেববধ্বশ্চ সর্ব্বএব) প্রীত্যা মৃদঙ্গ পণবানকবাদ্যগীত পুষ্পো-পহারনুতিভিঃ সহসা উপসেদুঃ (আগতাঃ)।

২৭। মূলানুবাদঃ শ্রীকৃষ্ণকে কালিয় মস্তকে নৃত্য করতে দেখে তৎক্ষণাৎ গরুড়াদি পার্ষদগণ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, মুনি, চারণ, দেব, দেবধূ সকলে পরমানন্দে মৃদঙ্গ, পনব, আনক প্রভৃতি বাদ্য, গীত, পুষ্প, বিবিধ গন্ধাদি, স্তুতি প্রভৃতি দ্বারা সেবা করতে লাগলেন।

২৭। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ নৃত্যসুখার্থং তদুপকরণমাহ—তমিতি। অবেক্ষ্য অবেত্যেতি বা পাঠঃ সমানার্থঃ। ঈক্ষেরিণশ্চ জ্ঞানার্থত্বাৎ ; তদীয়াঃ শ্রীগরুড়াদয়ঃ পার্ষদাঃ, গন্ধর্ব্বাদয়শ্চ স্বর্গ্যাঃ ; যদ্বা, বৈকুণ্ঠবর্ত্তিনো যে গন্ধর্ব্বাদয়স্তে তত্র মৃদঙ্গাদীনাং বাদনৈশ্চারণা উপসেদুঃ অসেবন্ত। গীতৈর্গন্ধর্ব্বাঃ, পুষ্পৈর্দেবাঃ, তদ্বধ্বশ্চেত্যর্থঃ। উপহারা বিবিধগন্ধসুগন্ধিচূর্ণাদয়স্তৈঃ সিদ্ধাঃ, নুতিভিশ্চ মুনয় ইত্যেবং বিবেচনীয়ম্। ক্রমাতিক্রমো হর্ষভরেণ বাদরায়ণেরননুসন্ধানাৎ ; যদ্বা, প্রীত্যা সর্ব্বেষামপি সর্ব্বত্র প্রবৃত্তিরভিপ্রেতা॥ জী° ২৭॥

২৭। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ নৃত্যসুখের জন্য তাঁর সঙ্গতকারী বাদ্যের কথা বলা হচ্ছে—তম্ ইতি। 'অবেক্ষ্য' এবং 'অবেত্য' এই দুই পাঠেরই একই অর্থ—ঈক্ষ ও ইরিণ এই দু পদের অর্থ 'জ্ঞান' হওয়া হেতু। **তদীয়**—গরুড়াদি পার্ষদগণ এবং স্বর্গের গন্ধর্বাদি। অথবা, বৈকুণ্ঠবর্তী যে গন্ধর্বাদি তাঁরা সেখানে মৃদঙ্গাদি বাদ্যের সহিত চারণগণ **উপসেদুঃ**—সেবা করতে লাগলেন—গীতে গন্ধর্ব সকল, পুষ্পে দেবগণ ও তাঁদের বধূগণ, **উপহারা**—বিবিধগন্ধ, সুগন্ধি পাউডার প্রভৃতি দ্বারা সিদ্ধগণ, স্তুতি দ্বারা মুনিগণ এইরূপ বিবেচনা করতে হবে। গন্ধর্বাদির নাম পর পর যে ক্রমানুসারে করা হয়েছে, তাদের সেবা কিন্তু পর পর সেই ক্রমানুসারে বলা হয় নি শ্লোকে—এই যে উল্টা পাল্টা, ইহা হয়েছে হর্ষের আতিশয্যে শুকদেবের অনুসন্ধান রাহিত্য হেতু। অথবা প্রীতিতে সকলেরই সকল সেবাতে প্রবৃত্তি, এরূপ অভিপ্রায় হেতু॥ জী° ২৭॥

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নর্ত্তুং নর্ত্তিতুং, তদীয়েতি বাদ্যং বিনৈব স্বমুখেনৈবোচ্চারিতৈস্থৈথৈ-শব্দৈঃ প্রভুর্নৃত্যতি। তদ্বয়ং কং সময়ং প্রতি স্থিতা ইতি বিচার্য্যেতি ভাবঃ॥ বি° ২৭॥

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নর্ত্তুম্—নর্তিতুম্। তদীয় ইতি—বাদ্য বিনাই নিজ মুখেই উচ্চারিত থৈ থৈ শব্দে প্রভু নৃত্য আরম্ভ করে দিলেন—কোন্ সময় আমরা পরস্পর মিলিত হব, এইরূপ বিচার করে, এরূপ ভাব॥ বি° ২৭॥

২৮। যদ্‌যচ্ছিরো ন নমতেঽঙ্গ শতৈকশীর্ষ্ণস্তত্তন্মমর্দ্দ খরদণ্ডধরোঽঙ্ঘ্রিপাতৈঃ।
ক্ষীণায়ুষো ভ্রমত উল্বণমাস্যতোঽসৃঙ্‌নস্তো বমন্ পরমকশ্মলমাপ নাগঃ॥

২৯। তস্যাক্ষিভির্গরলমুদ্বমতঃ শিরঃসু যদ্‌যৎ সমুন্নমতি নিঃশ্বসতো রুষোচ্চৈঃ।
নৃত্যন্ পদানুনময়ন্ দময়াম্বভূব পুষ্পৈঃ প্রপূজিত ইবেহ পুমান্ পুরাণঃ॥

২৮। অন্বয়ঃ অঙ্গ (হে রাজন্) শতৈকশীর্ষ্ণঃ (একানি মুখ্যানি শতং শিরাংসি যস্য তস্য) ক্ষীণায়ুষঃ (মৃতপ্রায়স্য) ভ্রমতঃ [কালিয়স্য] যৎ যৎ শিরঃ ন নমতে খলদণ্ডধরঃ অঙ্ঘ্রিপাতৈঃ (চরণনিপাতৈঃ) তৎ তৎ শিরঃ] মমর্দ্দ [তেন চ] নাগঃ আস্যতঃ নস্তো (মুখেভ্যঃ নাসাবিবরেভ্যশ্চ) অসৃক্ (রুধিরং) বমন্ পরমকশ্মলম্ আপ।

২৯। অন্বয়ঃ রুষা উচ্চৈঃ নিঃশ্বসতঃ অক্ষিভিঃ গরলং উদ্বমতঃ (উদ্‌গিরতঃ) তস্য (কালিয়স্য) শিরঃসু যৎ যৎ সমুন্নমতি (সমুন্নতং ভবতি) [তৎ তৎ] নৃত্যন্ পদা (পদাঘাতেন) অনুনময়ন্ (অবনতং কুর্ব্বন্) পুরাণঃ পুমান্ (পুরাণ পুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) ইহ (অস্মিন্নবসরে) পুষ্পৈঃ প্রপূজিত ইব দময়াম্বভূব (দময়ামাস)।

২৮। মূলানুবাদঃ ঘূর্ণমান, মুখ্য শতমস্তক,মৃতপ্রায় কালীয় সর্পের যে যে মস্তক ঝুঁকে পড়ছিল না, সেই সেই মস্তক দুষ্টদমন কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ চরণাঘাতে মথিত করে দিচ্ছিলেন, এতে কালিয় মুখ ও নাকের ছিদ্র থেকে প্রচুর রক্ত বমন করতে করতে অতিশয় বিবশতা প্রাপ্ত হল।

২৯। মূলানুবাদঃ ক্রোধোন্মত্ত হয়ে কালিয় ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস নিতে লাগল, চক্ষু দিয়ে গরল-বমন করতে লাগল। এ অবস্থায় তার মস্তকের মধ্যে যে যেটি ফণা ধরে উঠে দাঁড়াচ্ছিল সেই সেইটিই তৎক্ষণাৎ পদাঘাতে বার বার নুইয়ে নুইয়ে দমন করছিলেন এই পুমান্ পুরুষ কৃষ্ণ, গন্ধর্বাদির পুষ্প-বর্ষণরূপ পূজার সন্তুষ্টিতেই যেন।

২৮। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ এক-শব্দেন মুখ্যবাচকেনান্যান্যপি বহুনি সন্তীতি বোধ্যতে অগ্রে ফনাসহস্রোক্তেঃ। ক্ষীণায়ুষঃ মৃতপ্রায়স্যেত্যর্থঃ, উল্বণমুদ্ভটং প্রচুরমিত্যর্থঃ॥ জী° ২৮॥

২৮। শ্রীজীব বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ শতৈক—'এক' শব্দের অর্থ 'মুখ্য' ধরলে—শতৈক শব্দের অর্থ আসে, কালিয়ের একশত মস্তক ছিল মুখ্য, অন্যান্য অপ্রধান মস্তকও বহু ছিল। কারণ ৩০ শ্লোকেই সহস্র ফণার উল্লেখ দেখা যায়। **ক্ষীণায়ুষঃ**—মৃতপ্রায় কালিয়ের। **উল্বণম্**—উদ্ভট অর্থাৎ প্রচুর॥ জী° ২৮॥

২৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ শতং একানি মুখ্যানি শিরাংসি যস্য তস্য অগ্রে ফণাসহস্রোক্তেঃ। যদ্‌যৎ ন নমত্যুচ্চীভবতি তত্রৈব সহসারুহ্য অঙ্ঘ্রিপাতৈস্তানেব ক্ষণান্মমর্দ্দ। তদাচ আস্যতো মুখেভ্যঃ নাস্তো নাসাবিবরেভ্যঃ অসৃগ্বমন্॥ বি° ২৮॥

৩০। তচ্চিত্রতাণ্ডববিরুগ্নফণাসহস্রো রক্তং মুখৈরুরু বমন্ নৃপ ভগ্নগাত্রঃ।
স্মৃত্বা চরাচরগুরুং পুরুষং পুরাণং নারায়ণং তমরণং মনসা জগাম॥

৩০। **অন্বয় ঃ** নৃপ! তচ্চিত্রতাণ্ডব বিরুগ্নফণা সহস্রঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য অনির্ব্বচনীয়েন তাণ্ডবেন নৃত্যেন ভগ্নং ফণানাং সহস্রং যস্য সঃ) ভগ্নগাত্রঃ মুখৈঃ উরু রক্তং বমন্ তং চরাচর গুরু' পুরানং পুরুষং স্মৃত্বা মনসা অরণং (শরণং) জগাম।

৩০। **মূলানুবাদ ঃ** হে নৃপ, সেই বিচিত্র তাণ্ডবে, কালিয়ের সহস্র ফণায় বিষ ফোরা উঠে গেল, তার শরীর ভেঙ্গে গেল, মুখ দিয়ে রক্তবমন হতে লাগল। তখন সে চরাচর গুরু, পুরাণপুরুষ সেই মস্তকোপরি নৃত্যশীল নারায়ণকে মনে মনে স্মরণ করে শরণাগত হলেন।

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ শতৈক**—একশত মুখ্য মস্তক—এরূপ অর্থ করার কারণ, ৩০ শ্লোকে 'সহস্র ফণা' বাক্য রয়েছে। যে যে মস্তক ঝুঁকে পড়ছে না, উচু হয়ে থাকছে সেখানেই তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে পদাঘাতে তাকে তাকেই ক্ষণকালেই মথিত করে দিলেন, এতে তখন **আস্যতো**—মুখ থেকে **নাস্তো**—নাকের ছিদ্র থেকে রক্ত-বমন হতে লাগল॥ বি° ২৮॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** সর্বাঙ্গবৈবশ্যেহপি অক্ষিভির্গরলমুদ্বমত ইতি দুষ্টস্বভাব-নির্দ্দেশঃ॥ জী° ২৯॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ অক্ষিভিঃ ইত্যাদি**—সর্বাঙ্গ বিবশ হয়ে এলেও এই যে চক্ষুসমূহের দ্বারা গরল বমন, এতে কালিয়ের দুষ্ট স্বভাবের নিরূপণ হল॥ জী° ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তস্য শিরঃসু মধ্যে যৎ যৎ সমুন্নমতি তত্তদেব পদা পাদপ্রহারেণ অনুনময়ন্ তস্মিন্নবসরে হৃষ্টৈর্গন্ধর্ব্বাদিভির্ব্বর্ষ্যমাণৈঃ পুষ্পৈঃ প্রপূজিত ইব প্রসন্নঃ সন্ তেষামেব হিতার্থং দুষ্টং তং দময়াম্বভূব॥ বি° ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** কালিয়ের মস্তকের মধ্যে যে যেটি ফণা ধরে উঠে দাঁড়াচ্ছিল সেই সেইটিই **পদা**—পদাঘাতে বার বার যখন নুইয়ে দিচ্ছিলেন কৃষ্ণ সেই অবসরে পরমানন্দিত গন্ধর্বাদি সকলে পুষ্পবর্ষণ করছিলেন—এতে ষোড়ষোপাচারে পূজা পেলে যতটা প্রসন্নতা আসে ততটা প্রসন্ন হয়ে তাঁদের হিতের জন্যই সেই দুষ্টকে দমন করলেন॥ বি° ২৯॥

৩০। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** তস্য তদ্বা অনির্বচনীয়ং চিত্রং বিবিধং ভ্রান্তিরেচকাদিগতি-ভেদং যত্তাণ্ডবং, তেন বিশেষতো রুগ্নং জাতব্রণং ভগ্নং বা ফণানাং সহস্রং যস্য সঃ। অথ সাক্ষাৎ শ্রীচরণকৃত-দণ্ডাৎ সহজান্তর্দোষক্ষয়েণ শ্রীবলিবত্তৎস্পর্শাৎ বিশুদ্ধভাবোৎপত্ত্যা চ শ্রীভগবন্তং জ্ঞাতবান্, প্রপন্নশ্চেত্যাহ—স্মৃত্বেতি। তং শ্রীকৃষ্ণং চরাচরাণাং গুরুং জনকত্বাদেব, যতঃ পুরাণং পুরুষং সর্বেষামাদ্যমিত্যর্থঃ; যতো নারায়ণং লোকপদ্মাকারনাভিমিত্যর্থঃ; কিংবা সর্বজীবানামাশ্রয়ম্, এতে সর্বথা শরণাপত্তৌ হেতব; স্মৃত্বেতি

—প্রাচীনেন তেন শতশঃ শ্রুতস্যাপি তস্য দৌরাত্ম্যমানরা ইত্যাৎ। মনসেতি—পরমার্ত্ত্যা তবাস্মীত্যুক্তাব-প্যাশক্তেঃ, যদ্বা, মনসা শরণগমনে হেতুঃ—পুরুষমন্তর্যামিতয়া হৃদয়রূপাণাং পুরি শেতে সদা বর্ত্তত ইতি তথা তম্; যদ্বা, তং শ্রীকৃষ্ণং নারায়ণং স্মৃত্বা, স্বপত্নীভ্যস্তথা শ্রুতমনুসন্ধায়; শেষং প্রাগ্বৎ ॥ জী° ৩০ ॥

৩০। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ তৎ**—কৃষ্ণের, বা 'তৎ' অনির্বচনীয়। **চিত্র-তাণ্ডব**—বিবিধ ভ্রান্তি-রেচকাদি গতিভেদ যুক্ত তাণ্ডবের দ্বারা **বিরুগ্ন ফণাসহস্রঃ** বিশেষ ভাবে 'রুগ্নফণা' পায়ের ঘায়ে বিষফোরা ওঠা ফুলা বা ভাঙ্গা ফণাসহস্র যার সেই কালিয়। **স্মৃত্বা**—অতঃপর সাক্ষাৎ শ্রীচরণ কৃত দণ্ড থেকে অন্তরের স্বাভাবিক দোষ ক্ষয় হেতু এবং শ্রীবলি মহারাজের মতো সেই চরণ-স্পর্শ থেকে বিশুদ্ধ ভাবের উৎপত্তি হেতু এই দণ্ডদাতাকে শ্রীভগবান্ বলে অনুভব করল এবং প্রপন্ন হল কালিয়—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, 'স্মৃত্বা' ইতি। **তং**—শ্রীকৃষ্ণ, **চরাচরগুরুং**—চরাচরের গুরু, কারণ তিনি চরাচরের পিতা। পিতা বলার কারণ তিনি **পুরাণ পুরুষ**—সকল কিছুরই আদি, আরও কারণ তিনি **নারায়ণ**—লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার পিতা (নারায়ণের নাভি কমল থেকে জন্ম হেতু), কিম্বা **'নারায়ণ'** (নার+অয়ণ) সর্বজীবের আশ্রয়—এই সব হল সর্বথা শরণাপত্তিতে হেতু। **স্মৃত্বা ইতি**— সনাতনের টীকার আধারে ব্যাখ্যা —ভুলে গেলেও এই কৃষ্ণকে 'মনসা' মনে করে বা মনে মনে চিন্তা করে কালিয় শরণাগত হল। কালিয়ের পক্ষে এই শাস্তি ও এই স্মরণের প্রয়োজন হলেও—শত শত প্রাচীন ব্যক্তি কিন্তু এই কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করেই শরণাগত হয়েছেন, কৃষ্ণচরণে তাঁদের দৌরাত্ম্য না থাকা হেতু। 'মনসা' কালিয় মনে চিন্তা করে তবেই শরণাগত হল, কারণ সে পরমার্তিতে একবার মুখে বলতেও সক্ষম হল না, 'হে কৃষ্ণ, আমি তোমার হলাম।'] অথবা, **মনসা ইতি**—মনে মনে শরণাগত হওয়ার হেতু **পুরাণম্**—অন্তর্যামী হওয়া হেতু হৃদয়রূপ পুরিতে শয়ন করে থাকেন— এইরূপ **তম্**—কৃষ্ণকে শরণ করলো কালিয়। অথবা 'তং' সেই শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণকে 'স্মৃত্বা' স্মরণ করে—কৃষ্ণভক্তশিরোমণি নিজ পত্নীদের মুখে যেমন শোনা হয়েছিল সেইরূপ অনুসন্ধানের জন্য ॥ জী° ৩০ ॥

৩০ **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** পরমভক্তাভিস্তৎপত্নীভিঃ কৃপারূপং ভক্তিবীজং পূর্ব্বমুপ্তমপি পূর্ব্ব-পূর্ব্বাপরাধজনিতক্রৌর্য্যদোষব্যাপ্তে কালিয়স্য তস্যান্তঃকরণে দুষ্টক্ষেত্রে ইব প্ররোঢ়ুমসমর্থমেবাসীৎ। তদা তু শ্রীচরণস্পর্শেন তৎকৃতদণ্ডপ্রাপ্ত্যা চ তত্তদ্দোষক্ষয়ে সতি সহসৈব তদ্ভক্তিবীজমঙ্কুরিতং বভূবেত্যাহ,—স্মৃত্বেতি। মদ্বৈরিণো গরুড়াদপাস্য পরঃ সহস্রগুণাধিকং বলং ময়োপলব্ধং, তস্মাদয়ং পত্নীভিরুপদিষ্টভক্তি-কোহয়মেব পরমেশ্বর ইতি স্বীয়স্মৃতিগোচরীকৃত্যেত্যর্থঃ। চরাচরগুরুমিত্যসাধারণং বলং দর্শয়ন্নহমেব পরমেশ্বর উপাস্য ইতি মূঢ়মপি মাং জ্ঞাপয়ন্ কৃপয়া মচ্ছিরোঽর্পিতচরণো গুরুর্ভবন্ প্রসীদতি তমিমমহমিদানীং শরণং যামীতি। অরণং শরণম্ ॥ বি° ৩০ ॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পরমভক্তিমতী কালিয়-পত্নীগণের দ্বারা পূর্বে কৃপারূপ ভক্তি-বীজ কালিয়ের চিত্তে বোনা হলেও পূর্ব পূর্ব অপরাধ জনিত ক্রূরতাদোষাচ্ছন্ন সেই কালিয়ের অন্তঃকরণে

**৩১। কৃষ্ণস্য গর্ভজগতোঽতিভরাবসন্নং পার্ষ্ণিপ্রহারপরিরুগ্নফণাতপত্রম্।
দৃষ্ট্বাহিমাদ্যমুপসেদুরমুষ্য পত্ন্য আর্ত্তাঃ শ্লথদ্বসনভূষণকেশবন্ধাঃ ॥**

৩১। **অন্বয়ঃ** গর্ভজগতঃ (গর্ভে জগন্তি যস্য) কৃষ্ণস্য অতিভরাবসন্নং (অতিভারেণঅবসন্নং) পার্ষ্ণিপ্রহারপরিরুগ্নফণাতপত্রং (শ্রীকৃষ্ণস্য পাদপৃষ্ঠাঘাতৈঃ প্রপীড়িতাঃ ফণা এব পত্রাণি যস্য তং) অহিং দৃষ্ট্বা অমুষ্য (কালিয়স্য) পত্ন্যঃ আর্ত্তাঃ শ্লথদ্বসনভূষণকেশবন্ধাঃ আদ্যং (শ্রীকৃষ্ণং) উপসেদুঃ (পার্শ্বে জগ্মুঃ) ।

৩১। **মূলানুবাদ ঃ** ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর শ্রীকৃষ্ণের অতিভারে অবসন্ন শরীর ও পদাঘাতে ভগ্ন-মস্তক কালিয়কে দেখে তার পত্নীগণ অত্যন্ত দুঃখে স্খলিত বসন-ভূষণ ও স্খলিত কবরী হয়ে সেই কৃষ্ণের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন।

উহা অঙ্কুরিত হতে অসমর্থ ছিল— যেমন খারি জমিতে বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে না। কিন্তু তখন শ্রীচরণ স্পর্শে এবং কৃষ্ণকৃত দণ্ড পেয়ে তার দোষ ক্ষয় হয়ে গেলে সহসাই সেই ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠল। এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **স্মৃত্বা ইতি**—আমার শত্রু গরুড় থেকেও যে এর পরসহস্র অধিক বল, তা আমার দ্বারা উপলব্ধ হল, অতএব আমার পত্নীদের দ্বারা উপদিষ্ট ভক্তিপথে উপাস্য পরমেশ্বর ইনিই, এইরূপ নিজ স্মৃতি-গোচরী করে। **চরাচরগুরুম্**—এইরূপে অসাধারণ বল দেখিয়ে 'আমিই পরমেশ্বর' মূর্খ হলেও আমাকে এইরূপ জানিয়ে কৃপায় আমার মস্তকে অর্পিত-চরণ ইনি গুরু হয়ে অনুগ্রহ করলেন। **তম্**— সেই এঁকে আমি এখন আশ্রয় করছি ॥ বি° ৩০ ॥

৩১। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** এবং শরণাপত্ত্যা ত্যক্তচরাঘাতদণ্ডে সম্যক্প্রসন্নে যাসাং স্বভক্তানামপি দুষ্টস্বামি-সঙ্কোচাদনাগতচরীণাং সম্বন্ধেন স্বয়মেব তস্য তাদৃকৃত্বং সাধিতং, তদপেক্ষা ন্যায্যেতি তদর্থমেব তাভ্যস্তাদৃশপ্রসাদদর্শনার্থমেব চ শিরস্স্বেব বিলম্বমানে শ্রীভগবতি তাসাং প্রতিপত্তিমাহ—কৃষ্ণস্যেতি দ্বাভ্যাম্। গর্ভজগত ইতি বিভুত্বাদুক্তম্—'ন চান্তর্ন বহির্যস্য' (শ্রীভাঃ ১০।৯।১৩) ইতি ন্যায়েন গর্ভ-শব্দেন হৃত্রান্তরমুচ্যতে, ততো ব্যাপ্তসর্বস্যেত্যর্থঃ। তথাপি জগৎস্পর্শাভাবস্তু দর্শিতঃ 'ময়া ততমিদং সর্বম্' (শ্রীগী৯।৪) ইত্যাদিনা। তস্মিংশ্চৈবম্ভূতে ভারতায়াঃ কৈমুত্যাদ্যৎ কালিয়াদেঃ সর্বস্যাপি চূর্ণত্বং ন জায়তে, তৎ খলু তস্যেচ্ছাময়নিজশক্তি প্রাকট্যস্যোপেক্ষাত এব সম্ভবতীতি ভাবঃ। আতপত্ররূপকেণ ফণানাং পরিরুগ্নতয়া তস্য বাহ্যশ্রিয়ো বিভ্রংশঃ সূচিতঃ। উপসেদুঃ পার্শ্বে জগ্মুঃ, আর্ত্তত্বাদেব শ্লথদ্বসনাদিকা ইতি মহাদৈন্য-মুক্তম্ ॥ জী° ৩১ ॥

৩১। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** কালিয়ের এইরূপ শরণাপত্তি হেতু কৃষ্ণ পদাঘাত করা ছেড়ে দিলে ও সম্যক্ রূপে প্রসন্ন হলে দুষ্টস্বামির সঙ্কোচ হেতু নিজ ভক্ত হলেও যারা এতক্ষণ সম্মুখে আসে নি, সেই নাগপত্নীদের খাতিরে কৃষ্ণ নিজেই কালিয়ের চিত্তে তাদৃশ শরণাগতি জন্মিয়ে দিলেন—

৩২। তাস্তং সুবিগ্নমনসোঽথ পুরস্কৃতার্ভাঃ কায়ং নিধায় ভুবি ভূতপতিং প্রণেমুঃ।
সাধ্ব্যঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ শমলস্য ভর্ত্তুর্মোক্ষেপ্সবঃ শরণদং শরণং প্রপন্নাঃ॥

৩২। অন্বয় ঃ অথ সুবিগ্নমনসঃ (উদ্বিগ্ন চিত্তাঃ) পুরস্কৃতার্ভাঃ তাঃ সাধ্ব্যঃ (কালিয়পত্ন্যঃ) ভর্ত্তুঃ (কালিয়স্য) শমলস্য (কৃতাপরাধস্য) মোক্ষেচ্ছবঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ শরণদং (সর্ব্বেষামপ্যাশ্রয়প্রদং) ভূতপতিং (শ্রীকৃষ্ণং) শরণং প্রপন্নাঃ ভুবি কায়ং নিধায় তং প্রণেমুঃ।

৩২। মুলানুবাদ ঃ সাধ্বী নাগপত্নীগণ পতি-মরণ আশঙ্কার অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে নিজ নিজ শিশুদের কৃষ্ণের সম্মুখে স্থাপন করত কৃতাঞ্জলি পুটে সর্বশরণ্য নিখিল প্রাণীর পতি শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন হলেন, স্বামিকে কৃষ্ণের হাত থেকে ছাড়ানোর ইচ্ছায়।

এইরূপে কালিয়ের মঙ্গলের জন্য এবং নাগপত্নীদের প্রতি তাদৃশ প্রসাদ দেখানোর জন্য শ্রীভগবান্ কালিয়-মস্তকে নৃত্য বিলম্বিত করলে নাগপত্নীরা যে কৃষ্ণের শরণে এল, তাই বলা হচ্ছে, কৃষ্ণস্য ইতি দুইটি শ্লোকে। **গর্ভ-জগতঃ**—সমস্ত বিশ্ব যার গর্ভে অবস্থিত সেই কৃষ্ণ—এইরূপে কৃষ্ণের বিভুতা বলা হল এখানে—"যার 'অন্তর' নেই 'বাইর' নেই"।—(শ্রীভাঃ ১০।৯।১৩) এই ন্যায় অনুসারে গর্ভ শব্দে এখানে 'অন্তর'কেই বুঝানো হয়েছে—কাজেই 'গর্ভজগতো' পদের ধ্বনি হল, সমস্ত জগৎ ব্যাপে অবস্থিত কৃষ্ণের অতিভার—তথাপি কৃষ্ণের জগৎস্পর্শ-অভাব দর্শিত—গীতার ৯।৪ শ্লোকের দ্বারা, যথা "আমি অব্যক্তরূপে সমস্ত বিশ্ব ব্যাপে আছি, ভূতসকল আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নই।"—(শ্রীগী ৯।৪)। কালিয়ের উপর এইরূপ অতিভার হেতু, যে তার হারগোর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল না,তা কৃষ্ণের ইচ্ছাময় নিজ-শক্তি-প্রকাশের উপেক্ষাতেই সম্ভব হল, এরূপ ভাব। **ফণা আতপত্র**——ছাতার মতো ফণা, এই উপমায় ফণা সমূহের নিপীড়ণ হেতু তার বাহ্য শোভার বিনাশ সূচিত হচ্ছে। **উপসেদুঃ**—পার্শ্বে গেল। **আর্তাঃ**—ইত্যাদি – আর্ত হওয়া হেতুই খসে খসে পড়ে যাচ্ছিল বসন ভুষণাদি—এর দ্বারা মহাদৈন্য বলা হল ॥জী৩১॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ গর্ভে জগন্তি যস্য তস্য অতএবাতিভরেণ আন্ত্যং শ্রীকৃষ্ণং আর্ত্তা ইত্যেতাবৎকালপর্য্যন্তং যা পত্যাবুদাসীনা এবাসন্। বহির্মুখোঽয়ং ভগবৎকৃত দণ্ডেন ম্রিয়তে চেৎ ম্রিয়তাম্। বয়ং বিধবা ভূত্বা ভগবন্তং ভজামেতি, যদা তু মনসা শরণং গতস্য তস্য পত্যুর্দৈন্যনির্বেদ বিষাদবিতর্কমত্যাদি-সঞ্চারিলক্ষণং মুখাদ্যঙ্গেষু দদৃশু স্তদেবাহো অস্মদ্ভাগ্যবশাদয়ং বৈষ্ণবোঽভূত্তদস্য রক্ষণে যতামহে ইতি। সংহতাস্তাস্তত্র জাতস্নেহত্বাদার্ত্তাঃ শ্রীমচ্চরণসন্নিধিমাজগ্মুঃ॥ বিং ৩১॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ গর্ভজগতো কৃষ্ণস্য—গর্ভে যার জগৎ সেই তাঁর অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডোদর কৃষ্ণের—ব্রহ্মাণ্ডোদর কিনা, তাই তাঁর অতিভারে অবসন্ন **আন্ত্যং**—শ্রীকৃষ্ণের নিকট **উপসেদুঃ**—গেলেন। **আর্তাঃ**—দুঃখিতা, এতাবৎ কাল পর্যন্ত যারা পতির প্রতি উদাসীন ছিলেন সেই নাগপত্নীগণ দুঃখিতা হলেন—বহির্মুখ এই পতি মরে যায়-তো, যাউক—আমরা বিধবা হয়ে ভগবান্‌কে ভজনা করব—

যখন মনে মনে শরণাগত তাদের পতির মুখাদি অঙ্গে দৈন্য-নির্বেদ-বিষাদ-বিতর্ক ইত্যাদি সঞ্চারি লক্ষণ দেখা গেল, অহো তখন আমাদের ভাগ্যবশে এ বৈষ্ণব হয়েছে দেখছি, অতএব এর রক্ষণে যত্নবান হই। মনের এ অবস্থায় একত্র মিলিত তাদের চিত্তে স্নেহ জাত হওয়া হেতু 'আর্ত' দুঃখিত হয়ে তারা শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে গেলেন॥ বি° ৩১॥

৩২। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** সুবিগ্নং পতিমরণ-শঙ্কয়া তদপ্যপরাধ-শঙ্কয়া বা, অতি-ভীতমতিদুঃখিতং বা মনো যাসাং তাঃ, অয়ং প্রণামে প্রতিপত্তৌ বা পরমদৈন্যেন গুণবিশেষ উক্তঃ। ভুবি কায়ং নিধায় দণ্ডবন্নিপত্যেত্যর্থঃ। এবং হ্রদস্য মধ্যে কশ্চিদ্দ্বীপো বোধ্যতে। যত্র ক্রীড়াবিশেষার্থমুত্থিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কালিয়েনাবৃতো গোকুলজনৈরদৃশ্যতেতি বর্ণিতং, পুরস্কৃতার্ভকং কৃপাজননার্থম্। ননু ভর্ত্তুরপরাধেন কুতো ন বিভ্যতি স্ম? তত্রাহ—ভূতানাং প্রাণিনাং সর্বেষামপি পতিং, তাসাং তাদৃশতয়া স্ফুরিতম্; তস্মাদ্ভয়েঽপি কুত্রান্যত্র গন্তব্যমিতি ভাবঃ। অতএব ভর্ত্তুঃ শমলস্য মোক্ষস্ত্যাগস্তমিচ্ছন্ত্যঃ। কুতঃ? সাধ্ব্যঃ পতিব্রতাঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তিমত্যশ্চ॥ জী° ৩২॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ°-তোষণী টীকানুবাদ ঃ সুবিগ্নং**—পতিমরণ শঙ্কায়, অথবা শ্রীকৃষ্ণের চরণে পতির অপরাধ শঙ্কায় 'সুবিগ্ন' অতিভীত, অথবা অতি দুঃখিত মন যাঁদের সেই নাগপত্নীগণ। ভূমিষ্ঠ হয়ে যে প্রণাম, এতে শরণাগতি, অথবা পরমদৈন্য হেতু গুণবিশেষ বলা হল। **ভুবিকায়ং নিধায়** – ভূমিতে দণ্ডবৎ নিপতিত হয়ে। এইরূপে বুঝা যাচ্ছে যে হ্রদ-মধ্যে কোনও একটি দ্বীপ ছিল, যেখানে কালিয়ের দ্বারা বেষ্টিত কৃষ্ণ ক্রীড়াবিশেষের জন্য উঠে গিয়ে গোকুল জনের নয়নে দৃষ্ট হলেন, এরূপ বর্ণন করা হয়েছে। **পুরস্কৃতার্ভাঃ**—শিশুগণকে সম্মুখে করে গেলেন, কৃপা জন্মাবার জন্য। পূর্বপক্ষ, পতি-অপরাধে কেন-না ভীত হলেন—এরই উত্তরে **ভূতপতিং**—নিখিল প্রাণীর পতি, নাগপত্নীদের চিত্তে তাদৃশ ভাবে স্ফূর্তি প্রাপ্ত, কাজেই ভয় পেলেও অন্য কোথায়ই বা যাবেন, এরূপ ভাব। অতএব **ভর্ত্তুঃ শমলস্য**—পাপী স্বামীর **মোক্ষ**—ত্যাগ, **ঈপ্সব**—ইচ্ছায়। কেন? এরা **সাধ্বী**—পতিব্রতা এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিমতী॥ জী ৩২॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তাস্তং প্রথমং প্রণেমুর্ভুবীতি হ্রদস্য মধ্যে কশ্চিদ্দ্বীপো বুদ্ধ্যতে যত্রৈব স্থিতঃ কৃষ্ণঃ কালিয়বেষ্টিতো গোকুলজনৈরদৃশ্যতেতি জ্ঞেয়ম্। পুরঃ কৃষ্ণস্যাগ্রে কৃতা অর্ভা বালা যাভিস্তা ইতি কৃপাজননার্থম্। বি° ৩২।

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তাঃ**—নাগপত্নীগণ কৃষ্ণকে প্রণাম করল 'ভূমিতে' পতিত হয়ে, এর থেকে বুঝা যাচ্ছে, হ্রদের মধ্যে কোনও একটি দ্বীপ ছিল, যেখানে কালিয় বেষ্টিত অবস্থায় থেকে কৃষ্ণ গোকুলবাসিগণের নয়নে দৃশ্য হলেন, এরূপ বুঝতে হবে। শিশুগণকে কৃষ্ণের সম্মুখে স্থাপন করলেন তাঁর কৃপা জন্মাবার জন্য। বি° ৩২॥

নাগপত্ন্য উচুঃ।

৩৩। ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্বিষেঽস্মিংস্তবাবতারঃ খলনিগ্রহায়।
রিপোঃ সুতানামপি তুল্যদৃষ্টির্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্॥

৩৩। **অন্বয়ঃ** নাগপত্ন্য উচুঃ কৃতকিল্বিষে (কৃতানি মহাপরাধা যেন তাদৃশে) অস্মিন্ (কালিয়ে) দণ্ডঃ ন্যায্যঃ হি, রিপোঃ (শত্রোঃ সম্বন্ধে) সুতানাং অপি তুল্যদৃষ্টেঃ (সমবুদ্ধেঃ) তব খলনিগ্রহায় অবতারঃ [ভবতি] [ত্বং] ফলং (নানানরকাদিদুঃখহেতু খলত্বোপশমন পূর্ব্বকং নিত্যসুখদান লক্ষণম ফলং) এব অনুশংসন্ দমং ধৎসে।

৩৩। **মূলানুবাদ ঃ** নাগপত্নীগণ বললেন—অপরাধী এর প্রতি দণ্ড বিধান ন্যায্যই হয়েছে, কারণ খল-নিগ্রহের জন্য আপনার এই অবতার। দণ্ড-বিধানে শক্রপুত্রে ও নিজপুত্রে আপনার তুল্য দৃষ্টি—আর খলকে যে দণ্ড বিধান করেন, তাও তার মঙ্গল চিন্তা করেই।

৩৩। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** অস্মিন্ দণ্ডো ন্যায্য এব,তত্র হেতুঃ—কৃতানি কিল্বিষাণি গরুড়ে শ্রীযমুনাবৃন্দাবনয়োস্তজ্জীবসমূহে শ্রীভগবতি চাপরাধা যেন তাদৃশে যস্তবাবতারঃ প্রাকট্যমাত্রং খলানাং সাধুদ্রোহিণাং নিগ্রহায় ভবতি, এবং সাধূনামনুগ্রহায় চেতি সূচিতম্ ; অন্যথা তু ন নিগ্রহোঽপি ন চানুগ্রহ ইত্যাহ—রিপোরিতি ; রিপূনাং সুতানাঞ্চ সম্বন্ধে তুল্যা দৃষ্টির্যস্য তাদৃশস্য, ন খলনিগ্রহেঽপি নৈর্ঘৃণ্যমিত্যাহ—ধৎসে ইতি। ফলং নানানরকাদি-দুঃখহেতু-খলত্বোপশমন পূর্বকং নিত্যসুখদান লক্ষণম্॥ জী° ৩৩॥

৩৩। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** নাগপত্নীগণ বললেন—কালিয়ের প্রতি আপনার এই দণ্ড ন্যায্যই হয়েছে, কারণ এ **কৃত-কিল্বিষে**—গরুড়ের প্রতি, শ্রীযমুনাবৃন্দাবনের সেই জীবসমূহের প্রতি এবং শ্রীভগবানের প্রতি অপরাধী। যেহেতু আপনার **অবতারঃ**—এই পৃথিবীতে প্রকাশ মাত্রই **খলানাং**—সাধুদ্রোহীদের নিগ্রহের কারণ হয়ে থাকে। এবং—এইরূপে সাধুদেরও যে অনুগ্রহের কারণ হয়ে থাকে, তাও এখানে সূচিত হল। অবতার না হলে নিগ্রহও হয় না, অনুগ্রহও নয়; এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**রিপোঃ ইতি**—শত্রু এবং পুত্রের সম্বন্ধে তুল্য দৃষ্টি যার, তাদৃশ কৃষ্ণের খল নিগ্রহেও ঘৃণার ভাব কিছু থাকে না, তাই বলা হচ্ছে **ধৎসে ইতি**—'ফলং' মঙ্গল চিন্তা করেই দণ্ড বিধান করেন। এই ফল হল—নানা নরকের দুঃখ ভোগ করাতে করাতে খলত্বের উপশম করিয়ে নিত্য সুখদানরূপ ফল॥ জী° ৩৩॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** প্রথমং স্তবত্যঃ কোপমুপশময়িতুং দণ্ডমনুমোদয়ন্তি—ন্যায্য ইতি। অনেন সাধুদ্রোহলক্ষণস্য স্বখলত্বস্য ফলমবশ্যং প্রাপ্যং প্রাপ্তমিতি ভাবঃ। শিষ্টপালনদুষ্টনিগ্রহকৃতস্তব তু ক্বাপি বৈষম্যং নৈবাস্তীত্যাহুঃ। রিপোঃ সুতানাং রিপুসুতেষু অপিকারাৎ স্বসুতেষু চ তুল্যদৃষ্টেঃ। রিপোরপি পুত্রস্য শিষ্টস্য প্রহ্লাদস্য পালনদর্শনাৎ স্বস্যাপি সুতস্য নরকাসুরস্য বধদর্শনাচ্চেতি ভাবঃ। নচ খলনিগ্রহেঽপি নৈর্ঘৃণ্যমিত্যাহুর্ধৎসে ইতি। খলত্বহেতুক নানা নরকদুঃখোপশমপূর্ব্বকনিত্যসুখময়মোক্ষলক্ষণং ফলমেব দীয়তে ময়েত্যনুশংসন্ কথয়ন্নেব দমং দণ্ডং ধৎসে॥ বি° ৩৩॥

**৩৪। অনুগ্রহোঽয়ং ভবতঃ কৃতো হি নো দণ্ডোঽসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ।
যদ্দন্দশূকত্বমমুষ্য দেহিনঃ ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ॥**

৩৪। **অন্বয় ঃ** ভবতঃ নঃ (অস্মান্ প্রতি) অয়ং হি অনুগ্রহঃ কৃতঃ [যতঃ] তে দণ্ডঃ (নিগ্রহঃ) কল্মষাপহঃ (দুরিতবিনাশকঃ) দেহিনঃ অপি অমুষ্য (কালিয়স্য) যৎ দণ্ডশূকত্বং তে (তব) ক্রোধঃ অনুগ্রহঃ এব সম্মতঃ।

৩৪। **মূলানুবাদ ঃ** আপনি দণ্ডরূপে আমাদিকে অনুগ্রহই করেছেন, কারণ আপনাকৃত দণ্ড নাশ করে থাকে জীবের পাপ-অপরাধ, যার ফলে আমাদের এই স্বামির সর্পত্ব প্রাপ্তি ও ক্রোধ। তাই বলছি এই দণ্ড অনুগ্রহ বলেই স্বীকৃত।

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** নাগপত্নীগণ স্তব করতে গিয়ে প্রথমে কৃষ্ণের ক্রোধ উপশম করাবার জন্য কালিয়ের প্রতি তাঁর দণ্ড অনুমোদন করছেন—ন্যায্য ইতি। সাধুদ্রোহরূপ স্বখলত্বের ফল যা অবশ্য প্রাপ্য, তাই এ পেল, এরূপ ভাব। আপনি শিষ্ট পালন ও দুষ্ট নিগ্রহকারী,—এই ব্যপারে আপনার কিন্তু কোথাও বৈষম্যও নেই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**রিপো সুতানমপি**—এখানে 'চ' অর্থে 'অপি' অর্থাৎ শত্রুপুত্রে (চ) এবং নিজ পুত্রে তুল্যদৃষ্টি আপনার। পিতা হিরণ্যকশিপু শত্রু হলেও তার পুত্র প্রহ্লাদের পালন দর্শন হেতু, আর নিজের পুত্র হলেও নরকাসুরের বধ দর্শন হেতু তুল্য দৃষ্টিই প্রমানিত হচ্ছে। এবং খলকে শাস্তি দিলেও, আপনার মনে কিন্তু তার প্রতি কোনও ঘৃণার ভাব নেই। এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ধৎষে ইতি। খলত্ব হেতু নানা নরকদুঃখ উপশম পূর্বক নিত্যসুখময় মোক্ষলক্ষণ ফলই আমার দ্বারা দেওয়া হচ্ছে, এরূপ যেন বলতে বলতেই **দমং**—দণ্ড করেন॥ বি° ৩৩॥

৩৪। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** হি নিশ্চিতং, নোঽস্মান্ প্রতি দণ্ডো দণ্ডত্বেন দৃশ্যমানোঽপ্যয়মনুগ্রহ এব ভবতা কৃতঃ, যতস্তে ত্বয়া কৃতঃ সোঽয়মসতাং কল্মষাপহ এব স্যাৎ। যদ্যস্মাৎ কল্মষাদমুষ্য দেহিনঃ কর্ম্মভির্নানাদেহং প্রাপ্নুবতঃ সম্প্রতি দন্দশূকত্বং জাতম্ ; কৃত ইত্যনুগ্রহে নিরন্তরভবদাবেশেন জীবন্মুক্তত্বাৎ দন্দশূকত্বাভাস এব স্থাস্যতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ ক্রোধেঽপীত্যাদি ; যদ্বা, অসতাং কল্মষাপহোঽপি তে ত্বয়া দণ্ডো নো কৃতো ন কৃতঃ। যদ্যস্মাদমুষ্য সর্পত্বং সর্পশরীরং, তৎ খল্বনুগ্রহে নিমিত্তে ত্বয়া সম্মতমেব, তথা ক্রোধো জাতিস্বভাবোঽপি অনুগ্রহে নিমিত্ত এব ত্বয়া সম্মতঃ অঙ্গীকৃতঃ স্বক্রীড়ায়ৈ যোজিত ইত্যর্থঃ। ভোগপরিবেষ্টন-স্বীকারাৎ, তথা ফণেষু ক্রোধেনোন্নম্যমানেষু পরমহর্ষেণ নৃত্যাচরণাচ্চ॥ জী° ৩৪॥

৩৪। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ হি**—নিশ্চিত। **নো**—আমাদের প্রতি এই দণ্ড দণ্ডরূপে প্রতিভাত হলেও, ইহা আসলে আপনা কৃত অনুগ্রহই। যে হেতু **তে**—আপনাকৃত এই দণ্ড এই অসৎ সর্পের অপরাধ বিনাশকই হল, যে অপরাধ হেতু, কর্মানুসারে নানাদেহ প্রাপ্তিকারী এই জীবের সম্প্রতি **দন্দশূকত্ব**—সর্পশরীর জাত হয়েছে। **কৃত ইতি**—এই সর্পের উপর আপনার অনুগ্রহই করা হয়েছে—

৩৫। তপঃ সুতপ্তং কিমনেন পূর্ব্বং নিরস্তমানেন চ মানদেন।
ধর্ম্মোঽথবা সর্ব্বজনানুকম্পয়া যতো ভবাংস্তুষ্যতি সর্ব্বজীবঃ॥

৩৫। অন্বয়ঃ অনেন (কালিয়েন) পূর্ব্বং নিরস্তমানেন (অভিমানশূন্যেন) মানদেন কিং তপঃ সুতপ্তং (সম্যগ্ কৃতং) অথবা (কিংবা অনেন) সর্ব্বজনানুকম্পয়া ধর্ম্মঃ (কোঽপি ধর্ম্মবিশেষঃ কৃতঃ) যতঃ সর্ব্বজীবঃ (সর্ব্বান্তরাত্মা) ভবান্ তুষ্যতি।

৩৫। মুলানুবাদঃ পূর্ব জীবনে এ কি অমানী-মানদ হয়ে কোন তপস্যা করেছিল, অথবা সর্বজীবের প্রতি সর্বযত্নে হিতাচারণ পূর্বক স্বধর্মে রত ছিল, যার ফলে সর্বজীব-প্রভু আপনি এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

অনুগ্রহ বিষয়ে আপনার নিরন্তর আবেশর ফলে জীবনমুক্তি প্রাপ্তি হেতু সর্পশরীরের আভাসই থাকে এরূপ অর্থ, তাই বলা হচ্ছে, ক্রোধেও আপনার অনুগ্রহই।

অথবা, অসৎগণের পাপ অপরাধ বিনাশক হলেও **তে**—আপনার দ্বারা দণ্ড **নো কৃত**—কৃত হয় না, যে হেতু এর 'সর্পত্বং' সর্প-শরীর অনুগ্রহ করার প্রয়োজনে স্বীকার করেছেন, তথা এর জাতিস্বভাব ক্রোধও অনুগ্রহ করার প্রয়োজনে অঙ্গীকার করেছেন আপনি। নিজ ক্রীড়ার প্রয়োজনে নিয়োজিত, এরূপ অর্থ॥ জী° ৩৪॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তস্মাৎ তুষ্টেষ্বপি তব বস্তুতস্ত্বনুগ্রহ এব নিগ্রহাকার ইত্যাহুঃ,—অনুগ্রহ ইতি। নোঽস্মাকং দণ্ডং কল্মষং প্রাচীনবিবিধপাপং অপহন্তীতি সঃ। যতঃ কল্মষাৎ অমুষ্য দেহিনো জীবস্য দ্বন্দ্বশূকত্বম্ তস্মাৎ ক্রোধোঽপীত্যাদি॥ বি° ৩৪॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ সুতরাং তুষ্টেও বাস্তবিক পক্ষে আপনার অনুগ্রহই নিগ্রহাকারে আসে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অনুগ্রহ ইতি। **নো**—আমাদের প্রতি এই যে দণ্ড, ইহা **কল্মষ**—প্রাচীন বিবিধ পাপ **অপহঃ**—নাশ করে থাকে—ইহা পাপনাশক দণ্ড। **যদ্দ্বন্দ্বশূকত্ব**—'যৎ' যেহেতু পাপ থেকে এই জীবের সর্পত্ব প্রাপ্তি, এই সর্পত্ব থেকেই 'ক্রোধোঽপি' ইত্যাদি॥ বি° ৩৪॥

৩৫। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ তপঃকৃচ্ছ্রাদি সুষ্ঠু তপ্তং কৃতম্। সৌষ্ঠবমেব দর্শয়তি—নিরস্তেতি। বিশেষণদ্বয়েন তেন চ ঐচ্ছিকেন তস্য সন্তোষমসম্ভাব্য পক্ষান্তরমাহুঃ—ধর্ম্ম ইতি। স্বধর্ম্মো নিত্যঃ কৃত ইতি শেষঃ। এবং স্বরূপেণ সামর্থ্যমুক্ত্বা বিশেষণেনাপ্যাহুঃ—সর্বজনানুকম্পয়া ইতি; অনুকম্পা সর্বাত্মনা হিতাচরণং, তৎপূর্বক ইত্যর্থঃ। পূর্বমিতি—এতজ্জন্মনি তত্তদসম্ভবাৎ, যতো যাভ্যাং তপোধর্ম্মাভ্যাং তৎসন্তোষার্থং কৃতাভ্যামিতি গম্যম্। সর্বে জীবা যস্যেতি—জীবেষু সর্বেষু সমানাত্মভাবেন সম্মাননানুকম্পাদিনা চ তব তৎপ্রভোস্তোষসিদ্ধেঃ॥ জী° ৩৫॥

৩৫। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ তপঃ—তপস্যা অর্থাৎ শারীরিক ক্লেশাদি **সুতপ্তং**—সুষ্ঠুরূপে করা হয়েছে। এই তপস্যার সৌষ্ঠব ও দেখানো হচ্ছে—নিরস্ত ইতি। অমানী ও

মানদ এই দুই বিশেষণে ও নিজ ইচ্ছানুসারে কৃত বিশিষ্ট তপস্যায় শ্রীভগবানের সন্তোষ অসম্ভব মনে করে পক্ষান্তর উঠান হচ্ছে, ধর্ম ইতি। **ধর্মঃ**—স্বধর্ম, নিত্য কৃত। এইরূপে স্বরূপের দ্বারাই এই ধর্মের সামর্থ্য বলবার পর বিশেষণের দ্বারা ভূষিত করেও এর কথা বলা হচ্ছে, **সর্বজনানুকম্পয়া**—'অনুকম্পা' সর্বযত্নে হিতাচরণ—অথবা, এর দ্বারা কি সর্ব জনের প্রতি সর্বযত্নে হিতাচারণ পূর্বক স্বধর্ম নিত্য কৃত হয়েছে? **পূর্বং**—পূর্ব জন্মে, এই জন্মে তপস্যা বা হিতাচারণ অসম্ভব বলে পূর্বজন্মের কথা বলা হল। **যতো**—(আপনার সন্তোষার্থে কৃত), যে তপস্যা-ধর্মের দ্বারা আপনি এঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। **সর্বজীবঃ ভবান্**—'সর্বজীবঃ' সর্বজীব যাঁর দাস—তিনি হলেন সর্বজীব।—ছোট বড় নির্বিচারে সম্মান অপুকম্পাদি দ্বারা আপনার অর্থাৎ সেই সর্বজীব প্রভুর প্রীতি সম্পাদিত হয়॥ জী° ৩৫॥

৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ইদানীন্তু নিগ্রহাকারোঽপি নৈবায়মনুগ্রহঃ, কিন্তু শিষ্টজনতা কষ্টলভ্যমপি বস্ত্বয়মনায়াসেনৈব লভতে স্ম, যত্র তু কিং প্রাচীনং সুপুণ্যমস্তীতি বিতর্কয়ন্ত্য আহুঃ,—তপ ইতি। নিরস্তমানেন গর্ব্বশূন্যত্বাদন্যকৃতসম্মাননাভিলাষরহিতেন মানদেন অন্যেভ্যোমানং দদতেতি তপসো বৈষ্ণবীয়ত্বং সূচিতম্। বৈষ্ণবেতরেষু তপস্বিষ্বমানিত্বমানদত্বাদর্শনাৎ। "নাহং দানৈর্ন তপসে"তি ত্বদুক্তেরন্যতপসস্ত্বৎপ্রাসাদকত্বাভাবাচ্চ। সর্ব্বজনানুকম্পয়া উপলক্ষিতো যো ধর্ম্মঃ স কৃত ইতি ধর্ম্মস্যাপি বৈষ্ণবীয়ত্বম্। কর্ম্মিণাং সর্ব্বভূতানুকম্পানুৎপত্তেঃ। যতস্তপসো ধর্ম্মাদ্বিহতোস্তুষ্যতি। অস্য শিরঃসু রঙ্গস্থলীকৃতেষু প্রহর্ষনৃত্যাচরণাৎ। সর্ব্বজীবসম্মাননানুকম্পাদিনা সর্ব্বজীবেষু সন্তোষিতেষু সর্ব্বজীবমন্দিরো ভবানপি সংতুষ্যতীত্যর্থঃ। শ্লেষেণ সর্ব্বাংস্ত্বং জীবয়সি ত্বৎসন্তোষকং ইমমেব কিং পার্ষ্ণিপ্রহারৈর্হংসীতি দ্যোতিতম্॥ বি° ৩৫॥

৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পূর্বে যে নিগ্রহাকারে অনুগ্রহের কথা বলা হল, তা সত্য হলেও মনে হচ্ছে, এ তাও নয়; কিন্তু এই বস্তু শিষ্টজনের কষ্টলভ্য হলেও এর অনায়াসে লাভ হয়ে গিয়েছে—এর কি প্রাচীন সুপুণ্য কিছু আছে—এইরূপ বিতর্ক করে বললেন—তপঃ ইতি। **নিরস্তমানেন**—গর্বশূণ্যতা হেতু অন্যকৃত সম্মানের অভিলাষ শূন্যতার সহিত **মানদেন**—অন্যকে মানদান করে থাকেন, এইরূপে এই তপস্যার বৈষ্ণবীয়ত্ব সূচিত হল, কারণ বৈষ্ণব ছাড়া অন্য তপস্বিতে অমানীমানদ ধর্ম দেখা যায় না। "আমি না দানের দ্বারা না তপস্যার দ্বারা লভ্য" এইরূপ শ্রীভগবানের উক্তি থাকা হেতু তপস্যার শ্রীভগবৎ-প্রসাদক্ গুণের অভাব আছে। সর্বজন-অনুকম্পা দ্বারা উপলক্ষিত যে ধর্ম, তা এর দ্বারা করা হয়েছে, এইরূপে ধর্মের বৈষ্ণবীয়ত্ব দেখান হল, কারণ কর্মিদের চিত্তে সর্বভূতের প্রতি অনুকম্পা জন্মায় না। **যতো**—কালিয়ের এই তপস্যার ও ধর্ম হেতু শ্রীভগবান্ প্রীতি লাভ করেন, এর শিরকে রঙ্গমঞ্চ করে নৃত্য-আচরণ থেকেই ইহা বুঝা যাচ্ছে। সর্বজীবের প্রতি সম্মান ও অনুকম্পাদি দ্বারা সর্বজীব সন্তুষ্ট হলে সর্বজীব যাঁর মন্দির সেই ভগবানও সন্তুষ্ট হন, এরূপ অর্থ। শ্লেষাত্মক অর্থও প্রকাশ করছে এখানে, যথা—নিখিল জীবকে আপনি জীবিত রাখেন, কৃপায় সকল জীবের সন্তোষক, একেই বা কেন পদাঘাতে মেরে ফেলছেন?॥ বি° ৩৫॥

৩৬। কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপো বিহায় কামান্ ধৃতব্রতা ॥

৩৬। **অন্বয়ঃ** দেব ! অস্য (কালিয়স্য) তব অঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ (চরণধূলিস্পর্শাধিকারঃ) কস্য অনুভাবঃ (ফলং) [তৎ] ন বিদ্মহে (ন জানীমঃ) যদ্বাঞ্ছয়া শ্রী (লক্ষ্মী) ললনা বৈকুণ্ঠবিহারিণস্তবৈব প্রেয়সী বিহায় কামান্ ধৃতব্রতা সুচিরং তপঃ আচরৎ ।

৩৬। **মূলানুবাদ ঃ** হে দেব ! বৈকুণ্ঠেশ্বরের ললনা শ্রীলক্ষ্মীদেবী পতিবক্ষ-বিলাসময় ভোগ ত্যাগ করত ব্রত পরায়ণ হয়ে বহুকাল তপস্যা করেও পায়নি যে পদরেণু, সেই পদরেণু স্পর্শাধিকার এই দুরন্ত অপরাধী কালিয় কোন্ সুকৃতি বলে পেল, তা বুঝে উঠতে পারছি না।

৩৬। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** তব শ্রীগোকুলেশ্বররূপস্যাঙ্ঘ্রিরেণূনাং স্পর্শঃ; তত্রাধিকারঃ, অস্যাপরাধিনঃ কালিয়স্য কতমস্য কারণস্যানুভাবঃ ফলং, তন্ন বিদ্মঃ। তত্র হেতুর্যদিতি—তাদৃশ-তপআদি, প্রসাধ্যা শ্রীরপি ললনা পরমসুকোমলাপি যদ্বাঞ্ছয়া কামান্ ত্বদ্বিধপরমধবসঙ্গময়-তত্তদ্ভোগান্ বিহায় ধৃতব্রতা বদ্ধনিয়মা সতী তপ আচরদেব, ন তু তং প্রাপেত্যর্থঃ। প্রাপ্তৌ সত্যাং 'কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে' ইতি নোচ্যতে ইতি ভাবঃ; তচ্চ যুক্তমেব ইতি সম্বোধয়ন্তি—দেব হে অদ্ভুতানন্তমহিম্না দ্যোতমান ইতি; এতদুক্তং ভবতি—শ্রীরিয়ং বৈকুণ্ঠেশ্বরাদিপ্রেয়সীরূপা, ন তু গোপরামারূপা রেখাদিরূপা চ; 'গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ' (শ্রীভাঃ ১০।১৫।৮) ইতি ত্বদুক্তেস্তস্মিন্নেব পর্য্যবসানাৎ, সূক্ষ্মস্বর্ণরেখারূপেণ তদ্বামবক্ষোভাগে স্থিতত্বাচ্চ। তপোঽত্র স্ত্রীত্বাৎ স্বপত্যারাধনম্ অতএব পূর্বত উৎকৃষ্টত্বং, শ্রীকৃষ্ণস্য তেন সহৈকাত্ম্যজ্ঞানাত্তথাপি সৌন্দর্য্যাদিবৈশিষ্ট্যেন লোভবিশেষাৎ তদ্বাঞ্ছাত্বঞ্চ যুক্তমিতি শ্রীত্বেন সর্বাসাং তাসামৈকাত্ম্যে সত্যপি অন্যতমায়া অভিলাষঃ, প্রাদুর্ভাবভেদেনাভিমানভেদাৎ, যথা বৈকুণ্ঠনাথাদিসঙ্গিনীষ্বপি তত্তল্লক্ষ্মীষু সীতাদীনাং শ্রীরামবিরহাদ্যং শ্রূয়তে ইতি তস্যাশ্চ তপআদিনা ত্রিকালমপ্রাপ্তিরেব বিবক্ষিতা। অপ্রাপ্তিকারণঞ্চ গোপীবত্তদনন্যত্বাভাব এবেতি চ। যদ্যপি তাসাং পর-তদ্ভক্তানাং সঙ্গ এব, শ্রীবৃন্দাবনান্তর্যমুনাবাস এব চ হেতুরস্তি, তথাপি স্বাবমাননাত্তদ্বাসস্য চ তদ্রজঃস্পর্শময়ত্বেন ফলান্তঃপাতাৎ তদপ্রস্তাব ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ জী° ৩৬ ॥

৩৬। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ তব ইত্যাদি**— আপনার, শ্রীগোকুলেশ্বর রূপের চরণরেণুর স্পর্শে অধিকার লাভ এই অপরাধী কালিয়ের **কস্যানুভাবঃ**—কোন্ তপস্যাদিরূপ কারণের ফল, তা বুঝে উঠতে পারছি না। যদি ধরা যায় তাদৃশ তপাদিই এ বিষয়ে হেতু, তবে কেন **শ্রীর্ললনা**—লক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী হয়েও 'ললনা' পরম সুকোমলা হয়েও শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণু স্পর্শাধিকার লাভের বাঞ্ছায় **বিহায় কামান্**—পরম স্বামী বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসময়

সেই সেই ভোগসকল ত্যাগ করে ধৃতব্রতা নিয়ম-নিষ্ঠ হয়ে তপস্যা করেছেন, কিন্তু পান নি। পাননি যে তা শ্লোকেই পরিস্ফুট, কারণ পেতেন যদি তবে তো অনুমানই করা যেত লক্ষ্মীদেবীর মতো তপস্যাতেই কালিয়ও হয়তো পেয়েছে। ইহা বলা হত না "বুঝতে পারছি না, কিসের ফলে কালিয়ের ইহা লাভ হল", এরূপ ভাব। ইহা যুক্তিযুক্তও বটে, তাই সম্বোধন করা হচ্ছে, **দেব**—হে অদ্ভুত অনন্ত মহিমায় দ্যোতমান; ইহা বলাও হয়ে থাকে—এই লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠেশ্বরাদির প্রেয়সীরূপা, কিন্তু গোপরামারূপা নয় এবং রেখাদিরূপা —কারণ "আপনার লক্ষ্মীবাঞ্ছিত বক্ষোস্পর্শে গোপীগণ ধন্য হয়েছে"—(ভা০ ১০.১৫.৮)। শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি তাঁর নিজেতেই পর্যবসান হেতু সূক্ষ্ম স্বর্ণরেখা রূপে তাঁর বাম বক্ষোভাগে অবস্থিত। এখানে তপস্যা স্বপতি নারায়ণের আরাধনা, অতএব পূর্ব থেকে উৎকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের সহিত পতি নারায়ণের একাত্ম জ্ঞান হেতু, তথাপি সৌন্দর্যাদি বৈশিষ্টে লোভ বিশেষ হেতু সেই বাঞ্ছা সমুচিতই বটে। লক্ষ্মীত্বে তাদের সকলেই এক হলেও অভিলাষ এক একজনের এক এক প্রকার—প্রাদুর্ভাব ভেদে অভিমান ভেদ হেতু, যথা—বৈকুণ্ঠনাথাদি সঙ্গিনী হয়েও সেই সেই লক্ষ্মীর মধ্যে সীতাদির শ্রীরামের বিরহ শোনা যায়। তাঁদেরও তপস্যাদি দ্বারা ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই ত্রিকালে অপ্রাপ্তিই বক্তব্য, শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অপ্রাপ্তির কারণও গোপীবৎ অনন্যতার অভাব। যদিও পরমকৃষ্ণভক্ত নাগপত্নীদের সঙ্গই শ্রীবৃন্দাবন এবং তদন্তর্বর্তী যমুনাজল মধ্যে বাসের হেতু, তথাপি কালিয়ের নিজস্ব অবমাননার পরিপ্রেক্ষিতে সেই বাসের অন্তর্গত ফল কৃষ্ণচরণ-স্পর্শ হওয়ার এই হেতুটি এখানে উল্লেখ করা হল না॥ জী০ ৩৬॥

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কিঞ্চ, ন তপ আদি হেতুক এষ ভাগ্যোদয়ঃ কিন্ত্বতর্ক্যং তব কৃপা বৈভবমেবেদমিত্যাহুঃ—কস্যেতি ত্রিভিঃ। অস্য মহানীচস্যাপি কালিয়স্য কস্য তাবদনুভাবঃ ফলং তন্ন জানীমহে। ফলমেব কিং দৃষ্টং তত্রাহুঃ, তব নন্দপুত্রস্য অঙ্ঘ্রিরেণোরপি স্পর্শে স্বকর্তৃকে যোঽধিকারঃ সোঽপি তপআদি সর্ব্বসুকৃতদুর্ল্লভঃ, অয়ন্তু অঙ্ঘ্রিদ্বয়কর্তৃকং স্পর্শং তঞ্চ নৃত্যলক্ষণং তত্রাপি স্বশিরঃসু প্রাপেতি ভাগ্যস্য কিয়ান্মহিমা বাচ্য ইতি ভাবঃ। ব্রহ্মাদিসর্ব্বভক্তেভ্যোঽধিকাপি শ্রীস্তব নারায়ণরূপস্য ললনাদি যস্য গোপালরূপস্য তব চরণস্পর্শবাঞ্ছয়া তপ আচরৎ তদপি ন প্রাপ॥ বি০ ৩৬॥

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** 'তপ' আদি কারণে এই ভাগ্যোদয় নয় কালিয়ের, কিন্তু ইহা কৃষ্ণের অতর্ক কৃপাবৈভব, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—কস্য ইতি তিনটি শ্লোকে। এই মহানীচ কালিয়ের কোন্ সুকৃতির এই পর্যন্ত **অনুভাবঃ**—ফল, তা জানি না। কি ফল, দেখলে? এরই উত্তরে **তব**—নন্দপুত্রের একটি চরণরেণুও নিজ কর্তৃক যে স্পর্শ, তাতে যে অধিকার লাভ, তাও 'তপ' আদি সর্বসুকৃত দুর্লভ —এ তো চরণদ্বয়ের দ্বারা সাক্ষাৎ স্পর্শ, তাও নৃত্যলক্ষণ, তাও আবার নিজশিরে কালিয় পেল, ভাগ্যের মহিমা আর কতদূর বলা যাবে, এরূপ ভাব—আপনার যে গোপালরূপের চরণস্পর্শ বাঞ্ছায় লক্ষ্মীদেবী ব্রহ্মাদি সর্বভক্তের অধিক হয়েও আপনার নারায়ণরূপের ললনা হয়েও তপস্যা করেছিল, কিন্তু তাও পায় নি॥ বি০ ৩৬॥

**৩৭। ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥**

**৩৮। তদেষ নাথাপ দুরাপমন্যৈস্তমোজনিঃ ক্রোধবশোঽপ্যহীশঃ।
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ শরীরিণো যদিচ্ছতঃ স্যাদ্বিভবঃ সমক্ষঃ॥**

৩৭। অন্বয় ঃ যৎ পাদরজঃ প্রপন্নাঃ (ভক্তাঃ) ন নাকপৃষ্ঠং (স্বর্গলোকং) ন চ সার্ব্বভৌমং ন পারমেষ্ঠং (ব্রহ্মপদং) ন রসাধিপত্যং (পাতালাধিপত্যং) ন যোগসিদ্ধীঃ অপুনর্ভবং (মুক্তি) বা বাঞ্ছন্তি।

৩৮। অন্বয় ঃ নাথ! যদিচ্ছতঃ (তব পাদরজঃ প্রার্থয়তঃ) সংসারচক্রে ভ্রমতঃ শরীরিণঃ (জীবস্য) বিভবঃ সমক্ষঃ (সর্ব্বাপি সম্পৎ হস্তপ্রাপ্যা স্যাৎ) অন্যৈঃ দুরাপং (দুষ্প্রাপ্যঃ) তৎ (তব পাদরজঃ) এষ তমোজনিঃ ক্রোধবশঃ অপি অহীশঃ (সর্পরাজঃ) আপ (প্রাপ্তোঽভূৎ।

৩৭। মূলানুবাদ ঃ হে নাথ! আপনার পদরজ-শরণাগত জন না-বাঞ্ছা করে স্বর্গলোক, না-সার্বভৌমপদ, না ব্রহ্মপদ, না-পাতালাদির আধিপত্য, না যোগসিদ্ধি বা ব্রহ্মসাযুজ্য।

৩৮। মূলানুবাদ ঃ হে নাথ! সংসারচক্রে ভ্রাম্যমান সকাম দেহাভিমানী জীবের সাধন হয়ে থাকে আপনার পদরজ, কারণ এতে তাঁদের ঈপ্সিত সম্পত্তি হয়ে যায়। এমন যে পদরজ তা ব্রহ্মাদির কষ্টসাধ্য হলেও এই কালিয় পেয়ে গেল তমোদ্ভূত ক্রোধবশ সর্পরাজ হয়েও, কি আশ্চর্য।

৩৭। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ অহো অস্তু তাবৎ ত্বৎপাদাব্জয়োর্দ্বয়োর্বহুতররেণূনাং স্পর্শমাহাত্ম্যং, তদেকস্য যথা কথঞ্চিদাশ্রয়েণ মাহাত্ম্যমপ্যনির্বাচ্যমিত্যাহুর্নেতি, নাকপৃষ্ঠং ন বাঞ্ছন্তি, কিমুত সার্বভৌমং, এবং পারমেষ্ঠ্যমিত্যাদি কর্ম্মফলং কৈমুত্যেনোক্ত্বা যোগাদিফলং সমুচ্চয়েনাহুঃ—ন যোগেতি। অত্র টীকায়াং নাকপৃষ্ঠাদীতি লেখ্যে পারমেষ্ঠ্যাদীতি লেখকভ্রমাৎ॥ জী° ৩৭॥

৩৭। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ অহো, অত বড় কথা, কৃষ্ণ-পদকমলের বহুতর রেণুর স্পর্শাধিকার দূরে থাক্, তাঁর একটি পদরেণুর যথাকথঞ্চিৎ আশ্রয়ের মাহাত্ম্যও অনির্বচনীয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে —ন নাকপৃষ্ঠং। পদরজ-আশ্রিত জন স্বর্গই বাঞ্ছা করে না তো, আর সার্বভৌমপদের কথা বলবার কি আছে, —এইরূপে 'ব্রহ্মপদ' ইত্যাদি কর্মফলের কথা কৈমুতিকন্যায়ে বলবার পর যোগাদি ফলের কথা সমুচ্চয়ে (একত্র) বলা হচ্ছে, ন যোগ ইতি॥ জী° ৩৭॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ এতাবন্মহিমভির্মৎপাদরেণুভিঃ কিং ফলং স্যাদিতি চেন্মৈবং বাচ্যং তব চরণরেণব এব ফল সর্ব্বফলেভ্যোঽপ্যধিকমিত্যাহুঃ—নেতি। প্রপন্না এব বাঞ্ছন্তি কিং পুনস্তং প্রাপ্তাঃ অপবর্গমপি কিং পুনর্নাকপৃষ্ঠাদিকম্॥ বি° ৩৭॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ এত দূর মহামহিম আমার পদরেণুচয়ের দ্বারা কি এমন ফল পাওয়া যাচ্ছে, কৃষ্ণ এরূপ বাদ উঠালে তার উত্তরে—না, এরূপ বলতে পারেন না। আপনার চরণরেণুচয়ের

৩৯। নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
ভূতাবাসায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে॥

৩৯। অন্বয় ঃ ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে ভূতাবাসায় (আকাশাদ্যাশ্রয়ায়) ভূতায় পরায় (পরাপর কারণায়) পরমাত্মনে তুভ্যং নমঃ।

৩৯। মূলানুবাদ ঃ অপ্রাকৃত ষড়ৈশ্বর্যশালী, নরাকার, সর্বব্যাপক, সর্বভূতের অন্তর্যামী, জীব-স্বরূপ, সর্বভাবে অভিন্নরূপ এবং নিখিল জীবের হৃদয়ে স্থিত আপনাকে প্রণাম।

ফলই নিখিল ফলের অধিক—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ন নাক পৃষ্ঠং। শরণাগতজনই স্বর্গাদি বাঞ্ছা করে না, চরণরেণু প্রাপ্ত জনের কথা আর বলবার কি আছে। বি° ৩৭॥

৩৮। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ অন্যৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ পরমোপাসকৈরপি দুঃখেন প্রাপ্যং, ন ত্বদ্যাপি প্রাপ্তম্। এষ মহাপরাধ্যপি, যতস্তমোজনিস্তামসজাতিস্তত্র চ ক্রোধবশঃ, তত্রাপি অহিষু শ্রেষ্ঠোঽপি তদেব প্রাপ্তঃ। এতচ্চ সাধনসহস্রাদপি ন ঘটতে, কেবলত্বৎকারুণ্যাদেবেতি সম্বোধয়ন্তি—নাথয়তি দীনান্ যাচয়তীতি হে নাথেতি। কিঞ্চ, যস্মিন্মনঃসম্বন্ধমাত্রেণ সর্ব্বেষাং সদ্য এব সর্ব্বৈব সিদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহুঃ—সংসারেতি। দেহাভিমানিনোঽপি বিভব ঐহিকী পারলৌকিকী চ বিভূতিঃ প্রেমসম্পদ্বা, এবং প্রাপ্যমুদ্দিষ্টম্; অতোঽধুনা সাক্ষাৎ ত্বৎপাদাব্জদ্বয়াঙ্গীকৃতফণাগণোঽয়ং ব্যক্তবিভববিশেষমেব খলু প্রাপ্তুমর্হতীতি ভাবঃ॥জী৩৮

৩৮। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ দুরাপ অন্যৈঃ—পরম উপাসক হলেও ব্রহ্মাদির দ্বারা দুঃখে প্রাপ্য এই চরণরেণু—প্রাপ্য অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন দিন পেতে পারেন কিন্তু অদ্যাপি পান নি। **এষ তমোজনিঃ**—যে হেতু এই কালিয় তামস জাতি এবং সেই কারণে ক্রোধের বশ, তাই মহাপরাধী হয়েও, তত্রাপি সর্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েও এই চরণরেণু প্রাপ্ত হল। ইহা সহস্র সহস্র সাধনেও পাওয়া যায় না, কেবল শ্রীকৃষ্ণের করুণাতেই পাওয়া যায়। তাই নাগপত্নীগণ সম্বোধন করছেন **হে নাথ**—'নাথ' নাথয়তি দীনান্ অর্থাৎ দীনজনকে যাচ্ঞা করান শ্রীকৃষ্ণ, তাই তাকে বলা হল 'নাথ'। আরও এই শ্রীচরণে মনের সম্বন্ধ মাত্রে সকলের সদ্যই সর্বসিদ্ধি হয়ে যায়, তাই বলা হচ্ছে—সংসার ইতি। **শরীরিণো**—দেহাভিমানীরও **বিভবঃ**—ঐহিকী এবং পারলৌকিকী 'বিভূতি' সম্পত্তি অথবা প্রেমসম্পদ প্রার্থনামাত্রে অনায়াসে লভ্য এরূপে প্রাপ্য উদ্দিষ্ট হল, অতঃপর এখানে এরূপ ভাব—অধুনা সাক্ষাৎ আপনার পদকমলযুগল দ্বারা অঙ্গীকৃত ফণা-সহস্রধারী, ব্যক্তসম্পদ্‌বিশেষশালী এই কালিয় আপনার প্রেম পাওয়ার যোগ্য॥ জী° ৩৮॥

৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অন্যৈর্লক্ষ্ম্যাদিভিরপি। কিঞ্চ, সর্ব্বফলমুকুটভূতমপি ত্বৎপাদরজঃ সকামজনস্য ফলসাধনমপি ভবতীত্যাহুঃ—সংসারেতি। ইচ্ছতঃ সকামস্য শরীরিণঃ যৎ যতো বিভবঃ সমক্ষঃ, ইচ্ছাবিষয়ীভূতাদপি যতঃ অপেক্ষিতা সম্পত্তিঃ প্রত্যক্ষৈব ভবতীর্থঃ॥ বি° ৩৮॥

৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অন্যৈঃ - লক্ষ্মী প্রভৃতি দ্বারাও। আরও, আপনার পাদরজ সর্বফলের মুকুটমণি হলেও সকামজনের ঐহিক ফলের সাধনও হয়ে থাকে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—সংসার

ইতি। **ইচ্ছতঃ শরীরিণঃ**—সকাম দেহাভিমানী জীবের ঐহিক ফলের সাধন হওয়ার কারণ হল—**বিভবঃ সমক্ষঃ**—এদের ইচ্ছার অবিষয়ীভূতা হয়েও যাঁর থেকে ঈপ্সিত সম্পত্তি প্রত্যক্ষই হয়ে যায়॥ বি° ৩৮॥

৩৯। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা :** এবং দণ্ডমনুমোদমানা এবেদৃশ্যোঽপ্যেতাবদনুগ্রহেণাশ্চর্য্যং মত্বা তৎপরিহারায় মিথো বিরোধি-নানাধর্ম্মাশ্রয়ত্বং দর্শয়ন্ত্যোঽতর্ক্যশক্তিতাস্ফূর্ত্ত্যা ক্ষমাপণদৈন্যেন চ প্রণমন্তি —নম ইতি দশভিঃ। ভগবতেঽতর্ক্যানন্তৈশ্বর্য্যনিধয়েঽত এব সর্ব্বে বিরোধাস্ত্বয়ি বিলীয়ন্ত ইতি স্তুবন্তি—পুরুষায়েত্যাদিনা। এতচ্চ প্রায়ো হেতুহেতুমত্ত্বাদিপ্রদর্শনেন তৈরপি ব্যঞ্জিতমেব ; যদ্বা, পুরুষায়েত্যাদি-বিশেষণানাং মধ্যে প্রায়ো দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামতিদুর্ঘটতয়া ক্বচিদেকৈকো বিরোধঃ, ক্বচিত্তু বিশ্ববৈলক্ষণ্যেন বিস্ময়ো দ্রষ্টব্যঃ। তথাহি পুরুষায়াপি মহাত্মনে ব্যাপকায় ভূতাবাসায়, সর্ব্বজীবেষ্বন্তর্যামিতয়া নিয়ামকায়, অথচ ভূতায় জীবানাং তদংশত্বেনাভেদাৎ জীবরূপায়, তদ্রূপত্বেন নিয়ম্যায়েত্যর্থঃ ; যদ্বা, ভূতাবাসায় জননিবাসায় ভূতায় গৃহীতজন্মনে;তথা চ বক্ষ্যতি স্কন্ধান্তে—(শ্রীভা ১০।৯০।৪৮)'জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদঃ'ইত্যদ্ভুতত্বমেব পরায় সর্ব্বতোঽভিন্নত্বেন স্থিতায়, অথচ পরমাত্মনে সর্ব্বেষাং হৃদি হৃদি বর্ত্তমানায়॥ জী° ৩৯॥

৩৯। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ :** এইরূপে কালিয়ের প্রতি যে দণ্ড, তা অনুমোদন করতে করতে নাগপত্নীগণ অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন—ঈদৃশ মহাপরাধী কালিয়ের প্রতি কৃষ্ণের এতাবৎ অনুগ্রহ দেখে। এই আশ্চর্যের ভাব পরিহার করবার জন্য তারা পরস্পর কৃষ্ণের নানা বিরোধি ধর্ম আশ্রয়ত্ব দেখাতে দেখাতে তাঁর অতর্ক শক্তির স্ফূর্তিতে এবং ক্ষমা প্রার্থনা সূচক দৈন্যে প্রণাম করছেন—নমঃ ইতি দশটি শ্লোকে। **ভগবতে**—অনন্ত অতর্ক ঐশ্বর্যনিধিকে (প্রণাম)। অতএব সকল বিরোধ আপনাতে অন্তর্হিত হয়ে যায়, তাই স্তব করছেন পুরুষায় ইত্যাদি দ্বারা। এবং প্রায় কারণ পরম্পরা প্রদর্শনের দ্বারা এই পুরুষ প্রভৃতিও ভগবান্‌কে প্রকাশ করছেন। অথবা 'পুরুষ' ইত্যাদি বিশেষণের মধ্যে প্রায় দুই দুই অতি দুর্ঘটতা হেতু কখনও এক একটি বিরোধ। আবার কখনও বিশ্ববৈলক্ষণের (বিভিন্নতার) দ্বারা বিস্ময় দ্রষ্টব্য। তথাহি 'পুরুষ' হয়েও 'মহাত্মা' অর্থাৎ সর্বব্যাপক—সর্ব ব্যাপক হয়েও 'ভূতবাস' অর্থাৎ সর্বভূতের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে প্রবিষ্ট হয়ে নিয়ামক, অথচ শ্রীভগবানের অংশরূপে অভেদ হওয়া হেতু 'ভূত' অর্থাৎ জীবস্বরূপ। অথবা 'ভূতাবাস' অর্থাৎ জননিবাস—জীব থেকে গৃহীত জন্ম। শ্রীভাগবতের (১০।৯০।৪৮) শ্লোকে এরূপই বলা আছে, যথা 'জয়তি জননিবাসঃ দেবকী জন্মবাদঃ' এইরূপে অদ্ভুতত্ব প্রকাশিত হচ্ছে। 'পর' সর্বভাবে অভিন্নরূপে স্থিত, অথচ 'পরমাত্মা' নিখিলজীবের হৃদয়ে হৃদয়ে স্থিত॥ জী° ৩৯॥

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা :** "ষড়্‌ভিঃ শ্লোকৈঃ কৃপামেবং বিবৃত্য দশভিঃ পুনঃ। একাদশ নতীঞ্চক্রুর্ভক্ত্যা কালিয়-যোষিতঃ।" ভক্তেরুপাস্যনেনাহুঃ,—ভগবতে অপ্রাকৃতষড়ৈশ্বর্য্যবতে। পুরুষায় নরাকারায়। মহাত্মনে নরকৃত্যাপি সর্ব্বব্যাপকায় যোগিভিরুপাস্যত্বেনাহুঃ; সর্ব্বভূতনিবাসায় ভূতায় পূর্ব্বমপি সতে॥বি°৩৯॥

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ :** ছয়টি শ্লোকে পুনঃ দশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বলে একাদশ শ্লোকে নতি-

৪০। জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অগুণায়াবিকারায় নমস্তে প্রাকৃতায় চ॥

৪০। **অন্বয় ঃ** জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে (জ্ঞানং তৃপ্তিঃ বিজ্ঞানং চিচ্ছক্তিঃ উভয়োর্নিধয়ে তাভ্যাং পূর্ণায়) ব্রহ্মণে অনন্তশক্তয়ে অগুণায় (প্রাকৃতগুণরহিতায়) অবিকারায় প্রাকৃতায় (প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকায়) তে (তুভ্যং) নমঃ।

৪০। **মূলানুবাদ ঃ** জ্ঞান বিজ্ঞান নিধি, ব্রহ্মা হয়েও অনন্ত শক্তিস্বরূপ, প্রাকৃত গুণবিকারশূণ্য এবং অপ্রাকৃত গুণ বিকারপূর্ণ আপনাকে প্রণাম।

স্তুতি করলেন ভক্তির সহিত কালিয়পত্নীগণ। ভক্তির উপাস্যত্বে বলা হচ্ছে—**ভগবতে**—অপ্রাকৃত ষড়ৈশ্বর্যশালী। **পুরুষায়**—নরাকারকে (প্রণাম) **মহাত্মনে**—নরাকৃতি হয়েও যিনি সর্বব্যাপক সেই তাঁকে (প্রণাম)। যোগীদের উপাস্যত্বে বলা হচ্ছে—সর্বভূতনিবাসকে অর্থাৎ সর্বভূতের অন্তর্যামীকে প্রণাম—সর্বভূতনিবাস হয়েও যিনি 'ভূত' জীবস্বরূপ সেই তাঁকে প্রণাম॥ বি° ৩৯॥

৪০। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** জ্ঞানস্বরূপায়, অথচ বিজ্ঞান-নিধয়ে, কর্ম্মধারয়ঃ, ব্রহ্মণে সজাতীয়-বিজাতীয়াদিভেদরহিত-স্বরূপায়, অথচানন্তশক্তয়ে, অগুণত্বেনাবিকারায়, অথচ প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকায়, ইত্যত্রাদ্ভুতত্বমেব পরত্রাপ্যেবমেব জ্ঞেয়ম্॥ জী° ৪০॥

৪০। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ নিধয়ে**—শ্রীভগবান্ যে কারণ এবং কারণাতীত,তাই সমর্থনের জন্য বলা হচ্ছে, জ্ঞান বিজ্ঞান নিধয়ে। যিনি জ্ঞানস্বরূপ অথচ চিৎশক্তিনিধি, তাঁকে প্রণাম। যিনি ব্রহ্ম—সজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত স্বরূপ অথচ অনন্তশক্তি তাঁকে প্রণাম। অগুণস্বরূপ বলে যিনি বিকারশূণ্য অথচ প্রকৃতি-প্রবর্তক তাঁকে প্রণাম। এইরূপে এখানে অদ্ভুতত্ব দেখান হল॥ জী° ৪০॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** জ্ঞানিভিরুপাস্যত্বেনাহুঃ। জ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ সম্পদোর্নিধিরিব নিধিস্তস্মৈ। পুনর্ভক্তোপাস্যে নরাকারে তস্মিন্ মন্দধীভিঃ প্রসঞ্জিতান্ গুণবিকারাদি দোষান্ বারয়ন্ত্য আহুঃ। অনন্তশক্তয়ে অতর্ক্যানন্তশক্তিসমুদ্রায়। অগুণায়াবিকারায়। প্রাকৃতগুণবিকাররহিতায়। অপ্রাকৃতায় অপ্রাকৃতগুণবিকারসহিতায় ইত্যর্থঃ॥ বি° ৪০॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** জ্ঞানীদের উপাস্যস্বরূপ বলা হচ্ছে—সম্পদের আধার সমুদ্রের মতো যিনি জ্ঞান ও চিৎশক্তির আধার সেই তাঁকে (প্রণাম)। পুনরায় ভক্তের উপাস্য নেই নরাকারে মন্দ বুদ্ধিগণের দ্বারা আরোপিত গুণবিকারাদি দোষ বারণ করতে করতে বলছেন—**অনন্তশক্তয়ে**—অতর্ক অনন্ত শক্তিসমুদ্রকে প্রণাম। **অগুণায়াবিকারায়**—প্রাকৃতগুণবিকার শূণ্য যিনি তাঁকে প্রণাম। **অপ্রাকৃতায়**—যিনি অপ্রাকৃত গুণবিকার সহিত বর্তমান সেই তাঁকে প্রণাম॥ বি° ৪০॥

৪১। কালায় কালনাভায় কালাবয়বসাক্ষিণে।
বিশ্বায় তদুপদ্রষ্ট্রে তৎকর্ত্রে বিশ্বহেতবে॥

৪২। ভূতমাত্রেন্দ্রিয়প্রাণ-মনোবুদ্ধ্যাশয়াত্মনে।
ত্রিগুণেনাভিমানেন গূঢ়স্বাত্মানুভূতয়ে॥

৪১। **অন্বয়ঃ** কালায় (কালস্বরূপায়) কালনাভায় (কালশক্ত্যাশ্রয়ায়) কালাবয়বসাক্ষিণে (কালাবয়বানাং সৃষ্ট্যাদিসমবায়ানাং সাক্ষিণে) বিশ্বায় তদুপদ্রষ্ট্রে (বিশ্বান্তর্য্যামিণে) তৎ কর্ত্রে বিশ্বহেতবে।

৪২। **অন্বয়ঃ** ভূতমাত্রেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধ্যাশয়াত্মনে ত্রিগুণেন অভিমানেন গূঢ়স্বাত্মানুভূতয়ে (গূঢ়া মায়য়া আচ্ছাদিতা জীবানামনুভূতিরাত্মতত্ত্বজ্ঞানং যেন) [তস্মৈ নমঃ]।

৪১। **মূলানুবাদঃ** কালস্বরূপ, কালশক্তির আশ্রয়, সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারের সাক্ষী, বিশ্বরূপ, বিশ্বসাক্ষী এবং বিশ্বের কারণ পরম্পরা আপনাকে প্রণাম।

৪২। **মূলানুবাদঃ** পঞ্চমহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, দশেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন-বুদ্ধি-চিত্তবৃত্তি প্রভৃতি জড়ের চেতনা দানকারী, অথচ জীবের শোভন জ্ঞান সত্ত্বাদি ত্রিগুণ অভিমানের দ্বারা আবৃতকারী অদ্ভুত চরিত্র আপনাকে প্রণাম।

৪১। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ** কালায় কালশক্তিকত্বেন তদ্রূপায়, অথচ কালস্য কালচক্রস্য নাভয়ে মধ্যবলয়ায় তদাশ্রয়ায়েত্যর্থঃ। সমাসান্তত্বমার্ষম্। তথাপি কালাবয়বানাং সাক্ষিণ এব, ন তু তেষু প্রসক্তায়, তদ্দোষালেপাৎ। বিশ্বায় বিরাড়্রূপায়, তদুপদ্রষ্ট্রে বিশ্বান্তর্যামিণে॥ জী০ ৪১॥

৪১। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ** শ্রীভগবানের যে শক্তির প্রভাবে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তাকে বলে কালশক্তি—ভগবানের চেষ্টা অর্থাৎ লীলা। **কালায়**—শ্রীভগবান্ কালশক্তি স্বরূপ বলে তাঁকে কালস্বরূপ বলা হল। **কালনাভায়**—কালচক্রের মধ্যবলয়কে অর্থৎ কালশক্তির আশ্রয়কে প্রণাম। **কালাবয়বসাক্ষিণে**—কালের ক্ষণদণ্ডপ্রহর ইত্যাদির সাক্ষীই, কিন্তু তাতে লিপ্ত নয় - ক্ষণদণ্ড ইত্যাদি দোষের দ্বারা অলিপ্ত হওয়া হেতু। **বিশ্বায়**—বিরাড়্রূপকে। **তদুপদ্রষ্ট্রে**—বিশ্বের অন্তর্যামীকে॥জী৪১॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** কালবিশেষে দেশবিশেষে চ প্রাদুর্ভবতি তস্মিন্ তত্তৎপরিচ্ছেদাদি দোষান্ বারয়ন্ত্য আহুঃ—কালায় কালস্বরূপায় কালনাভায় কালশক্ত্যাশ্রয়ায় তথাপি কালাবয়বানাং সৃষ্টাদিসমবায়ানাং সাক্ষিণে এব নতু তেষু সক্তায়। বিশ্বায় বিশ্বরূপায়। তর্হি কিং জড়োঽহং ন হি তদুপদ্রষ্ট্রে, ন চ দ্রষ্টৃমাত্রায় কিন্তু তৎকর্ত্রে। নচ কর্তৃমাত্রায় কিং বিশ্বহেতবে বিশ্বস্য হেতুসমুদায়ায়॥ বি০ ৪১॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** কালবিশেষ এবং দেশ বিশেষে শ্রীভগবান্ প্রাদুর্ভূত হন, কিন্তু শ্রীভগবানে সেই সেই দেশকাল বিভাগের দোষ বারণ করতে করতে বলা হচ্ছে **কালায়**—কালস্বরূপ, **কালানাভায়**—কালশক্তির আশ্রয় (আপনাকে প্রণাম)। যদিও এরূপ তথাপি **কালাবয়বানাং**—সৃষ্ট্যাদি

৪৩। নমোহনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতে।
নানাবাদানুরোধায় বাচ্যবাচকশক্তয়ে॥

৪৩। অন্বয়ঃ অনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতে (সর্ব্বজ্ঞায়) নানা বাদানুরোধায় (অস্তি নাস্তি সর্ব্বজ্ঞঃ ইত্যাদীন্ নানা বাদান্ মায়য়া অনুবর্ত্ততে যঃ তস্মৈ) বাচ্য বাচক শক্তয়ে নমঃ।

৪৩। মূলানুবাদঃ পরম বৃহৎ অথচ অনু, নির্বিকার অথচ বিচিত্র বৈদগ্ধী গুরু, নানাবাদ প্রবর্তন কারী, বাচ্যবাচকের অর্থ ও শব্দের শক্তি আধানকারী আপনাকে প্রণাম।

ব্যাপারের সাক্ষীমাত্রকেই (প্রণাম)—আপনি সাক্ষীমাত্রই কিন্তু উহাতে লিপ্ত নন। **বিশ্বায়**—বিশ্বরূপকে। **তদ্রূপদ্রষ্ট্রে**—তবে কি আমি জড় —না না আপনি, এই বিশ্বের সাক্ষী এবং শুধু সাক্ষীমাত্রই নন কিন্তু **তৎ-কর্ত্রে**—এই বিশ্বের কর্তাও বটে। এবং শুধু যে কর্তামাত্র, তাও নয় **বিশ্বহেতবে**—আপনিই যে বিশ্বের হেতু সমুদায়, এতে আর বলবার কি আছে। আপনাকে প্রণাম॥ বি° ৪১॥

৪২। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা: ভূতাদীনামাত্মনে চেতয়িত্রে জ্ঞানপ্রদায়েত্যর্থঃ, অথচ গূঢ়া মায়য়া আচ্ছাদিতা স্বাংশভূতানাং জীবানামনুভূতিরাত্মতত্ত্বজ্ঞানং যেন তস্মৈ নমঃ॥ জী° ৪২॥

৪২। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ আকাশাদি পঞ্চভূত প্রভৃতির আত্মা আপনি—'আত্মা' চেতনা দানকারী অর্থাৎ জ্ঞান প্রদানকারী। অথচ **গূঢ়া**—মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত করেন **স্বাত্মানু-ভূতয়ে**—স্বাংশভূত 'আত্মা' জীবের 'অনুভূতি' আত্মতত্ত্ব জ্ঞান যিনি সেই আপনাকে প্রণাম॥ জী° ৪২॥

৪২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা: ন চ হেতুমাত্রায়াপি যতো ভূতাদীনাং আত্মনে চেতয়িত্রে অতোঽদ্ভূতং চরিত্রং যতো জড়ানপি চেতয়সি চেতনানপি জড়ীকরোষীত্যাহুঃ। ত্রিগুণো যোঽভিমানস্তেন গূঢ়া আবৃতা শোভনা আত্মনো জীবস্যানুভূর্তিজ্ঞানং যেন তস্মৈ॥ বি° ৪২॥

৪২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ আপনি যে কেবল হেতু মাত্র তাই নয়। কারণ আকাশাদি পঞ্চভূত প্রভৃতির **আত্মনে**—চেতনা দানকারী, অতএব অদ্ভুত চরিত, কারণ জড়কেও চেতনা দান করেন, আর এদিকে চেতনকে জড়ীভূত করেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **ত্রিগুণ ইত্যাদি**—সত্ত্বাদি ত্রিগুণাত্মক অভিমানের দ্বারা **গূঢ়া**—আচ্ছাদিত। **স্বাত্মা**—জীবের সুন্দর **অনুভূতি**—জ্ঞান যাঁর দ্বারা হয় সেই আপনাকে প্রণাম॥ বি° ৪২॥

৪৩। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা: অনন্তায় পরমমহতে, অথচ সূক্ষ্মায়, কূটস্থায় নির্ব্বিকারায় অথচ বিপশ্চিতে বিচিত্রবৈদগ্ধিগুরবে, নানাবাদাননুরোধয়তি প্রবর্ত্তয়তীতি তস্মৈ, যতঃ বাচ্য-বাচকয়োঃ অর্থ শব্দয়োঃ শক্তির্যস্মাত্তস্মৈ॥ জী° ৪৩॥

৪৩। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ অনন্তায় সূক্ষ্মায়—পরম বৃহৎ, অথচ অনু। **কূটস্থায় বিপশ্চিতে**—নির্বিকার, অথচ বিচিত্র বৈদগ্ধী গুরু। **নানাবাদানুরোধায়**—নানাবাদ প্রবর্তন-কারী, কারণ **বাচ্য বাচক শক্তয়ে**—বাচ্য-বাচকের অর্থ ও শব্দের শক্তি যার থেকে সেই তাঁকে প্রণাম॥

৪৪। নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে।
প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ ॥

৪৪। অন্বয় ঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ।

৪৪। মূলানুবাদ ঃ শ্রীমদ্ভাগবত স্বরূপ, শ্রীমদ্ভাগবত-প্রণেতা বেদব্যাস স্বরূপ, শাস্ত্রযোনি এবং চতুর্বর্গ প্রতিপাদক প্রবৃত্তশাস্ত্র-নিবৃত্তশাস্ত্র ও তৎমূল স্বরূপ আপনাকে প্রণাম।

৪৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নন্থ কিমত্র তত্ত্বং তত্রাহুঃ,—অনন্তায় অস্যান্তং বয়ং ন প্রাপ্নুম ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ, সূক্ষ্মায় দুর্জ্ঞেয়ত্বাদিত্যর্থঃ। নন্থ জীবাত্মানং মদ্‌ভিন্নমেব পণ্ডিতা আহুস্তৎ কিমহমাত্মানমেব মোহয়ামি তত্র মৈবং বাদীরিত্যাহুঃ,—কুটস্থায় "একরূপতয়া তু যঃ, কালব্যাপী স কূটস্থ" ইত্যভিধানাৎ ত্বমেকেনৈবাপ্রচ্যুত-স্বরূপেণ সর্ব্বকালং ব্যাপ্নোষি সতু দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিভিরনেকৈঃ প্রচ্যুতৈঃ স্বরূপৈঃ কিঞ্চিদেব কাল্যং ব্যাপ্নোতীতি কথং ত্বদভিন্নঃ স ইতি ভাবঃ। দেবমনুষ্যাদিত্বং বস্তুতো জীবস্য ন স্বরূপমিতি চেত্তদপি ত্বত্তঃ স ভিন্ন এবেত্যাহুঃ। বিপশ্চিতে সর্ব্বজ্ঞায় সতু অল্পজ্ঞ এব প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তদপি জীবাত্মা ইতি, ঈশ্বরাভিন্ন ইতি, জড় ইতি, চেতন ইতি এক ইত্যনেক ইত্যাদিনা নানাবাদান্ অনুরুর্ণৎসি কৌতুকার্থমবকাশয়সীতি তস্মৈ। অতএব ত্বদিচ্ছাবশাদেব তত্র মিথো বিবাদিনো মিথঃ সম্বাদিনশ্চ পণ্ডিতাঃ শব্দমেব প্রমাণীকুর্ব্বন্তীত্যাহুর্বাচ্যানামর্থানাং শব্দানাঞ্চ নানাবিধাঃ শক্তয়োঽস্মাৎ তস্মৈ ॥ বিং ৪৩ ॥

৪৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা এ বিষয়ে তত্ত্ব কি? এরই উত্তরে, **অনন্তায়**—আপনার অন্ত আমরা পাই না, এরূপ অর্থ। এর হেতু **সূক্ষ্মায়**—আপনি যে সূক্ষ্ম অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয়। পূর্ব-পক্ষ, আচ্ছা পণ্ডিতেরা তো বলে থাকেন জীবাত্মা আমার থেকে ভিন্ন, তা কি আমি আত্মাকেই মোহিত করে থাকি বলে? না এরূপ বাদ উঠাতে পার না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **কুটস্থায়**—"একরূপেই যিনি ত্রিকাল ব্যাপি তাঁকে বলে কূটস্থ।"—এইরূপ অভিধানে থাকা হেতু আপনি একই অস্খলিত স্বরূপে সর্বকাল ব্যাপে আছেন—জীব তো দেব-মনুষ্য-পশুপাখী প্রভৃতি অনেক পতিত স্বরূপে সামান্য কিছু কাল ব্যাপে থাকে—কি করে আপনার থেকে অভিন্ন হতে পারে জীবাত্মা, এরূপ ভাব। দেব-মনুষ্যাদি ভাব বস্তুতঃ জীবাত্মার স্বরূপ নয়—এরূপ যদি হয়, তা হলেও আপনার থেকে জীবাত্মা ভিন্নই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **বিপশ্চিতে**—আপনি সর্বজ্ঞ, আর জীব অল্পজ্ঞ, এ প্রসিদ্ধই আছে। আরও, তা হলেও জীবত্মা ঈশ্বরাভিন্ন, জীবাত্মা জড়, ঈশ্বর চেতন, ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়, জীবাত্মা অনেক, ইত্যাদি ভাবে নানা বাদ **অনুরোধায়**—কৌতুকবশে সকলের সমক্ষে প্রচার করেন যিনি তাকে প্রণাম। অতএব **বাচ্যবাচকশক্তয়ে**—আপনার ইচ্ছা বশেই এ সম্বন্ধে পরস্পর বিবাদী ও পরস্পর খবর দেয়া-নেয়াকারী পণ্ডিতেরা শব্দপ্রমাণ করে থাকেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—'বাচ্য' অর্থসমূহের এবং শব্দসমূহের নানাবিধ শক্তি যাঁর ইচ্ছা শক্তিতেই সৃজিত হয় সেই আপনাকে প্রণাম ॥ বিং ৪৩ ॥

৪৫। নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বসুদেবসুতায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥

৪৫। অন্বয়ঃ রামায় (বলরামায়) বসুদেবসুতায় প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে কৃষ্ণায় নমঃ।

৪৫। মূলানুবাদ ঃ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহাত্মক ও বসুদেবাদি যাদবগণের পতি দ্বারকানাথ কৃষ্ণকে প্রণাম।

৪৪। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ অতঃ প্রমাণং শ্রীভাগবতশাস্ত্রসারসংগ্রহং বেদাস্তস্য মূলায় কারণায়াশ্রয়ায় বা, কবয়ে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানায়, অথচ শাস্ত্রযোনয়ে, শাস্ত্রমেব যোনিঃ প্রমাণং যস্য 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (শ্রীব্র সূ ১।১।৩) ইত্যত্র তথা তথা ব্যাখ্যানাৎ। প্রবৃত্তং নিবৃত্তঞ্চ শাস্ত্রং, তদুভয়স্মাৎ অপি নিগমরূপায়, তদ্ভুতত্বেন পুনর্নমো নম ইতি॥ জী° ৪৪॥

৪৪। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ প্রমাণ মূলায় অতএব আপনি প্রমাণ শ্রীভাগবত শাস্ত্রসার সংগ্রহ বেদের মূল, বা আশ্রয়। **কবয়ে**—আপনি স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান। অথচ **শাস্ত্রযোনয়ে**—শাস্ত্রই **যোনিঃ**—আপনার প্রমাণ,—'শাস্ত্র যোনি' হওয়া হেতু—এ সম্বন্ধে তথা তথা ব্যাখ্যা হওয়া হেতু। **প্রবৃত্তায় ইত্যাদি**—আপনিই প্রবৃত্তি শাস্ত্র ও নিবৃত্তি শাস্ত্র, এই উভয়ের মূল নিগমশাস্ত্র আপনিই, আপনাকে প্রণাম॥ জী° ৪৪॥

৪৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ শিষ্টশব্দমাত্রস্য প্রামাণ্যেঽপি শ্রীভাগবতস্য সর্ব্বাধিক্যমাহুঃ। প্রমাণমূলায় শ্রীভাগবতস্বরূপায় কবয়ে তৎকর্ত্রে বেদব্যাসরূপায় স প্রামাণ্যার্থমেব ব্যাসরূপো ভবসীত্যাহুঃ। শাস্ত্রযোনয়ে অতএব শাস্ত্রস্য যোনয়ে প্রাদুর্ভাবকায় শাস্ত্রং শ্রীভাগবতমেব যোনিঃ প্রমাণং যস্য "শাস্ত্রযোনিত্বা" দিত্যত্রৈব ব্যাখ্যানাৎ। তথা চতুর্ব্বর্গ প্রতিপাদকং শাস্ত্রমপি প্রমাণমিত্যাহুঃ। প্রবৃত্তশাস্ত্রায় নিবৃত্ত শাস্ত্রায় তন্মূলনিগম শাস্ত্রায়॥ বি° ৪৪॥

৪৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ শিষ্টশব্দমাত্রেরই প্রামাণ্যেও শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বাধিক্য বলা হচ্ছে, **প্রমাণ মূলায়**—শ্রীভাগবতস্বরূপ, **কবয়ে**—ও সেই ভাগবতের নির্মাতা বেদব্যাসরূপ আপনাকে প্রণাম। সেই প্রামাণ্য অর্থ ই ব্যাসরূপ হয়ে থাকে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **শাস্ত্র যোনয়ে**—অতএব শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাবক আপনাকে প্রণাম 'শাস্ত্রং' শ্রীভাগবতই **যোনিঃ**—প্রমাণ যাঁর সেই আপনাকে—'শাস্ত্র যোনিত্বাৎ' শ্লোকেই ব্যাখ্যা করা হেতু। তথা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গ প্রতিপাদক শাস্ত্রও প্রমান এই আশয়ে বলা হচ্ছে—প্রবৃত্ত শাস্ত্র, নিবৃত্ত শাস্ত্র এই উভয়ের মূল নিগমশাস্ত্র আপনিই, আপনাকে প্রণাম॥ বি° ৪৪॥

৪৫। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ কিঞ্চ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণোঽপি ত্বমেকশ্চতুর্বিধশ্চেতি বদন্ত্যস্তত্রৈব নতিং পর্য্যবসায়য়ন্তি—নম ইতি। সাত্বতামুপাসকানাং পতয় ইতি পতিত্বেনৈক্যমেব সাধিতম্,

অন্যথানর্থাপত্তিঃ স্যাৎ ; তথা চোক্তং পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীলক্ষ্মীদেব্যা (শ্রীভা° ৫।১৮।২০)—'স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং, সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্। স এক এবেতরথা মিথো ভয়ম্' ইতি। অন্যৈস্তৈঃ। যদ্বা, কৃষ্ণায়েতি প্রস্তুতত্বাৎ শ্রীনন্দনন্দনরূপায়। 'বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টম্' (শ্রীভা ১০।২১।৭) ইত্যাদি-প্রসিদ্ধ্যা রামায় চ তদ্রূপায় বসুদেবসুতায় চ তস্মৈ তস্মৈ তৎসহযোগেন প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় চ তদ্ব্যূহান্তঃপাতিনে ; এবমত্র কৃষ্ণায়েতি—বাসুদেবান্তরস্য ব্যাবৃত্ত্যর্থং, রামায়েতি সঙ্কর্ষণান্তরস্য, অতএব বসুদেবসুতায়েতি ক্রমেণ ধর্ম্মপুত্রাদের্দশরথপুত্রাদেশ্চ তত্তৎসহযোগেন প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধয়োশ্চান্যয়োরিতি তেন সাত্বতা যাদবা এব, তদেবং নিত্যত্বমপি সূচিতম্ ; তথা চ শ্রীগোপালতাপন্যাম্—'প্রাপ্য মথুরাং পুরীং রম্যাং সদা ব্রহ্মাদিসেবিতাম্। শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গরক্ষিতাং মুষলাদিভিঃ ॥ যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণঃ ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ ॥' ইতি। ত্রিভিঃ রামাদিভিঃ, শক্ত্যা চ রুক্মিণ্যেত্যন্বয়ঃ ; এবমেবোক্তম্—'মথুরা ভগবান্ যত্র' (শ্রীভা ১০।১।২৮) ইতি, 'বসুদেবসুতায় চ' ইতি শ্রীকৃষ্ণপক্ষে চকারাৎ শ্রীনন্দগোপকুমারায়, 'প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতঃ' (শ্রীভা° ১০।৮।১৪) ইতি ন্যায়েন বসুদেবসুতায় চেত্যর্থঃ। শ্রীরামপক্ষে 'তাতং ভবন্তং মন্বানঃ' (শ্রীভা° ১০।৫ ২৭) 'বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োঃ' (শ্রীভা° ১০।২১।৭) ইতি ব্যবহারেণ শ্রীনন্দগোপকুমারায় চেত্যর্থঃ ॥ জী° ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ :** আরও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হয়েও আপনি অনন্য। এরূপ হয়েও চতুর্বিধ—বলরাম, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ, এই কথা বলতে গিয়ে সেখানেই নতিস্তুতিতেই কথার সমাপন করছেন—নমঃ ইতি। **সাত্বতাম্**—উপাসকগণের পতি আপনাকে প্রণাম—এই 'পতি' পদের দ্বারা অনন্যতাই সাধিত হল—অন্যথা অনর্থপাত হত —পঞ্চমস্কন্ধে সেইরূপই উক্ত আছে, যথা—'যিনি নিজে কিছুতেই ভীত হন না এবং ভয়াতুর ব্যক্তিকেও সর্বতোভাবে রক্ষা করেন তিনিই পতি। অতএব একমাত্র আপনিই সকলের পতি, আপনি ব্যতীত আর কেহই পতি হতে পারেন না। আপনি যদি পতি না হতেন, তা হলে অন্য থেকে আপনার ভয় হত।"—(ভা° ৫।১৮।২০)। [শ্রীধর—অনাবৃত ঐশ্বর্য হেতুই চতুর্মূর্তি রূপে সর্বোপাস্য স্বরূপে প্রণাম করছেন—নমঃ কৃষ্ণায় শ্লোকে। দ্বারকার ঐশ্বর্যপ্রধান কৃষ্ণকে প্রণাম। **রামায়**-সঙ্কর্ষণরূপ এবং বসুদেবপুত্র বাসুদেব রূপ। উপাসকদের পতি পরিপালক আপনাকে প্রণাম।—(সালোক্যাদি দানে পালক)।]

অথবা, 'কৃষ্ণ' পদে এখানে নন্দনন্দন কৃষ্ণ—বসুদেবপুত্র কৃষ্ণ নয়, কারণ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২১।৭ শ্লোকে কৃষ্ণবলরামকে ব্রজেশসুত বলেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে—"শ্রীনন্দগোপকুমার কৃষ্ণ-বলরামের বেণুসেবিত মুখ" ইত্যাদি।—ভা ১০।২১।৭)। 'রাম' পদেও সঙ্কর্ষণ নয়, শ্রীনন্দগোপকুমার-এইরূপই প্রসিদ্ধি থাকা হেতু এবং বসুদেবসুত পদে দ্বারকার বাসুদেব—তাঁকে প্রণাম—এবং এদের সহযোগে কৃষ্ণব্যূহ অন্তপাতী প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধকে প্রণাম। অর্থাৎ শ্রীনন্দগোপকুমার বলে প্রসিদ্ধ ব্রজের বলরাম, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ মিলিত শ্রীনন্দপুত্র কৃষ্ণকে প্রণাম। গোপালতাপনীতে এরূপ দৃষ্ট হয়—"ব্রহ্মাদি সেবিত, শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ

৪৬। নমো গুণপ্রদীপায় গুণাত্মচ্ছাদনায় চ।
গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্ট্রে স্বসংবিদে॥

৪৬। অন্বয়ঃ গুণপ্রদীপায় (স্বরূপভূতানামৈশ্বর্য্যাদি গুণানাং প্রকাশকায়) গুণাত্মাচ্ছাদনায় (প্রাকৃতৈরাত্মাচ্ছাদনায়) চ গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় গুণানাং (সত্ত্বাদিগুণত্রয়াণাং প্রবৃত্ত্যা তৎ প্রবর্ত্তকত্বেন অনুমেয়ায়) গুণদ্রষ্ট্রে।

৪৬। মূলানুবাদঃ প্রেমবশ্যতাদির প্রকৃষ্ট প্রকাশক, প্রেমবশ্যতা গুণে আবৃত-নিজৈশ্বর্য, ভক্ত-বাৎসল্য আতিশয্যের অসাধারণ সত্তা দ্বারা অনুমেয়, স্বভক্ত গুণদ্রষ্টা এবং ভক্তচিত্তে অনুভূত আপনাকে প্রণাম।

রক্ষিত মথুরাপরীতে কৃষ্ণ-রাম-অনিরুদ্ধ-প্রদ্যুম্ন ও রুক্মিণীর সহিত বিরাজমান্।" শ্রীমদ্‌ভাগবতে এরূপ আছে, যথা—মথুরাপুরীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজিত। **বসুদেব সুতায়চ**—কৃষ্ণপক্ষে—'চ' কার হেতু 'কৃষ্ণ' পদে এখানে শ্রীনন্দগোপ কুমার কৃষ্ণ, দ্বারকার কৃষ্ণ নয়—পূর্বে কখনও ইনি বসুদেব থেকে জাত,—(ভা° ১০।৮।১৪) এই শ্লোক অনুসারে ইনি বসুদেব সুতও বটে। শ্রীরাম পক্ষে—"এই বলরাম হে নন্দ আপনাকে পিতা মাননা করে"—ভা° ১০।২১।৭ এবং "ব্রজেশপুত্র দুজনের বেণু সেবিত মুখ"—(ভা° ১০।২১।৭) এইরূপ ব্যবহার ব্রজে থাকা হেতু 'রাম' পদে শ্রীনন্দগোপকুমার রাম॥ জী° ৪৫॥

৪৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ সর্ব্বশাস্ত্র প্রতিপাদিতসারস্বরূপাণি তু তব চত্বার্য্যেবেত্যাহুর্নমঃ ইতি। চকারান্নন্দসুতায় চ। সাত্বতাং সাত্বতবংশোৎপন্নশূরাদীনাঞ্চ পতয়ে পালকায়॥ বি° ৪৫॥

৪৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সর্বশাস্ত্র প্রতিপাদিত সার স্বরূপ সমূহ কিন্তু ঐশ্বর্যপ্রধান কৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—তাই বলা হচ্ছে—নমঃ ইতি। এই চতুর্ব্যূহ সমন্বিত আপনাকে প্রণাম। এখানে 'চ' কার হেতু শ্রীনন্দপুত্রকেও প্রণাম। **স্বাত্বতাং পতয়ে**—ভক্তবংশোৎপন্ন বসুদেবাদির 'পতয়ে' পালক কৃষ্ণকে প্রণাম॥ বি° ৪৫॥

৪৬। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ তদেবং ভক্তান্ প্রতি গুণপ্রদীপায় স্বরূপভূতানামৈশ্বর্য্যাদিগুণানাং প্রকাশকায়, অভক্তান্ প্রতি তু গুণৈঃ প্রাকৃতৈরাত্মচ্ছদনায়, যদ্যপ্যেবং তথাপি তেষাং প্রাকৃতগুণানাং জড়ানামপি বৃত্ত্যা প্রবৃত্ত্যোপলক্ষ্যায় তৎপ্রবর্ত্তকত্বেনানুমেয়ায়। তৎপ্রবর্ত্তকত্বমেব কথম্? তত্রাহ—তদ্দ্রষ্ট্রে বীক্ষামাত্রেণেতি ভাবঃ, স্বয়ন্তু স্বসম্বিদে স্বপ্রকাশস্বরূপরূপায়; যদ্বা, এবং যাদবসম্বন্ধেঽপি গোকুলসম্বন্ধ এব গরীয়ানিত্যাহুঃ—প্রেমবশ্যতাদীনাং গুণানাং প্রকর্ষেণ প্রকাশকায় তাদৃশগুণপ্রকাশেনাপ্যাত্মাচ্ছাদনায় চ, আবৃতনিজৈশ্বর্য্যায় গুণৈর্দামভিরাত্মানমাচ্ছাদয়সি তথা তস্মৈ বা, দামোদরত্বেন শ্রীযশোদয়া বহুভির্দামভির্বন্ধনাং, তথাপি গুণানাং যমলার্জ্জুনমোচনাদিলক্ষিতানাং দাম্নামেব বা বহুনামপ্যপর্য্যাপ্তানাং বৃত্ত্যা বর্ত্তনেন জ্ঞেয়ায়; কিঞ্চ, গুণদ্রষ্ট্রে দাম্নাং তেষামেব দ্রষ্ট্রে ভীত্যা মুহুর্দর্শনপরায়, অথচ স্বেষু বয়স্যবালকেষু তদানীমপি নবনীতচৌর্য্যাদ্যর্থং সম্বিদঃ সঙ্কেতা যস্যেতি, ইদমদ্ভুতমেব॥ জী° ৪৬॥

**৪৭। অব্যাকৃতবিহারায় সর্ব্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে।
হৃষীকেশ নমস্তেঽস্তু মুনয়ে মৌনশীলিনে॥**

৪৭। অন্বয়ঃ অব্যাকৃতবিহারায় (প্রপঞ্চাতীতো বিহারো যস্য) সর্ব্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে (সর্ব্বত্র তত্ত-ল্লীলত্বেন প্রসিদ্ধি র্যস্য তস্মৈ) হৃষীকেশ মুনয়ে (আত্মারামায়) মৌনশীলিনে (আত্মারাম স্বভাবায়) তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু।

৪৭। মূলানুবাদঃ প্রপঞ্চাতীত বিহারপরায়ণ, সেই সেই লীলা বিনোদীরূপে প্রসিদ্ধ আপনাকে প্রণাম—হে হৃষিকেশ! আত্মারাম হয়েও আপনি গোকুলে আনন্দলীলায় মগ্ন, আপনাকে প্রণাম।

৪৬। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ গুণপ্রদীপায়—ভক্তের প্রতি আপনি 'গুণপ্রদীপ' স্বরূপভূত ঐশ্বর্যাদি গুণের প্রকাশক। কিন্তু অভক্তের প্রতি **গুণাত্মচ্ছাদনায়**—'গুণৈঃ' সত্ত্ব-রজো-তমো প্রাকৃত গুণের দ্বারা নিজকে আচ্ছাদন করেন। যদিও এইরূপ তথাপি **গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায়**—জড় হলেও সেই প্রাকৃতগুণ সমূহের 'বৃত্ত্যা' প্রবৃত্তি দ্বারা অনুমান করা যায়, আপনি এই গুণসমূহের প্রবর্তক। কি করে আপনি প্রবৃত্তিকারক হন? **গুণদ্রষ্ট্রে**—সেই গুণের প্রতি দৃষ্টিমাত্রেই, এরূপ ভাব। **স্বসংবিদে**—নিজে কিন্তু স্বপ্রকাশস্বরূপ গুণরূপ। অথবা, এইরূপে দেখা গেল আপনার যাদবগণের সহিত সম্বন্ধ থাকলেও গোকুল সম্বন্ধই শ্রেষ্ঠ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—প্রেমবশ্যতাদি গুণগণের 'প্রদীপায়' প্রকর্ষের সহিত প্রকাশক আপনি (আপনাকে প্রণাম)। এবং তাদৃশ গুণপ্রকাশের দ্বারাও নিজেকে আচ্ছাদন কারক—আবৃত-নিজঐশ্বর্য আপনাকে—'গুণৈঃ' রজ্জু দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদন করেন, এরূপ আপনি—আপনাকে প্রণাম। বা, **গুণ-প্রদীপায়**—শ্রীযশোদার দ্বারা বহুরজ্জুদ্বারা বন্ধন হেতু আপনি দামোদর স্বরূপে প্রকাশমান, তথাপি **গুণাত্ম-চ্ছাদনায়**—(মায়ের হাতের রজ্জুবন্ধন অবস্থাতেই আপনি যমলার্জুন মোচন করেছিলেন)—**যমলার্জুন-**মোচনাদি লক্ষিত সেই রজ্জু বহু বহু হলেও যে অপর্যাপ্ত হয়ে গেল, রজ্জুর এই আচরণ থেকেই আপনি প্রকাশমান্ (আপনাকে প্রণাম)। কিন্তু **গুণদ্রষ্ট্রে**—সেই রজ্জু 'দ্রষ্ট্রে' ভয়ে মুহুর্মুহুঃ দর্শনপরায়ণ আপনাকে (প্রণাম)। **স্বসংবিদে**—অথচ দামবন্ধন লীলা দর্শনপরায়ণ নিজসখাদের প্রতি সেই অবস্থার মধ্যেও নবনীত চুরি প্রভৃতির জন্য 'স বিদ' সঙ্কেতকারী (আপনাকে প্রণাম)। ইহা এক অদ্ভুত দৃশ্যই বটে॥ জীং ৪৬॥

৪৬ শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ যতস্তেষ্বেব গুণানাং প্রেমবশ্যত্বাদীনাং প্রকর্ষেণ প্রকাশকায়। তথা প্রকাশিতেন প্রেমবশ্যত্বগুণেন আত্মচ্ছাদনায় আবৃত নিজৈশ্বর্য্যায়। তদপি ত্বং ভক্তিতত্ত্বজ্ঞৈস্তত্তস্বরূপ এব ভবসীত্যাহুঃ। গুণস্য ভক্তবাৎসল্যাতিশয়স্য বৃত্ত্যা অসাধারণসত্তয়া উপলক্ষ্যায় স্বয়ং ভগবন্তং বিনা কোঽপ্যেবং ন ভবতীতি জ্ঞেয়ায়। যতো গুণদ্রষ্ট্রে স্বভক্তস্য গুণমেব পশ্যতি নতু দোষগন্ধমপি যস্তস্মৈ। অতএব স্বেষু ভক্তেষ্বেব সম্বিদনুভবো যস্য তস্মৈ॥ বিং ৪৬॥

৪৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ যেহেতু বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের মধ্যে **গুণপ্রদীপায়**—প্রেম-বশ্যতাদি গুণাবলীর 'প্র' প্রকর্ষের সহিত প্রকাশক কৃষ্ণকে প্রণাম। **গুণাত্মচ্ছাদনায়**—তথা প্রকাশিত

প্রেমবশ্যতা গুণের দ্বারা আবৃত-নিজঐশ্বর্য কৃষ্ণকে প্রণাম। এরূপ হলেও ভক্তিতত্ত্বজ্ঞগণের দ্বারা জ্ঞাত-স্বরূপই হয়ে থাকেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায়**—'গুণ' ভক্তবাৎসল্য-অতিশয়ের 'বৃত্ত্যা' অসাধারণ সত্তা দ্বারা অনুমেয় কৃষ্ণকে প্রণাম—স্বয়ং ভগবান্ বিনা কেউ ই এরূপ হয় না—এরূপ জানতে হবে। যেহেতু **গুণদ্রষ্ট্রে**—যিনি নিজ ভক্তে গুণই দেখে থাকেন, দোষগন্ধও নয়, সেই তাঁকে। অতএব নিজ ভক্তের চিত্তে যাঁর 'সম্বিদ্' অনুভব সেই তাঁকে প্রণাম। বি° ৪৬॥

৪৭। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা : অব্যাক্তঃ প্রপঞ্চাতীতো বিহারো যস্য, অথচ সর্ব্বত্র ব্যাক্তেন তত্তল্লীলত্বেন সিদ্ধিঃ প্রসিদ্ধির্যস্য, সর্ব্বব্যাক্তস্মৈব সিদ্ধিস্তত্তল্লীলাসাধকতা যস্যেতি বা ; তদুক্তম্—'প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোহপি' (শ্রীভা ১০ ১৪।৩৭) ইতি অব্যাক্তলীলত্বাদেব। 'পরিনিষ্ঠিতোহপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥' (শ্রীভা ২।১।৯) ইত্যাদিকং ঘটত, ইত্যাহুঃ—**হৃষীকেশ** হে স্বস্মিন্নাত্মারামপর্য্যন্তানাং সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকেতি। মুনয়ে আত্মারামায়, অথচ অকার-প্রশ্লেষেণ অমৌনশীলিনে, তদ্‌বিপরীত-শ্রীগোকুলানন্দনলীলায় ; যদ্বা, ন ব্যাক্তো ন ব্যক্তো বিহারো দধিপয়শ্চৌর্য্যাদিচেষ্টা যস্য, তথাপি সর্ব্বৈরেব ব্যাক্তা তন্মাত্রাদিভ্যো ব্যাখ্যাতা সিদ্ধিস্তত্তচ্চেষ্টাফলং দধিপয়োভক্ষণাদিকমপি যস্য তস্মৈ ; অহো তেন চ সর্ব্বেষাং প্রীতিরেবাসীদিত্যাহুঃ—**হৃষীকেশ!** হে সর্ব্বেন্দ্রিয়বশীকারি-গুণগণেতি। কিঞ্চ, তত্রোপালম্ভমাদৌ মুনয়ে মৌনশীলিনে ইতি স্বান্তঃকরণনিহিত-তাদৃশবয়ুনোহপি বহির্মৌনেন সুপ্রতীকো যথাস্ত ইত্যেবমুক্তরূপো যস্তস্মাৎ ইত্যর্থঃ। শ্লোকদ্বয়েঽস্মিন্নর্থান্তরাৎ ছন্নতয়োক্তিরিয়ং প্রভুতাস্ফুরণাৎ সঙ্কোচেনেতি জ্ঞেয়ম্॥ জী° ৪৭॥

৪৭। শ্রীজীব বৈ°-তোষণী টীকানুবাদ : অব্যাক্তবিহারায়—প্রপঞ্চাতীত বিহার যাঁর, সেই তাঁকে প্রণাম। অথচ **সর্ব্বব্যাক্তসিদ্ধয়ে**—সর্বত্র 'ব্যাক্তেন' সেই সেই লীলা বিনোদীরূপে 'সিদ্ধি' প্রসিদ্ধি যাঁর সেই আপনাকে। বা 'সিদ্ধি' সেই সেই লীলাসাধক গুণ যাঁর সেই আপনাকে।—"আপনি প্রপঞ্চাতীত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হয়েও শরণাগতজনের আনন্দবর্ধনের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে সর্ববিধ প্রাপঞ্চিক ব্যবহারের অনুকরণ করে থাকেন।"—(শ্রীভা° ১০।১৪।৩৭) - প্রপঞ্চাতীত লীলাবিনোদী বলেই এরূপ উক্ত হল।—"হে রাজর্ষে, আমি নির্গুণ ব্রহ্মে বিশেষ ভাবে মগ্ন থাকলেও উত্তম শ্লোক শ্রীভগবানের লীলাদ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে এই আখ্যান অধ্যায়ন করেছি।"—(শ্রীভা° ২।১।৯)। ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বলা হচ্ছে—**হৃষীকেশ**—হে নিজের প্রতি আত্মারাম পর্যন্তদেরও সর্বেন্দ্রিয় প্রবর্তক। **মুনয়ে**—আত্মারাম আপনাকে প্রণাম। অথচ 'অ'কার সংযোগে 'অমৌনশীল'—আত্মারামের বিপরীত ভাব দেখা যায় শ্রীগোকুলানন্দ লীলায়—এখানে আর আত্মাতে রমণ করে তৃপ্ত নন—মা যশোদার স্তন পানের জন্য বহুতই স্পৃহা, না পেলে ক্রোধের সঞ্চার ইত্যাদি। অথবা **অব্যাক্তবিহারঃ**—গোপীঘরে যাঁর দধিদুগ্ধ চৌর্য্যাদি 'বিহার' লীলা 'ন ব্যাক্ত' প্রকাশ্যে হয় না, গোপনে হয়। তথাপি সেই লীলা সকলের দ্বারাই 'ব্যাক্তা' মাতাদিগকে ব্যাখ্যাত, **সিদ্ধি**—সেই সেই লীলার ফল দধিদুগ্ধ ভক্ষণাদি যাঁর সেই আপ-

৪৮। পরাবরগতিজ্ঞায় সর্ব্বাধ্যক্ষায় তে নমঃ।
অবিশ্বায় চ বিশ্বায় তদ্দ্রষ্ট্রেঽস্য চ হেতবে॥

৪৮। **অন্বয়ঃ** পরাবরগতিজ্ঞায় (স্থূলসূক্ষাণাং গতিজ্ঞত্বেন) সর্ব্বাধ্যক্ষায় (সর্ব্বস্যাধিষ্ঠাত্রে) অবিশ্বায় বিশ্বায় (ন বিদ্যতে বিশ্বং যত্র তস্মৈ, তথাপি বিশ্বায়) তদ্দ্রষ্ট্রে (বিশ্বনিয়ন্ত্রে) অস্য হেতবে (বিশ্বকারণায়) তে (তুভ্যং) নমঃ।

৪৮। **মুলানুবাদ ঃ** স্থুল-সূক্ষ্মর তত্ত্বাভিজ্ঞ, সর্বজন-নয়নে প্রত্যক্ষ, বিশ্ব রহিত হয়েও বিশ্বস্বরূপ, লীলাসাক্ষী এবং বিশ্ব-কারণ আপনাকে প্রণাম।

নাকে প্রণাম। অহো এর দ্বারাই পুনরায় সকলেরই প্রীতিই হয়ে থাকে, তাই বলা হচ্ছে—**হৃষীকেশ**—হে সর্বেন্দ্রিয়বশীকারী গুণগণ! আরও এ সম্বন্ধে মাতারা গালাগালি করলে **মুনয়ে**—চুপ করে থাকেন—এইরূপ মৌন-স্বভাব আপনাকে (প্রণাম) —নিজের অন্তঃকরণ নিহিত-তাদৃশ জ্ঞান থাকলেও বাইরে মৌন অবলম্বন করে থাকেন যেন কত সাধু। এই শ্লোকদ্বয়ে যে অর্থান্তর করা হল, তা ছন্নভাবে নাগপত্নীদের স্তুতির মধ্যে থাকলেও প্রকাশ্যে না বলার কারণ তাঁদেয় মনে প্রভুতার স্ফুরণে সঙ্কোচ, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** লীলা পুরুষোত্তমস্য তব লীলামাধুর্য্যাধিক্যমিত্যাহুঃ—অব্যাকৃতঃ অনির্ব্বাচ্যত্বাদব্যুৎপাদিতঃ প্রাকৃতো বা বিহারো যস্য তস্মৈ। যদ্বা, ন ব্যাকৃতো বিবাহাদিব্যাকাররহিত এব বিহারো যস্য সঃ। সর্ব্বেষাং ভক্তবিশেষাণামেব ব্যাকৃতানাং তৎসেবোচিত বিশিষ্টাকৃতীনাং সিদ্ধির্যস্মাত্তস্মৈ। অতএব হৃষীকেশ ভক্তসর্ব্বেন্দ্রিয়াকর্ষক, ভক্তিহীনেষু মুনয়ে আত্মারামায় অতএব তেষু স্বাভিপ্সিতপ্রার্থকেষু সৎসু মৌনশীলিনে ন কিমপি ব্রুবতে তেভ্যঃ সুখং দুখাভাবঞ্চ ন দদতে॥ বি০ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** লীলা পুরুষোত্তম আপনার লীলামাধুর্য সর্বাধিক, সেই কথাই বলা হচ্ছে—**অব্যাকৃতঃ**—অনির্বাচ্য হওয়া হেতু শাস্ত্রে বিশেষ সংস্কার থেকে জাত, বা প্রাকৃত বিহার যাঁর সেই আপনাকে। অথবা, 'ন ব্যাকৃতো' বিবাহাদি বিশেষ আকার (বাহ্যাড়ম্বর) বিনাই বিহার যাঁর সেই আপনাকে (প্রণাম)। **সর্বব্যাকৃত সিদ্ধয়ে**—'সর্ব' সকল ভক্তবিশেষের ব্যাকৃতানাং কৃষ্ণসেবা-উচিত বিশিষ্ট নিপুণতার সিদ্ধি যাঁর থেকে সেই আপনাকে। অতএব **হৃষিকেশ**—ভক্তের সর্ব ইন্দ্রিয় আকর্ষক। ভক্তিহীনের সম্বন্ধে **মুনয়ে**—আত্মারাম। অতএব সেই নিজ বাঞ্ছিত প্রার্থনাকারী সৎএর সম্বন্ধে 'মৌনশীলিনে' কিছুই বলেন না—তাকে সুখও দেন না, দুঃখাভাবও দেন না॥ বি০ ৪৭॥

৪৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** তাদৃশাতর্ক্যলীলত্বে হেতুঃ—পরাবরগতিজ্ঞায়। তত্তদাত্মত্বেন তত্তত্তত্ত্বজ্ঞায়, ন তু জ্ঞেয়ায়; তথাপি সম্প্রতি সর্ব্বেষামধ্যক্ষায়, অক্ষাণি অধিকৃত্য বর্ত্তত ইতি প্রত্যক্ষায়;কিঞ্চ,ন বিদ্যতে বিশ্বং যত্র তস্মৈ,তথাপি বিশ্বায় স্বোদরে তদ্দর্শিতবতে ইত্যর্থঃ তদ্দ্রষ্টে—ব্রহ্মমোহাপনো-

দনেঽপি অনাবৃতজ্ঞানস্বভাবেন সপাণিকবলরূপেণ তদ্দ্রষ্ট্রে, ন তু তত্তদ্ব্যাপারকর্ত্রে ; তথা তত্তচ্চতুর্ভুজরূপেণাস্য চ হেতবে স্থিত্যাদি-কারণায় ইতি। এবং সর্ব্ববিরোধাশ্রয়ত্বেনৈবাচিন্ত্যশক্তিত্বং, তেনৈব চৈশ্বর্য্যমিতি পূর্ব্বমপি প্রতিপাদিতম্, অতো বিশেষবিরোধাশ্রয়ত্বান্নিগ্রাহ্যস্যাপ্যনুগ্রহো যুক্ত এবেতি ভাবঃ ॥ জী° ৪৮ ॥

৪৮। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ ঃ** তাদৃশ অতর্কলীল হওয়ার হেতু, **পরাবরগতিজ্ঞায়**—আপনি স্থুল সূক্ষ্মের আত্মস্বরূপ বলে স্থুল-সূক্ষ্মের তত্ত্বাভিজ্ঞ, আপনি কিন্তু তাই বলে জ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার উপযুক্ত নন। তথাপি সম্প্রতি **সর্বাধ্যক্ষায়**—সকলের অধ্যক্ষ (অধি+অক্ষ) নয়ন অধিকার করে বিরাজমান্, তাই আপনি প্রত্যক্ষ, আপনাকে প্রণাম। আরও **অবিশ্বায়**—আপনার ভিতরে বিশ্ব নেই, তথাপি আপনি বিশ্বস্বরূপ—তাই নিজ উদরে বিশ্ব দেখিয়েছিলেন। **তদ্দ্রষ্ট্রে**—ব্রহ্মার মোহ তাঁর অপসারণ ব্যাপারেও অনাবৃত জ্ঞান স্বভাবে সপানিকবলরূপে এই লীলার সাক্ষীমাত্র, সেই সেই ব্যাপারের কর্তা নয়। **অস্য চ হেতবে**—তথা সেই সেই চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপেও বিশ্বের হেতু অর্থাৎ স্থিতি প্রমুখের কারণ আপনি, আপনাকে প্রণাম। এরূপে সকল বিরুদ্ধ ভাবের আশ্রয় আপনি, যথা আপনি বিভু হয়েও অনু। এই হেতুই আপনি অচিন্ত্য শক্তির আধার এবং এই দরুণই আপনার মহাঐশ্বর্য—পূর্বেও এরূপ প্রতিপাদিত হয়েছে অতএব সকল বিরোধের আশ্রয় হওয়া হেতু আপনার পক্ষে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য এই কালিয়ের প্রতিও অনুগ্রহ যুক্তিযুক্তই হয়েছে, এরূপ ভাব ॥ জী° ৪৮ ॥

৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** যতঃ পরেষামুৎকৃষ্টানাং ভক্তানাং অবরেষাং নিকৃষ্টানামভক্তানাঞ্চ গতিং প্রাপ্যং জানতে। সর্ব্বাধ্যক্ষায় সর্ব্বফলাধ্যক্ষত্বাৎ জ্ঞাত্বা তত্তৎসমুচিতফলস্য দাত্রে ইত্যর্থঃ। কর্ম্মফলদাতৃত্বেঽপি ন তব কর্ম্মসম্বন্ধঃ। যতোঽবিশ্বায় প্রপঞ্চাতীতায় তদপি মায়াশক্ত্যা বিশ্বায় সময়ে বিশ্বং স্রষ্টুং তস্য বিশ্বস্য দ্রষ্ট্রে তথৈবাস্য বিশ্বস্য হেতুং প্রধানঞ্চ চেতয়িতুং বিকারয়িতুং বা তস্য দ্রষ্ট্রে। "ক্রিয়ার্থোপপদস্যে" ত্যাদিনা চতুর্থী ॥ বি° ৪৮ ॥

৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** যেহেতু **পরাবরগতিজ্ঞায়**—'পর' উৎকৃষ্ট অর্থাৎ ভক্তদের ও 'অবর' নিকৃষ্ট অর্থাৎ অভক্তদের 'গতি' প্রাপ্য কি, 'জ্ঞায়' তা আপনি জানেন, আপনাকে (প্রণাম)। **সর্বাধ্যক্ষায়**—সর্বফলের অধ্যক্ষ আপনি—সর্বফলের অধ্যক্ষ হওয়া হেতু, ইহাদের জ্ঞাতা, তাই ভক্ত-অভক্তদের অবস্থা বুঝে সমুচিত ফল দাতা। কর্মফল দাতা হয়েও, আপনার কর্মসম্বন্ধ হয় না **অবিশ্বায়**—কারণ আপনি 'অবিশ্ব' প্রপঞ্চাতীত। তা হলেও **বিশ্বায়**- মায়াশক্তি দ্বারা সময়ে বিশ্ব সৃষ্টি করবার জন্য সেই বিশ্বের দ্রষ্ট্রে—নিরীক্ষণ কর্তা আপনি। এই রূপেই আপনি এই বিশ্বের **হেতবে**—নিমিত্ত কারণ ও প্রধান—[প্রধান=প্রকৃতি -বিশ্বের উপাদান। (চৈঃ চঃ মধ্য ২০] চেতনা দান বা বিকার উৎপাদন করতে ॥ বি° ৪৮ ॥

**৪৯। ত্বং হ্যস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো গুণৈরনীহোঽকৃতকালশক্তিধৃক্।
তত্তৎস্বভাবান্ প্রতিবোধয়ন্ সতঃ সমীক্ষয়ামোঘবিহ র ঈহসে॥**

৪৯। **অন্বয়ঃ** বিভো! অকৃতকালশক্তিধৃক্ (অনাদির্যা কালশক্তিস্তাং ধারয়তীতি তথাবিধঃ) অমোঘবিহারঃ (অব্যর্থলীলঃ) অনীহ (অভিলাষ শূণ্যঃ) ত্বং হি সতঃ (সংস্কার রূপেণ স্থিতানেব) তত্তৎস্বভাবান্ সমীক্ষয়া প্রতিবোধয়ন্ গুণৈঃ অস্য (বিশ্বস্য) জন্মস্থিতিসংযম ন্ ঈহসে (করোষি)।

৪৯। **মূলানুবাদঃ** অনাদি কালশক্তিধারী আপনি নিরীহ হয়েও প্রধানের প্রতি ঈক্ষণ পূর্বক রজাদি গুণের দ্বারা পূর্বকল্পান্তে লয় প্রাপ্ত বিশ্ব জীবের সেই সেই আচ্ছন্নতা প্রভৃতি স্বভাব জাগরিত করত এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করে থাকেন। এইরূপে প্রধান-গত ঈক্ষণরূপ আপনার বিহার অব্যর্থ।

৪৯। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** নন্বস্য কো দোষঃ? সর্পত্বদাতুর্মমৈবেশ্বরস্য ইত্যাশঙ্ক্যাহুঃ—ত্বমিতি পঞ্চভিঃ। হি এব হে বিভো সর্ব্বেশ্বর! অনীহঃ তত্তদভিলাষশূন্য এব ত্বমীহসে করোষি। নন্বেতদ্বিরুদ্ধং, তত্রাহুঃ—সত ইতি। তত্র জন্মনি সতঃ প্রকৃতিলীনপ্রাচীনকল্পগত-সাধকভক্তবৃন্দস্য সমীক্ষয়া তদুদ্বোধনায় তং দ্রষ্টুমেব কৃতেন প্রকৃতীক্ষণেন ইত্যর্থঃ। স্থিতৌ জন্মমধ্যেঽবতীর্য্য তমেব সম্যক্ কৃপাপূর্ব্বকং সাক্ষাদবলোকিতুমিত্যর্থঃ। সংযমে তমেবালিঙ্গ্যাপি সমীক্ষিতুমিত্যর্থঃ। 'মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ' ইতি পাদ্মাৎ। তত আনুষঙ্গিকতয়ান্যেষামপি তৎ স্যাদিতি ভাবঃ। নন্বু যদর্থা সমীক্ষা ত এবোদ্বুধ্যন্তাং, তত্রাহুঃ—অমোঘবিহারঃ যথা কথঞ্চিদপি তত্তৎসম্বন্ধস্যাব্যর্থত্বাদিত্যর্থঃ। তেষামপ্যুদ্বোধনে যুক্তিঃ—অকৃতকালশক্তিধৃক্ কালস্বরূপয়া স্বাভাবিকশক্ত্যেত্যর্থঃ, তয়া গুণৈরুপলক্ষিতান্ স্বভাবান্ প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারান্ প্রতিবোধয়ন্নিতি, তস্মাত্তথা কৃতং কর্ম্মণোঽস্যৈব দোষঃ, ন তু তব, 'ঈশ্বরস্তু পর্জ্জন্যবদ্দ্রষ্টব্যঃ' ইতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ॥ জী° ৪৯॥

৪৯। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, এই কালিয়ের কি দোষ? দোষ হল সর্পস্বভাব দাতা ঈশ্বর আমারই—এরূপ পূর্বপক্ষের আশঙ্কা করে বলা হচ্ছে—ত্বম ইতি পাঁচটি শ্লোকে। **হি**—নিশ্চয়ার্থে। হে বিভো—হে সর্বেশ্বর। **অনীহঃ**—সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের অভিলাষ শূণ্য হয়েও আপনি **ঈহসে**—ইহা করেন। আচ্ছা, এ তো বিরুদ্ধ ব্যাপার। এরই উত্তরে **সতঃ ইতি**—এর মধ্যে **জন্মনি**—সৃষ্টি কালে—'সতঃ' প্রকৃতি লীন প্রাচীনকল্পগত সাধক ভক্তবৃন্দকে দেখবার জন্য **সমীক্ষয়া প্রতিবোধয়ন্**—[সম্+ঈক্ষয়া] প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণের দ্বারা তাঁদের জাগিয়ে তোলেন—**স্থিতৌ**—জন্মমধ্যে অবতীর্ণ হন, সম্যক্ কৃপা পূর্বক তাদিকে সাক্ষাৎ অবলোকনের জন্য। **সংযমান**—তাদিকে আলিঙ্গনও করেন সাক্ষাৎ অবলোকনের জন্য। "আমার ভক্তগণের আনন্দের জন্য আমি বিবিধ লীলা করে থাকি"—পাদ্ম। অতঃপর অন্যদেরও আনুষাঙ্গিক ভাবে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি হয়ে যায়। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ কি নিশ্চয়ই জাগিয়ে তুলবে? এরই উত্তরে **অমোঘবিহারঃ**—অব্যর্থলীল—যথা কথঞ্চিৎ সেই সেই

৫০। তবৈস্যব তেঽমূস্তনবস্ত্রিলোক্যাং শান্তা অশান্তা উত মূঢ়যোনয়।
শান্তাঃ প্রিয়াস্তে হ্যধুনাবিতুং সতাং স্থাতুশ্চ তে ধর্ম্মপরীপ্সয়েহতঃ॥

৫০। **অন্বয় ঃ** তবৈস্যব (বিশ্বরূপস্যৈব) তে (তব) ত্রিলোক্যাং অমূঃ শান্তাঃ (প্রিয়াঃ) অশান্তাঃ (ঘোরাঃ) মূঢ়যোনয়ঃ উত (অপি) তনবঃ (দেহাঃ) সতাং ধর্ম্মপরীপ্সয়া (ধর্ম্মপালনেচ্ছয়া) ঈহতঃ (প্রবর্ত্তমানস্য) অবিতুং (রক্ষিতুং) স্থাতুঃ (স্থিতস্য চ) তে (তব) অধুনা তে (সাত্ত্বিকাঃ) শান্তাঃ হি প্রিয়াঃ।

৫০। **মূলানুবাদ ঃ** শান্ত-অশান্ত, এমনকি মূঢ়যোনি হলেও ত্রিলোকে বর্তমান সর্ববিধ দেহই আপনার। তথাপি অধুনা শান্তপ্রকৃতি সাধুদের ধর্মপালনের ইচ্ছায় প্রবৃত্ত ও তাঁদের পালনের জন্য অবস্থিত আপনার এই সাধুরাই প্রিয়।

সম্বন্ধের অব্যর্থতা হেতু। তাদের জাগরণ সম্বন্ধে যুক্তি **অকৃতকালশক্তিধৃক্**—আপনি অনাদি কালস্বরূপ, 'অকৃত' স্বাভাবিক শক্তি হওয়া হেতু। সেই গুণের দ্বারা উপলক্ষিত **স্বভাবান্**—প্রাচীন কর্মসংস্কার উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। সেই হেতু কালিয়ের তথা কৃতকর্মের দোষ তারই, আপনার নয়—"ঈশ্বরের কর্ম মেঘের মতোই জানতে হবে" ॥ জী° ৪৯॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** স্বসৃষ্ট্যা প্রধানং চেতনযুক্তং বিকৃতঞ্চ কৃত্বা মম কিং ফলমিতি চেত্তত্রাহুস্ত্বমিতি। সতঃ প্রধানস্য সমীক্ষয়া অস্য বিশ্বস্য পূর্ব্বং কল্পান্তে তত্রৈব লীনস্য তত্তৎস্বভাবান্ তাংস্তান্ সংস্কাররূপেণ সতঃ স্বভাবান্ ঘোরত্বাদীন্ প্রতিবোধয়ন্ জন্মাদীন্ গুণৈরজআদিভিরীহসে করোষি। গুণানাং কর্ত্তৃত্বস্য ত্বয্যুপচারাদ্বস্তুতস্তু ত্বমনীহঃ, অকৃতা ক্ষণাৰ্দির্যা কালশক্তিস্তাং ধারয়তীতি সঃ এবঞ্চ প্রধানগতঈক্ষণরূপস্তব বিহারোঽমোঘঃ॥ বি° ৪৯॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** নিজ সৃষ্টি হেতু প্রধানকে চেতনযুক্ত ও বিকৃত করে আমার কি প্রয়োজন, এরূপ যদি প্রশ্ন তোলেন, তারই উত্তরে বলা হচ্ছে—ত্বং হি ইতি। **সতঃ**—প্রধানের অর্থৎ বিশ্বের উপাদান কারণের প্রতি ঈক্ষণ পূর্বক পূর্ব কল্পান্তে, ঐ প্রধানেই লীন হয়ে থাকা এই বিশ্ব জীবের **তত্তৎস্বভাবান্**-সংস্কাররূপে স্থিত সেই সেই শান্ত অশান্ত প্রভৃতি পূর্বস্বভাব জাগরিত করত এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারাদি করে থাকেন—**গুণৈঃ**—রজাদি গুণের দ্বারা। গুণনিবহের কতৃত্ব আপনাতে আরোপিত হয়ে থাকে বলে—বস্তুতস্তু আপনি **অনীহঃ**—নিষ্ক্রিয়। **অকৃতকালশক্তিধৃক্**—ক্ষণাদি যে কালশক্তি, তাকে ধারণ করেন এইরূপ শক্তিশালী আপনি। এইরূপে প্রধানগত ঈক্ষণরূপ আপনার লীলা অব্যর্থ॥ বি° ৪৯॥

৫০। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** যস্মাদেবং সাম্যং, তস্মাত্তবৈস্যব ইত্যাদি ত্রিলোক্যাং বর্ত্তমানাঃ সর্ব্বা এবেত্যর্থঃ। অশান্তা ঘোরাঃ, উত অপি মূঢ়যোনয়োঽপি, হি নিশ্চয়ে, বিশেষতস্ত্বধুনা শান্তা ইত্যাদি। এবমপীদৃশহৃষ্টানুগ্রাহকস্য তব পরমকারুণ্যমেব তাদৃশে ত্বয্যপি অপরাধিনোঽস্য পরমপামরত্বমেবেতি ভাবঃ। তে-দ্বয়স্য বাক্যভেদান্ন পুনরুক্তিদোষঃ স্যাৎ; মধ্যমস্ত 'তে'-পদং শান্তা ইত্যস্য বিশেষণম্॥জী°৫০॥

৫১। অপরাধঃ সকৃদ্ভর্ত্রা সোঢ়ব্যঃ স্বপ্রজাকৃতঃ।
ক্ষন্তুমর্হসি শান্তাত্মন্ মূঢ়স্য ত্বামজানতঃ॥

৫১। অন্বয় ঃ ভর্ত্রা (স্বামিনা) স্বপ্রজাকৃতঃ অপরাধঃ সকৃৎ (একবারং) সোঢ়ব্য, শান্তাত্মন্, মূঢ়স্য ত্বামজানতঃ ক্ষন্তুম্ অর্হসি।

৫১। মূলানুবাদ ঃ হে শান্তস্বভাব ! পিতৃতুল্য পালক, আপনার স্বপ্রজাকৃত অপরাধ সহ্য করতঃ ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। সে মূঢ়, আপনার প্রভাব জানে না, তাই ক্ষমার যোগ্য।

৫০। শ্রীজীব-বৈ০তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে যেহেতু সকল জীবের তুল্যতা দেখানো হল কাজেই ভাল মন্দ সব জীবই আপনারই। **তস্যৈবতে**—বিশ্বরূপ আপনার। **ত্রিলোক্যাং**—ত্রিলোকে বর্তমান সকলেই, এরূপ অর্থ। **অশান্তা**—ঘোর প্রকৃতি। **উত**—অপি, মূঢ়যোনি হলেও। **হি**—নিশ্চয়ার্থে। **শান্তাঃ**—সাত্ত্বিকগণই আপনার প্রিয়। **অধুনা**—বিশেষত অধুনা এরা নিশ্চয়ই আপনার প্রিয়। এরূপ হলেও এই কালিয়ের মতো ঈদৃশ দুষ্টের প্রতি অনুগ্রহ আপনার পরম কারুণ্যই। তাদৃশ আপনাতে অপরাধী এই কালিয়ের ইহা পরম পামরত্বই, এরূপ ভাব। দ্বিতীয় চরণের দুইটি 'তে' বাক্যভেদ হেতু পুনরুক্তি দোষের হয় নি। আগের 'তে' পদ 'শান্তার' বিশেষণ ॥ জী০ ৫০॥

৫০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কেনাভিপ্রায়েণৈবং স্তুধ্বে ইতি চেত্তত্রাহুঃ,—তস্যৈব পূর্ব্বোক্তলক্ষণস্য তব বিশ্বহেতুত্বাদ্বিশ্বরূপস্য অমূঃ শান্তাদ্যাস্তনবঃ শান্ত্যাদি স্বভাবান্ ত্বমেব প্রতিবোধয়সি চেত্তত্র ঘোরস্বভাবোঽয়ং কালিয়ঃ স্বস্বভাবং ক্রৌর্য্যং কথং ত্যক্তুং শক্নোত্বিতি ভাবঃ। তথাপি তবাধুনা শান্তাঃ প্রিয়াঃ। কুতঃ সতাং ধর্ম্মপালনেচ্ছয়া ঈহতঃ প্রবর্ত্তমানস্য অতস্তামবিতুং স্থাতুঃ স্থিতস্য॥ বি০ ৫০॥

৫০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কোন্ অভিপ্রায়ে স্তব করছ ? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে—**তস্যৈব**—পূর্বোক্ত লক্ষণ অর্থাৎ বিশ্বরূপ আপনারই এই শান্তাদি দেহ সকল। **অমূস্তনবঃ**—এই শান্ত, ভয়ঙ্কর প্রভৃতি স্বভাব জীবগণকে আপনিই যদি জাগরিত করেন, তবে ঘোর স্বভাব এই কালিয় কি করেই বা তার স্বভাব ক্রুরতা নিজে নিজেই ত্যাগ করতে সমর্থ হবে, তাই আপনার স্তব করছি, এরূপ ভাব। যদিও সর্ববিধ দেহই আপনার, তথাপি অধুনা শান্ত প্রকৃতি সাধুরাই আপনার প্রিয়। সাধুদের ধর্ম রক্ষার ইচ্ছায় আপনি প্রবৃত্ত, অতএব তাঁদের পালনের জন্যই স্থিত ॥ বি০ ৫০॥

৫১। শ্রীজীব বৈ০-তোষণী টীকা ঃ অতস্ত্বয়া ক্ষন্তুং যুজ্যত এবেত্যাহুঃ—অপেতি। ভর্ত্রা পোষ্টৃত্বাৎ পিতৃতুল্যেন স্বপ্রজাকৃতোঽপরাধঃ সকৃদপি সোঢ়ব্যঃ, সোঢ়ুং যোগ্যঃ, তস্মাৎ ক্ষন্তুমিত্যাদি ; ত্বন্তু শান্তাত্মত্বাৎ সর্ব্বথা ক্ষন্তুমর্হসীত্যর্থঃ। কিন্তু মূঢ়স্য তামসজাতি-স্বভাবেন জ্ঞানহীনস্য, অতএব ত্বামজানতঃ ত্বদ্ভুতলীলাদিদর্শনেনাপি ত্বাং জ্ঞাতুমশক্নুবতঃ ; যদ্বা, সকৃদপি যো ভর্ত্তা তেনাপি, ত্বন্তু স্রষ্টৃত্বাদিনা নিত্যেশ্বরঃ কিমুত ইতি। জী০ ৫০॥

৫২। অনুগৃহ্ণীষ্ব ভগবান্ প্রাণাংস্ত্যজতি পন্নগঃ।
স্ত্রীণাং নঃ সাধুশোচ্যানাং পতিঃ প্রাণঃ প্রদীয়তাম্॥

৫২। **অন্বয় ঃ** ভগবন্! পন্নগঃ প্রাণান্ ত্যজতি অনুগৃহ্ণীষ্ব (ইমং ক্ষমস্ব) সাধুশোচ্যানাং (সাধুভিঃ শোচ্যানাং) স্ত্রীণাং নঃ (অস্মাকং) পতিঃ (পতিরূপঃ) প্রাণঃ প্রদীয়তাম্।

৫২। **মূলানুবাদ ঃ** হে ভগবান্! অনুগ্রহ করুন। এই সর্পের প্রাণ এখন ওষ্ঠাগত। সাধুদের অনুগ্রহপাত্রী এই স্ত্রীলোক আমাদের পতিপ্রাণ প্রদান করুন।

৫১। **শ্রীজীব-বৈঃ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** অতএব এই কালিয় আপনার ক্ষমারই যোগ্য, এই অ শয়ে বলা হচ্ছে—অপরাধঃ ইতি। **সকৃদ্ভর্ত্রা**—'ভর্ত্রা' পালক বলে পিতৃতুল্য আপনার স্বপ্রজাকৃত অপরাধ একবারও **সোঢ়ব্য**—সহ্য করে দেওয়া উচিত, সহ্যকরা হেতু ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। শুধু একবার নয়, শান্ত স্বভাব হওয়া হেতু আপনার তো সর্বথা ক্ষমা করা উচিত। কিন্তু এই মূঢ়ের অপরাধ—মূঢ়, তামস জাতি স্বভাবে জ্ঞানহীন, অতএব আপনা সম্বন্ধেও জ্ঞানহীন, আপনার অদ্ভুত লীলা দর্শনেও আপনাকে জানতে অক্ষম। অথবা একবারের জন্যেও যে ভর্ত্তা তারও ক্ষমা করা উচিত আর আপনি তো সৃষ্টিকর্তা প্রভৃতি হওয়া হেতু নিত্য ঈশ্বর, আপনার কথা আর বলবার কি আছে?॥ জী° ৫১॥

৫১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অতঃ শান্তলোকবিপ্রিয়কারিত্বলক্ষণোঽস্যাপরাধোঽভূদেব সচ সকৃৎ সোঢ়ব্য ইতি। অধুনা দণ্ডয়িত্বা শিক্ষিতোঽপ্যয়ং ত্বদীয়শান্তজনেষু যদি পুনরপ্যপরাধ্যতি তদা ন সোঢ়ব্য ইতি ভাবঃ। ক্ষন্তুমর্হসীত্যর্থপৌনরুক্ত্যমতিবৈয়গ্র্য ব্যঞ্জক্য ক্ষন্তমিত্যপরাধমিতি শেষঃ। শান্তাত্মন্নিতি ক্ষন্তৃত্বে হেতুঃ, মূঢ়স্যাজানত ইতি ক্ষন্তব্যত্বে হেতুঃ॥ বি° ৫১॥

৫১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর শান্তলোকের অপকারিতা লক্ষণ অপরাধ তো হয়েছেই—একবার সহ্য করা উচিত। অধুনা দণ্ডদানে শিক্ষিত করলেও এই কালিয় যদি পুনরায় আপনার ভক্তজনে অপরাধ করে তখন সহ্য করা উচিত হবে না, এরূপ ভাব। **ক্ষন্তুমর্হসি**—একবার সহ্য করা উচিত বলে পুনরায় একই অর্থ ব্যঞ্জক 'অপরাধ' ক্ষমা করে দেওয়া উচিত' বলা হল, ইহা ব্যগ্রতা ব্যঞ্জক। শান্ত-স্বভাব, ক্ষমাগুণের হেতু। মূঢ়, জ্ঞানহীন, ইহা কালিয়ের ক্ষমা যোগ্যতার হেতু ॥ বি° ৫১॥

৫২। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** কিং কর্ত্তব্যম্? ক্ষমা কার্য্যেতি। অনুগ্রহ এব কর্ত্তুং যোগ্য ইত্যাহুঃ—অন্বিতি। কুতঃ? ভগবন্ হে পরমদয়ালো! যদ্বা, হে সর্ব্বজ্ঞেতি—নিজকারুণ্যমহিমানং স্বমায়াবৈভবং চ, অতএব জীবানামস্মাকং দৈন্যঞ্চ ত্বং জানাস্যেবেত্যর্থঃ। এতচ্চাবিলম্বেনেত্যাহুঃ—প্রাণানিতি। যদ্বা, 'অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণং ত্বহম্' (শ্রীভা° ১১।২৬।৩৩) ইত্যাদি-নিজপ্রতিজ্ঞাং স্মরস্যেবেত্যর্থঃ। আর্ত্তত্বং দর্শয়ন্তি—প্রাণানিতি। অহো বত ন ক্রিয়তাং বাস্মিন্ননুগ্রহঃ, অস্মাস্ববশ্যং কর্ত্তুমপযুজ্যত ইত্যাহুঃ—স্ত্রীণামিতি। সাধুভিঃ শোচ্যানাং, জাত্যৈব স্বাতন্ত্র্যাভাবাৎ ইতি পরমদৈন্যং দর্শিতম্; যদ্বা, সাধু যথা স্যাৎ, পুনরনপরাধত্বাদিসম্পাদনেনেত্যর্থঃ। পতিরেব প্রাণঃ জীবনং প্রকর্ষেণ শরীরাক্ষতত্বাদিনা চ দীয়তাম্॥

৫৩। বিধেহি তে কিঙ্করীণামনুষ্ঠেয়ং তবাজ্ঞয়া।
যচ্ছ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্ বৈ মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ॥

৫৩। অন্বয়ঃ তে (তব) কিঙ্করীণাং অনুষ্ঠেয়ং (যৎকর্ত্তব্যং) বিধেহি যৎ (যস্মাৎ) তব আজ্ঞয়া শ্রদ্ধয়া অনুতিষ্ঠন্ (কর্ম্ম কুর্ব্বন্ জনঃ সর্ব্বতঃ ভয়াৎ প্রমুচ্যতে)।

৫৩। মূলানুবাদঃ আপনার আজ্ঞায় যা করা উচিত, তা এই এই কিঙ্করীদের প্রতি আজ্ঞা করুন। যেহেতু আপনার আজ্ঞা অনুসারে কর্ম করতে করতে জীব সকল ভয় থেকে মুক্ত হয়, ইহা প্রসিদ্ধ আছে।

৫২। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ কি কর্তব্য। ক্ষমা করাই উচিত। অনুগ্রহই করার যোগ্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অনুগৃহ্ণীষ্ব ইতি। কি হেতু? **ভগবান্**—হে পরমদয়ালু—পরমদয়ালু বলে অনুগ্রহ করাই উচিত; অথবা, 'ভগবান্' হে সর্বজ্ঞ! সর্বজ্ঞ বলে আপনি নিজ করুণা মহিমা ও নিজ মায়াবৈভব, অতএব এই জীব আমাদের দৈন্যও আপনি জানেন, এরূপ অর্থ। এই অনুগ্রহও অবিলম্বে করা উচিত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে প্রাণান্ ইতি। এই সর্পের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। অথবা, "অন্নই প্রাণীদের প্রাণ, আর আর্তদের শরণ আমি।" (শ্রীভা° ১১।২৬।৩৩)। ইত্যাদি নিজ প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন, এরূপ অর্থ। সেই আর্তত্ব দেখান হচ্ছে—প্রাণান্ ইতি। অহো হায় হায় এই কালিয়কে নাই বা করলেন, আমাদের তো অবশ্যই করা উচিত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—স্ত্রীণাম্ ইতি। সাধু শোচ্য এই স্ত্রীদের পতি-প্রাণ প্রদান করুন। স্ত্রীগণ সাধুদের শোচ্য, কারণ স্ত্রীজাতী মাত্রেই স্বাতন্ত্র্যের অভাব, এরা এক এক বয়সে এক এক জনের অধীন হয়ে থাকে। এতে পরমদৈন্য দেখান হল। অথবা, এক তো স্ত্রীজাতী পুনরায় অপরাধ স্পর্শ যাতে না করে এই ভাবে সাধুর মতো চলা ফেরা করার দরুণ আমরা অনুগ্রহের পাত্র। **পতিঃ প্রাণঃ**—পতিই আমাদের জীবন, একে **প্রদীয়তাম্**—'প্র' প্রকর্ষের সহিত অর্থাৎ অক্ষত শরীর অবস্থায় ফিরিয়ে দিন॥ জী° ৫২॥

৫২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নন্বু চিকিৎসাস্য সাধ্বেব কৃতা রোগোগত এব, কিন্তু রোগশেষদূরী-করণার্থং সপ্তাষ্টাঃ পার্ষ্ণিপ্রহারা অবশিষ্যন্তে তেষু সম্মতির্দীয়তামিত্যত আহুঃ,—অনুগৃহ্ণীষ্বেতি। সদোষ-শেষোঽনুগ্রহামৃতপ্রদানেনৈব নাশনীয়ো নতু দণ্ডতীব্রৌষধপায়নেন। যতোঽসৌ সম্প্রতি প্রাণাংস্ত্যজতি, নন্বু ত্যজ্যতু প্রাণান্ কিমনেন বিগীতেন সর্পশরীরেণ অতঃ পরং দিব্যদেহো মদ্ভক্ত এব ভবিষ্যতি তত্রাহুঃ,—স্ত্রীণা-মিতি। সুন্দরীণামস্মাকং বৈধব্যে সতি কশ্চিদন্যঃ পাপিষ্ঠঃ সর্পো বলাৎ কাময়িতা ভবিষ্যতীত্যতঃ শোচ্যানাম-স্মাকময়মেব সম্প্রত্যুৎপন্নবৈষ্ণবতাকত্বাৎ প্রাণঃ স্নেহাস্পদীভবন্ প্রাণতুল্যঃ॥ বি° ৫২॥

৫২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা এর চিকিৎসা ভালই করেছি, রোগও চলে গিয়েছে, কিন্তু রোগের শেষ দূর করার জন্য ৭/৮টি পদাঘাত অবশেষ আছে দেওয়ার—সে সম্বন্ধে সম্মতি দেওয়া হোক, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—অনুগৃহ্ণীষ্ব ইতি। দোষের শেষ অনুগ্রহামৃত প্রদানেই নাশনীয়,

শ্রীশুক উবাচ।

৫৪। ইত্থং স নাগপত্নীভির্ভগবান্ সমভিষ্টুতঃ।
মূর্চ্ছিতং ভগ্নশিরসং বিসসর্জ্জাঙ্ঘ্রিকুট্টনৈঃ॥

৫৪। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ—নাগপত্নীভিঃ ইত্থং সমভিষ্টুতঃ সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ভগবান্ অঙ্ঘ্রিকুট্টনৈঃ (পাদপ্রহারৈঃ) ভগ্নশিরসং মূর্চ্ছিতং [কলিয়ং] বিসসর্জ্জ (তত্যাজ)।

৫৪। **মূলানুবাদঃ** নাগপত্নীগণ এইরূপ স্তব করলে স্তুতিমাত্রে প্রীত কৃষ্ণ পদাঘাতের চোটে ভগ্নমস্তক মূর্চ্ছিত কালিয়কে ছেড়ে দিয়ে তার সম্মুখে দাঁড়ালেন।

দণ্ডরূপ তীব্র ঔষধপান করিয়ে নয়। কারণ এই সর্প এখন প্রাণত্যাগের অবস্থায় গিয়েছে। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা প্রাণ ত্যাগ করুক-না, এই নিন্দিত সর্পশরীর রেখে কি হবে, অতঃপর দিব্য দহ মস্তকই হয়ে যাবে—এরই উত্তরে—স্ত্রীণাম্ ইতি। সুন্দরী আমাদের বৈধব্য হলে কোনও অন্য পাপিষ্ঠ সর্প বলাৎকারে আমাদের সহিত কামক্রীড়ায় রত হবে—কাজেই শোচ্য আমাদের এই কালিয়ই, সম্প্রতি বৈষ্ণবতা প্রাপ্ত হওয়া হেতু আমাদের **প্রাণঃ**—স্নেহাস্পদী হয়ে প্রাণতুল্য॥ বি° ৫২॥

৫৩। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** তবাজ্ঞয়া যদনুষ্ঠেয়ং বিধেয়ং, তৎ কিঙ্করীঃ প্রতি সমাদিশঃ যদ্বা, তবাজ্ঞয়ৈব তব কিঙ্করীণাং সতীনামস্মাকমনুষ্ঠেয়ম্। তবাজ্ঞয়েত্যস্য পরেণান্বয়ঃ। যদ্‌যস্মাত্তবাজ্ঞয়া অনুতিষ্ঠন্ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ যদনুষ্ঠেয়মিতি বা। বৈ প্রসিদ্ধৌ, সর্ব্বতঃ সর্ব্বস্মাদপি সর্ব্বত্রাপি বা ; যদ্বা, সর্ব্বতো ভয়ান্মুচ্যতে ইতি ভগবল্লোকপ্রাপ্তিরেবাভিপ্রেতা॥ জী° ৫৩॥

৫৩। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ বিধেহি**—আজ্ঞা করুন,—আপনার আজ্ঞায় যা **অনুষ্ঠেয়ং**—করা উচিত—তা 'বিধেহি' কিঙ্করীদের প্রতি আজ্ঞা করুন। অথবা, আপনার আজ্ঞা অনুসারেই **কিঙ্করীণাং**—সতী আমাদের চলা উচিত। **তবাজ্ঞয়া**—এই বাক্যটির অন্বয় পরের চরণ 'যচ্ছ্রদ্ধয়া'র সহিত। **যচ্ছ্রদ্ধয়া**—'যৎ' যেহেতু আপনার আজ্ঞায় শ্রদ্ধার সহিত কর্ম করতে করতে, বা 'যৎ' যা অনুষ্ঠেয়। **বৈ**—প্রসিদ্ধিতে। **সর্বতঃ** সর্বজন থেকেও, বা সকল স্থানেও। অথব, সর্ববিধ ভয় থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হয়—এই কথায় ভগবল্লোক প্রাপ্তিই অভিপ্রেত॥ জী° ৫৩॥

৫৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ভবত্বয়ং যুষ্মভ্যং পতির্দত্ত এব কিন্তু যন্ময়াদিশ্যতে তৎকর্ত্তব্যমিতি তত্র সসম্ভ্রমমবশ্যমেবেত্যাহুঃ,—বিধেহীতি। তচ্চ ইতঃস্থানাদন্যত্র শীঘ্রং যাতেত্যগ্রে ব্যক্তীভবিষ্যতি॥ বি° ৫৩॥

৫৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** তাই হোক, তোমাদের পতি এই নেও, তোমাদের দেওয়া হল, কিন্তু আমি যা আদেশ করছি, তা করা উচিত হবে তোমাদের, এইরূপ বললে নাগপত্নীগণ সসম্ভ্রমে বললেন অবশ্যই করব, **বিধেহি**—আদেশ করুন। এই আদেশ 'এই স্থান থেকে শীঘ্র অন্যত্র চলে যাও' অগ্রে প্রকাশিত হবে॥ বি° ৫৩॥

৫৫। প্রতিলব্ধেন্দ্রিয়প্রাণঃ কালিয়ঃ শনকৈর্হরিম্।
কৃচ্ছ্রাৎ সমুচ্ছ্বসন্ দীনঃ কৃষ্ণং প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ॥

৫৫। অন্বয় ঃ শনকৈঃ (ক্রমশঃ) প্রতিলব্ধেন্দ্রিয়প্রাণঃ (পুনঃ প্রাপ্তানি ইন্দ্রিয়াণি প্রাণাশ্চ যস্য সঃ) কৃচ্ছ্রাৎ সমুচ্ছসন্ (শ্বাসং বিমুঞ্চন্) দীনঃ কালিয়ঃ কৃতাঞ্জলিঃ হরিং (নিজদোষহরং) কৃষ্ণং প্রাহ।

৫৫। মূলানুবাদ ঃ গত-অভিমান কালিয় ইন্দ্রিয় ও প্রাণশক্তি ফিরে পেয়ে কষ্টে সৃষ্টে নিশ্বাস ছেড়ে কৃতাঞ্জলিপুটে ধীরে ধীরে শ্রীহরি শ্রীকৃষ্ণকে সকাতরে বলতে লাগল।

৫৪। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ স স্তুতিমাত্রপ্রীতঃ শ্রীবৃন্দাবন স্বচ্ছন্দক্রীড়াসুখরসিকো বা ; যদ্বা, পরদুঃখকাতরো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণোঽঙ্ঘ্রিভ্যাং কুট্টনৈঃ প্রহারৈর্ভগ্নশিরসমত এব মূর্চ্ছিতং তত্যাজ॥ জী° ৫৪॥

৫৪। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ ঃ স এই 'স' পদের ধ্বনি, স্তুতিমাত্র প্রীতঃ, বা শ্রীবৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দক্রীড়াসুখরসিক (ভগবান্)। অথবা, পরদুঃখ কাতর **ভগবান্—শ্রীকৃষ্ণ অঙ্ঘ্রি ইত্যাদি**—পদাঘাতের চোটে ভগ্নশির, অতএব মূর্চ্ছিত কালিয়কে ছেড়ে দিলেন॥ জী° ৫৪॥

৫৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অঙ্ঘ্রিভ্যাং কুট্টনৈঃ প্রহারৈর্ভগ্নশিরসং কালিয়ং তত্যাজ, তচ্ছীর্ষেভ্যঃ সদ্যঃ এবাবপ্লুত্য তদগ্রে তস্থাবিত্যর্থঃ॥ বি° ৫৪॥

৫৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পদাঘাতের চোটে ভগ্নশির কালিয়কে শ্রীকৃষ্ণ ছেড়ে দিলেন—কালিয়ের মস্তক থেকে সহসা লাফ দিয়ে নেমে তার সম্মুখে বিরাজমান হলেন॥ বি° ৫৪॥

৫৫। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ নিজদুর্ম্মদাদিদোষং হরতীতি হরিং, যতঃ কৃষ্ণং সাক্ষাদ্-ভগবন্তম্। দীনো গতাভিমান আর্ত্তো বা ; আর্ত্তত্বাদেবাশক্ত্যা পত্নীবন্ন দণ্ডবৎ প্রণনামেতি জ্ঞেয়ম্। প্রকৃষ্টং দীনজনানাং বক্তুমুচিতমাহেতি ; অতো ভগবতি নিজদোষারোপণমিব যৎ করিষ্যতে, তদপি দৈন্যেনৈব স্বস্য তদধীনতায়ামেব তাৎপর্য্যাৎ॥ জী° ৫৫॥

৫৫। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ ঃ হরিম্—নিজের ক্রোধোন্মত্ততাদি দোষ হরণ করলেন বলে কালিয় সম্বন্ধে 'হরি' পদের প্রয়োগ। **কৃষ্ণং**—সাক্ষাৎ ভগবান্। **দীনঃ**—গত-অভিমান, বা আর্ত। আর্তত্ব হেতুই পত্নীদের মত প্রণাম করলেন না, এরূপ বুঝতে হবে। **প্রাহ—'প্র'** প্রকৃষ্টভাবে বললেন—দীনজনদের যে ভাবে বলা উচিত, সেই ভাবে বললেন। অতঃপর ভগবানে নিজের দোষ যা আরোপণবৎ করল তাও দৈন্যেই—নিজের কৃষ্ণ অধীনতাতেই তাৎপর্য হেতু॥ জী° ৫৫॥

৫৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কৃচ্ছ্রাদিতি কষ্টাদেব কথঞ্চিৎ কৃতাঞ্জলিঃ সর্ব্বাঙ্গব্যথাবত্ত্বাৎ, নতু ভূমৌদণ্ডবন্নিপত্য প্রণামসমর্থ ইতি ভাবঃ॥ বি° ৫৫॥

৫৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কৃচ্ছ্রাৎ—কষ্টেই কথঞ্চিৎ কৃতাঞ্জলি-সর্বাঙ্গ ব্যথায় জর্জরিত থাকা হেতু—ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হয়ে প্রণামে অসমর্থ, এরূপ ভাব॥ বি° ৫৫॥

৫৬। বয়ং খলাঃ সহোৎপত্ত্যা তামসা দীর্ঘমন্যবঃ।
স্বভাবো দুস্ত্যজো নাথ লোকানাং যদসদ্গ্রহঃ॥
৫৭। ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং ধাতর্গুণবিসর্জ্জনম্।
নানাস্বভাববীর্য্যৌজো-যোনিবীজাশয়াকৃতি॥

৫৬। **অন্বয়ঃ** নাথ! বয়ং উৎপত্ত্যা সহ (জাতিস্বভাবেনৈব) খলাঃ তামসাঃ দীর্ঘমন্যবঃ (অত্যন্ত-ক্রোধনস্বভাবাশ্চ) যৎ লোকানাং অসদ্গ্রহঃ (অসতি অভিনিবেশো যস্য ভবতি সঃ) স্বভাবঃ দুস্ত্যজঃ [এব ভবতি]।

৫৭। **অন্বয়ঃ** ধাতঃ! নানাস্বভাববীর্য্যৌজোযোনিবীজাশয়াকৃতি (বহুবিধাঃ স্বভাবদেহশক্তিঃ ইন্দ্রিয় শক্তিঃ মাতৃশক্তিঃ পিতৃশক্তিঃ বাসনা রূপঞ্চ যস্য তথাবিধং) গুণবিসর্জ্জনম্ (গুণৈঃ বিবিধা সৃষ্টির্যস্য তৎ) ইদং বিশ্বং ত্বয়া সৃষ্টং।

৫৬। **মূলানুবাদঃ** হে নাথ! খল আমরা জাতি স্বভাবেই তামসিক-প্রকৃতি ও ক্রোধোন্মত্ত। লোকের স্বভাব দুস্ত্যজ, কারণ বিরুদ্ধ বলে জানলেও রাগদ্বেষের গ্রহণ বিদ্বানদেরও হয়ে যায়. আমাদের কথা আর বলবার কি আছে।

৫৭। **মূলানুবাদঃ** হে বিধাতা! গুণজাত নানাবিধ স্বভাব, বীর্য, ওজ, যোনি, বীজ, আশয় এবং আকৃতি সমন্বিত এই বিশ্ব আপনিই সৃষ্টি করেছেন।

৫৬। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ** তথৈবাহ—বয়মিতি চতুর্ভিঃ। উৎপত্ত্যা সহ জাতিস্বভাবেনৈবেত্যর্থঃ। নাথ হে ঈশ্বরেতি—তমপি ত্বং খণ্ডয়িতুং সমর্থোঽসীতি ভাবঃ॥ জী° ৫৬॥

৫৬। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ** সেই কথাই বলা হচ্ছে—বয়ম ইতি চারটি শ্লোকে। **সহোৎপত্ত্যা**—উৎপত্তি সহ অর্থাৎ জাতি স্বভাবেই। (আমরা তামসিক স্বভাব)। **নাথ**—হে ঈশ্বর—এখানে ঈশ্বর পদের ধ্বনি—ইহা দুস্ত্যজ হলেও আপনি খণ্ডন করতে সমর্থ, এরূপ ভাব॥ জী৫৬॥

৫৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** যদ্যতোঽসতো বিরুদ্ধত্বেন জ্ঞাতস্যাপি রাগদ্বেষাদের্গ্রহো গ্রহণং বিদুষমপি কিং পুনর্মূঢ়ানামস্মাকমিতি ভাবঃ॥ বি° ৫৬॥

৫৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ যদসদ্গ্রহ**—'যৎ' যেহেতু বিরুদ্ধ বলে জানলেও এই রাগ-দ্বেষের গ্রহণ বিদ্বানগণের দ্বারাও হয়ে থাকে মূঢ় আমাদের কথা আর বলবার কি আছে॥ বি° ৫৬॥

৫৭। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ** তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—ত্বয়েতি সার্দ্ধেন। ননু ব্রহ্মণা সৃজ্যতে, ন তু ময়েত্যাশঙ্ক্যাহ—হে ধাতরিতি। ত্বমেব তদ্রূপেণ সৃজসীতি ভাবঃ। স্বভাবঃ শান্তত্বাদিঃ, বীর্য্যৌজসোর্দেহেন্দ্রিয়শক্তিভেদেন ভেদঃ, যোনিবীজয়োর্মাতাপিতৃভেদেন ভেদঃ, আশয়ো বাসনা, আকৃতী রূপম্॥ জী° ৫৭॥

৫৮। বয়ঞ্চ তত্র ভগবন্ সর্পা জাত্যুরুমন্যবঃ।
কথং ত্যজামস্ত্বন্মায়াং দুস্ত্যজাং মোহিতাঃ স্বয়ম্॥

৫৯। ভবান্ হি কারণং তত্র সর্ব্বজ্ঞো জগদীশ্বরঃ।
অনুগ্রহং নিগ্রহং বা মন্যসে তদ্বিধেহি নঃ॥

৫৮। অন্বয়ঃ ভগবন্! বয়ং তত্র জাত্যুরুমন্যবঃ (জাতিস্বভাবেনৈব অত্যন্তকোপন স্বভাবাঃ) সর্ব্বা [সর্পাঃ], [অতঃ] দুস্ত্যজাং ত্বন্মায়াং মোহিতাঃ স্বয়ং (নিজশক্ত্যৈব) কথং ত্যজামঃ।

৫৯। অন্বয়ঃ ভবান্ হি সর্ব্বজ্ঞঃ জগদীশ্বরঃ কারণং তত্র (তন্মায়াত্যাগে) নঃ (অস্মান্ প্রতি) অনুগ্রহং নিগ্রহং বা [যৎ] মন্যসে (কর্ত্তুমিচ্ছসি) তৎ বিধেহি (কুরু)।

৫৮। মূলানুবাদঃ হে সর্বেশ্বর! এই বিশ্বে আমরা জাতিগত ভাবেই বহু কোপান্বিত, কাজেই অন্যেরও দুস্ত্যজ্য আপনার মায়া আমরা নিজে নিজেই কি করে ত্যাগে সমর্থ হব।

৫৯। মূলানুবাদঃ মায়া ত্যাগ বিষয়ে আপনিই একমাত্র কারণ। অতএব আমাদের প্রতি অনুগ্রহ নিগ্রহ যেরূপ আপনার ইচ্ছা, সেরূপ করুন।

৫৭। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ কৃষ্ণ যে সমর্থ, সে কথাই প্রকাশ করে বলছেন, ত্বয়া ইতি দেড় শ্লোকে। আচ্ছা ব্রহ্মাই তো সৃষ্টিকর্তা আমি তো নই, এই পূর্বপক্ষ আশঙ্কা করে বলা হচ্ছে—হে ধাতঃ ইতিঃ। আপনিই ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করেন, এরূপ ভাব। **স্বভাব**—শান্ত অশান্ত ইত্যাদি বীর্য ওজের ভেদ—দেহ-ইন্দ্রিয়ের শক্তি ভেদে। যোনি-বীজের ভেদ, মাতা পিতার ভেদে। **আশয়**—বাসনা। **আকৃতি**—রূপ॥ জীঃ ৫৭॥

৫৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ গুণৈর্বিবিধং সজ্জনং সৃষ্টির্যত্র তৎ। বিবিধত্বমাহ,—নানা স্বভাবাদয়ো যস্য তৎ॥ বিঃ ৫৭॥

৫৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ গুণবিসর্জনম্—গুণের দ্বারা বিবিধ সৃষ্টি যথায়, সেই বিশ্ব। সৃষ্টির বিবিধত্ব বলা হচ্ছে—নানা স্বভাবাদি যার, সেই বিশ্ব॥ বিঃ ৫৭॥

৫৮। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ ভগবন্ হে সর্ব্বেশ্বরেতি—স্বকর্ম্মণৈব সর্পা ইতি পক্ষো নিরস্তঃ, কর্ম্মণামপীশ্বরত্বাৎ; তস্মাদস্বাতন্ত্র্যেণৈবাপরাধোঽয়ং জাত ইতি ভাবঃ। অতঃ কথমপি অন্যৈরপি দুস্ত্যজাম্॥ জীঃ ৫৮॥

৫৮। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ ভগবন্—হে সর্বেশ্বর! নিজকর্ম ফলেই সর্পত্ব প্রাপ্তি, এই সিদ্ধান্ত নিরস্ত হল, কারণ আপনি সর্বেশ্বর বলে কর্মেরও ঈশ্বর। সেই হেতু পরবশেই অর্থাৎ আপনার দ্বারা চালিত হয়েই এই অপরাধে পড়ে গিয়েছি, এরূপ ভাব। **কথং ত্যজাম্**—অতএব কোন্ প্রকারেই বা অন্যেরও দুস্ত্যজ্য আপনার মায়া ত্যাগে সমর্থ হব॥ জীঃ ৫৮॥

৫৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ জাত্যা জন্মনৈব বহুকোপাঃ॥ বিঃ ৫৮॥

শ্রীশুক উবাচ।

৬০। ইত্যাকর্ণ্য বচঃ প্রাহ ভগবান্ কার্যমানুষঃ।
নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প সমুদ্রং যাহি মা চিরম্।
স্বজ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যো গোনৃভির্ভুজ্যতে নদী॥

৬০। **অন্বয় ঃ** শ্রীশুক উবাচ—কার্য্যমানুষঃ (জগদ্ধিতং তদর্থং মানুষরূপেণ প্রকটো যো ভগবান্) ভগবান্ ইতি বচঃ (বাক্যং) আকর্ণ্য আহ, সর্প ! অত্র ত্বয়া ন স্থেয়ং মাচিরং (অচিরাদেব) স্বজ্ঞাত্যপত্য-দারাঢ্যঃ (জ্ঞাতিকুটুম্বপুত্রপত্ন্যাদি সহ) সমুদ্রং যাহি [ইয়ং] নদী (যমুনা নদী) গোনৃভিঃ ভুজ্যতে (যমুনা তটস্থিতঘাসপত্রফলজলাদিকম্ উপভুজ্যতে)।

৬০। **মুলানুবাদ ঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজা পরীক্ষিৎ ! লীলাময় মানুষ শ্রীকৃষ্ণ কালি-য়ের স্তুতিবাক্য শুনে বলতে লাগলেন—হে সর্প ! তুমি আর এখানে থেকো না। শীঘ্র নিজ জ্ঞাতি, পুত্র ও স্ত্রীগণের সহিত সমুদ্রে চলে যাও। গো-গোপগণ সকলে এই যমুনা নদীর জল ব্যাবহার করে থাকে।

৫৯। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ** স্বয়ং ত্যাগাশক্তৌ হেতুর্ভবানিতি। ত্বয়া হেতুনৈব সা ত্যাজ্যা স্যাদিত্যর্থঃ। মন্যসে যমিচ্ছসি তমেব বিধেহীত্যর্থঃ; তত্র সর্ব্বং নিজমায়াবৈভবাদিকমস্মাকঞ্চ দৈন্যাদিকং জানাসীতি সর্ব্বজ্ঞ ইত্যনুগ্রহে হেতুঃ—জগদীশ্বরঃ পরমস্বতন্ত্র ইতি চ নিগ্রহে; তথা চ বিষ্ণু-পুরাণে—'যথাহং ভবতা সৃষ্টঃ' ইত্যাদি। অন্যৈস্তৈঃ। যদ্বা, সর্ব্বজ্ঞ ইত্যনুগ্রহনিগ্রহয়োঃ কারণং বেৎসি। জগদীশ্বর ইতি—তয়োরেকং বিধেহীতি বাক্যার্থঃ। তত্র চ জগদীশ্বর ইতি—সত্যপি নিগ্রহকারণেঽনুগ্রহমপি কর্ত্তুং শক্নোষীতি ভাবঃ॥ জী° ৫৯॥

৫৯। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ ঃ** স্বয়ং ত্যাগে অসামর্থ্যের হেতু আপনি। কারণ-রূপী আপনার কৃপাতেই মায়া ত্যাগ হতে পারে॥ জী° ৫৯॥

৫৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তত্র মায়াত্যাগে॥ বি° ৫৯॥

৫৮-৫৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ জাত্যা**—জাতিগত ভাবেই বহু কোপান্বিত। **তত্র**—মায়া ত্যাগে॥ বি° ৫৮-৫৯॥

৬০। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ** ইত্যাকর্ণ্যেত্যর্দ্ধকম্। ময়া যদাদিশ্যতে, তদনেনাবশ্যং কার্য্যমিতি তদুক্ত ভিপ্রায়ং জ্ঞা ত্বত্যর্থঃ। কার্য্যং জগদ্ধিতং, তদর্থ স্বেন মানুষরূপেণ প্রকটো যো ভগবান্; যদ্বা, ক্রীড়া, মনুষ্যলীলয়ৈব মানুষঃ, ন তু তদ্বদ্ভৌতিকদেহবিশেষত্বেনেত্যর্থঃ; যদ্বা, কার্য্যা নিজপ্রেমভক্তি-বিস্তারণাদিনা সম্পাদ্যা মানুষা যেন, মানুষেষ্ববতারেণ তেষামেব প্রাধান্যাৎ। অতস্তস্য মূলস্থানে শ্রীবৃন্দাবনে সর্পাণাং স্থিতিরনুচিতেতি ভাবঃ। যদ্বা, কাৎ ব্রহ্মণোঽপি আর্য্যাঃ পূজ্যতমা মানুষাঃ শ্রীনন্দাদয়ো যস্য সঃ, এবং তেষাং সুখার্থমিতি ভাবঃ। হে সর্পেতি—তত্র স্থিত্যযোগ্যতাং, যানে শক্তিঞ্চ দর্শয়তিঃ; অতএব স্বস্য জ্ঞাত্যাদিভির্যুক্ত ইতি। স্ব শব্দেন তেষাং তাদৃশত্বর্বিষময়ত্বং, তদধীনত্বঞ্চ সূচিতম্॥ জী° ৬০॥

৬১ য এতৎ সংস্মরেন্মর্ত্ত্যস্তুভ্যং মদনুশাসনম্।
কীর্ত্তয়ন্নুভয়োঃ সন্ধ্যোর্ন যুষ্মদ্ভয়মাপ্নুয়াৎ ॥

৬১। **অন্বয় ঃ** যঃ মর্ত্ত্যঃ (মরণধর্ম্মাজীবঃ) উভয়োঃ সন্ধ্যোঃ (সায়ং প্রাতশ্চ) তুভ্যং (ত্বাং প্রতি) এতৎ মদনুশাসনম্ কীর্ত্তয়ন্ সংস্মরেৎ [সঃ] যুষ্মদ্ভয়ং ন আপ্নুয়াৎ।

৬০। **মূলানুবাদ ঃ** যে মনুষ্য সকাল-সন্ধ্যা তোমার প্রতি আমার এই আদেশ কীর্তন করতে করতে স্মরণ করবে, সর্পকুল থেকে তাঁর আর কোনও ভয় থাকবে না।

৬০। **শ্রীজীব বৈং-তোষণী টিকানুবাদ ঃ** ইত্যাকর্ণ—এই কথা শুনে, এই বাক্যের ধ্বনি—আমি যা আদেশ করব, তা এ অবশ্য পালন করবে, এইরূপ তার উক্তির অভিপ্রায় বুঝতে পেরে। **কার্য্য-মানুষঃ ভগবান্**—'কার্য্যং' জগতের হিত, এরজন্য নিজ মানুষরূপে এই জগতে প্রকট ভগবান্। অথবা 'কার্য্যং' ক্রীড়া, মনুষ্যলীলা দ্বারাই মানুষ ; কিন্তু মানুষের মত ভৌতিক দেহ বিশেষত্বের দ্বারা নয়। অথবা, 'কার্য্যা' নিজ প্রেমভক্তি বিস্তরণাদি দ্বারা মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব সম্পাদন করা কার্য যার সেই ভগবান্—মানুষের মধ্যে অবতারে তাদেরই প্রাধান্য হেতু। অতএব তাঁর মূলস্থান শ্রীবৃন্দাবনে সর্পদের স্থিতি অনুচিত, এরূপ ভাব। অথবা, ক+আর্য—'কাৎ' ব্রহ্মা থেকেও পূজ্যতমা 'মানুষাঃ' শ্রীনন্দাদি যার নিজজন সেই ভগবান্, এইরূপে এই পদের ধ্বনি, তাঁদের সুখের জন্য তোমরা চলে যাও। **হে সর্প**—এই সম্বোধনের দ্বারা সমুদ্রে বাসের যোগ্যতা এবং সেখানে যাওয়ার শক্তি দেখান হল। অতএব বলা হল নিজের জ্ঞাতি প্রভৃতি সমন্বিত হয়ে যাও। 'স্ব' পদের তাদেরও তাদৃশ বিষময়ত্ব ও তার অধীনতা সূচিত হল॥ জী° ৭০॥

৬০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কার্য্যেষু ব্রহ্মরুদ্রাদ্যিষ্করেষ্বপি কালিয়নিগ্রহাদি কর্ম্মসু মানুষ এব নতু তত্তৎকৃত্যসমুচিতচক্রপাণ্যাদিরূপ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, কার্য্যং ক্রীড়া লীলা তয়ৈব মানুষঃ লীলাময়মানুষস্বরূপ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, কস্য ব্রহ্মণোঽপ্যাশ্চর্য্যশ্চাসৌ মানুষশ্চেতি সঃ। যদ্বা, কার্য্যং মানুষস্যেব যস্য সঃ॥ যতো-গোভির্ণ্ভিশ্চ নদী ভুজ্যতে তটপ্রবাহাগত ঘাসপত্রফলজলানাং ভোগৌচিত্যাৎ॥ বি° ৬০॥

৬০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কার্যমানুষঃ**—'কার্যেষু' কালিয়-নিগ্রহ কর্মটি ব্রজরুদ্রাদির দুষ্কর হলেও এতে মানুষ রূপেই থাকল—সেইসেই কৃত্য-সমুচিত চক্রপাণি প্রভৃতি রূপ নিতে হল না। অথবা 'কার্যং' ক্রীড়া, লীলা, তার দ্বারা মানুষ অর্থাৎ লীলাময় মানুষ স্বরূপ। অথবা, 'কস্য' ব্রহ্মারও আশ্চর্যস্বরূপ যিনি, তিনিই আবার মানুষ এইরূপ ভগবান্। অথবা, মানুষের মধ্যে যার কার্য সেই ভগবান্ বললেন চলে যাও, কারণ গো-গোপগণ এই যমুনা নদী ব্যাবহার করে, কারণ যমুনার তটভূমির ঘাসপত্রজল ভোগের যোগ্য॥

৬১। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ** ত্বাং প্রতি মমানুশাসনং 'নাত্র স্থেয়ম্' ইত্যাদিলক্ষণমপি, অস্তু তাবদত্র ক্রীড়াদিকং, সন্ধ্যোঃ সন্ধ্যয়োঃ, কীর্ত্তয়ন্ যঃ স্মরেৎ। তদেবং 'নাত্র' ইত্যাদিপদ্যদ্বয়ং সর্পোচ্চাটনে মন্ত্র এব জ্ঞেয়ঃ। তথা চ ঋগ্বেদস্থং মন্ত্রান্তরম্—'যমুনাহ্রদে হি সো জাতো যো নারায়ণবাহনঃ। যদি কালিকদন্তস্য যদি কাকালিকাদ্ভয়ম্। জন্মভূমিপরিক্রান্তো নির্ব্বিষো যাতি কালিকঃ॥' ইতি॥ জী° ৬১॥

৬২। যোঽস্মিন্ স্নাত্বা মদাক্রীড়ে দেবাদীংস্তর্পয়েজ্জলৈঃ।
উপোষ্য মাং স্মরন্নর্চ্চেৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

৬২। **অন্বয়ঃ** যঃ অস্মিন্ মদাক্রীড়ে (মদীয় বিহার স্থানে) স্নাত্বা জলৈঃ দেবাদীন্ তর্পয়েৎ উপোষ্য (উপবাসং কৃত্বা) স্মরণ অর্চ্চেৎ [সঃ] সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

৬২। **মূলানুবাদঃ** যিনি আমার বিহার স্থান এই হ্রদে স্নান করে এই জলে দেবতা প্রমুখকে তর্পন করবেন এবং উপাস করত ধ্যান পরায়ণ হয়ে আমার অর্চন করবেন তিনি সর্বপাপ হতে বাসনা রহিত ভাবে মুক্ত হবেন।

৬১। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ এতৎ**—কালিয়ের প্রতি আমার অনুশাসন—'এই হ্রদে থেকো না', ইত্যাদি লক্ষণ আদেশ দূরে থাকুক, ঐ হ্রদের তাবৎ লীলাদিই যিনি সকাল সন্ধ্যা কীর্তন করতে করতে স্মরণ করবেন। এইরূপে 'নাত্র' ইত্যাদি পদ্যদ্বয় সর্প-তাড়াবার মন্ত্র বলে জানতে হবে। তথা চ, ঋগ্‌বেদস্থ অন্য মন্ত্র—"যমুনা হ্রদে হি" ইত্যাদি॥ জী০ ৬১॥

৬১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তবপাদস্পর্শে মম চ ত্বদ্দণ্ড ইত্যাবয়োঃ কীর্ত্তিরাচন্দ্রার্কং স্থাস্যতীত্যাহ,—য ইতি। ন যুষ্মত্তো ভয়মাপ্নুয়াদিতি, তেন পদ্যদ্বয়মিদং সর্পোচ্চাটনে মন্ত্র এব জ্ঞেয়ম্। তথাচ ঋগ্বেদস্থ মন্ত্রান্তরং—"যমুনাহ্রদে হি সো বাতো যো নারায়ণবাহনঃ। যদি কালিক দন্তস্য যদি কাকালিকাদ্ভয়ং। জন্মভূমিপরিক্রান্তো নির্বিষো যাতি কালিকঃ" ইতি॥ বি০ ৬১॥

৬১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** আপনার পাদস্পর্শে আমার এই দণ্ড, আমাদের এইরূপ কীর্তি চন্দ্রসূর্য যতদিন আছে ততদিন থাক্ এই আশয়ে বলা হচ্ছে—য ইতি। "তোমাদের থেকে আর কোন ভয় থাকবে না।" এতে জানতে হবে এই পদদ্বয় সাপ তাড়াবার মন্ত্র। তথা চ ঋক্‌বেদে অন্য মন্ত্র আছে, যথা—"যমুনহ্রদে হি স ইতাদি"॥ বি০ ৬১॥

৬১। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ** জলৈস্তর্পয়েদিতি বিষোদ-দোষাপগমঃ সূচিতঃ। উপোষ্য তীর্থোপবাসং কৃত্বা মাং চিন্তয়ন্ অর্চ্চয়েৎ, স সর্ব্বৈস্ত্রিবিধৈঃ পাপৈঃ প্রকর্ষেণ বাসনারাহিত্যেন মুচ্যতে।জী৬২॥

৬২। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ** 'জলের দ্বারা তর্পন করবে' এ বাক্যে যমুনা জলের বিষক্ত হওয়া দোষ চলে যাওয়াই সূচিত করছে। **উপোষ্য**—তীর্থোপবাস করত আমাকে যে ধ্যান করে অর্চনা করবে, সে **সর্বপাপৈঃ**—ত্রিবিধ পাপ থেকে **প্রমুচ্যতে**—'প্র' প্রকর্ষের সহিত অর্থাৎ বাসনা-রহিত ভাবে মুক্তি পাবে॥ জী০ ৬২॥

৬২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ইতোঽপি হেতোস্ত্বায়া নির্গন্তব্যমেবেত্যাহ,—যোঽস্মিন্নিতি। ত্বয়ি স্থিতে তন্ন সম্ভবতীতি ভাবঃ॥ বি০ ৬২॥

৬২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** এই সব কারণেও তোমাকে এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে,

৬৩। দ্বীপং রমণকং হিত্বা হ্রদমেতমুপাশ্রিতঃ।
যদ্ভয়াৎ স সুপর্ণস্ত্বাং নাদ্যান্মৎপাদলাঞ্ছিতম্ ॥

শ্রীঋষিরুবাচ

৬৪। মুক্তো ভগবতা রাজন্ কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
তং পূজয়ামাস মুদা নাগপত্ন্যশ্চ সাদরম্ ॥

৬৩। **অন্বয়ঃ** যদ্ভয়াৎ রমণকং দ্বীপং হিত্বা (ত্যক্ত্বা) এতং হ্রদং উপাশ্রিতঃ সঃ সুপর্ণঃ (গরুড়ঃ) মৎপাদলাঞ্ছিতং ত্বাং ন অদ্যাৎ (নৈব ভক্ষয়েৎ)।

৬৪। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ—রাজন্! অদ্ভুতকর্ম্মণা ভগবতা কৃষ্ণেন মুক্তঃ নাগঃ (কালিয়ঃ) পত্ন্যশ্চ (তস্য পত্ন্যশ্চ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) সাদরং পূজয়ামাস।

৬৩। **মূলানুবাদঃ** যে গরুড়ের ভয়ে তুমি রমণক দ্বীপ ত্যাগ করে এই স্বল্প পরিসার হ্রদ আশ্রয় করেছ, সেই গরুড় আমার পদলাঞ্ছিত তোমাকে আর অতঃপর খাবে না।

৬৪। **মূলানুবাদঃ** সর্বদর্শী শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজা পরীক্ষিৎ! অদ্ভুতকর্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মুক্ত সেই কালিয় ও তৎপত্নীগণ তখন সাদরে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেছিল।

এই আশয়ে বলা হচ্ছে—যোঽস্মিন্নিতি। এই জলে লোকে তর্পণ করে অর্চনাদি করবে, তুমি থাকলে এ সম্ভব হবে না ॥ বি° ৬২ ॥

৬৩। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ** রময়তীতি রমণং, সংজ্ঞায়াং কন্; ইতি সুখকারিত্বম্, এতচ্চ তংপ্রোৎসাহনার্থম্, এতৎ কিঞ্চিদধিকযোজনমাত্রম্; তদ্দীপাৎ প্রমাণেন স্বল্পতরমিত্যর্থঃ। উপাশ্রিত ইতি নিত্যাবাসত্বং নিরস্তং, নাদ্যাৎ নাত্তুং শক্নুয়াৎ, যতো মৎপাদেতি। তচ্চ পূর্ব্বমেব নৃত্যগতিবিলাসেন কিংবা অধুনৈব প্রসাদীকৃতম্ ॥ জী° ৬৩ ॥

৬৩। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ রমণকং**—'রমণক' নামক দ্বীপ—'রময়তি' ইতি রমণ, এইরূপে এই দ্বীপের সুখ কারিত্ব বুঝানো হল—এও তাঁকে উৎসাহিত করার জন্য। **এতং**—এই হ্রদ তো কিঞ্চিৎ অধিক ৮ মাইল মাত্র—রমণক দ্বীপ থেকে মাপে অনেক ছোট। **উপাশ্রিত** একটা অবলম্বন হিসাবে অস্থায়ীভাবে গ্রহণ, এতে নিত্য বাসস্থান হিসাবে গ্রহণ নিরস্ত হল। **ন আদ্যাৎ**—খেয়ে ফেলতে সমর্থ হবে না, কারণ আমার পদচিহ্ন তোমার মস্তকে দেখলেই সরে যাবে। সেই পদচিহ্নও পূর্ব-কল্পের নৃত্যগীত বিলাসে কিম্বা অধুনাই অনুগ্রহ করে এঁকে দেওয়া হয়েছে ॥ জী° ৬৩ ॥

৬৩ **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** নচ তে গরুড়াদ্ভয়ং ভাবীত্যাহ,—দ্বীপমিতি ॥ বি° ৬৩ ॥

৬৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** তোমরা গরুড় থেকেও আর ভয় করো না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দ্বীপম্ ইতি ॥ বি° ৬৩ ॥

৬৪। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ** মুক্ত ইতি বিসর্জিতস্যানুবাদমাত্রম্। এবমুক্তো ভগবতেতি বা পাঠঃ। অদ্ভুতকর্ম্মণেতি—গৃহীততয়া প্রসিদ্ধোহপ্যসৌ নিজপূর্ব্বসুখ-বসতিস্থানং প্রাপ। যদ্ভয়াৎ তৎ স্থানং তত্যাজ, তস্মাত্তদপগতম্। বিশেষতশ্চ শ্রীবৈষ্ণবাগ্রাস্য তস্য সখ্যং সম্মানঞ্চ শ্রীভগবৎপাদাব্জ-চিহ্নতো জাতম্; কিঞ্চ, ব্রহ্মাদিসেব্যলক্ষ্মী প্রার্থ্য-তৎপাদাব্জরেণুভিস্তাদৃশনৃত্যলীলয়া চ পর্য্যাচিতাঃ সর্বে মুর্দ্ধানঃ সফলা বভূবুঃ'; শ্রীব্রহ্মাদ্যপেক্ষ্য শ্রীভগবদনুশাসনং লব্ধম, তেন চ সাক্ষাত্তন্মধুরবচনামৃতং পীতম্, পশ্চাৎ পরমভক্তবৎ পূজাদিকঞ্চ কৃতমিতীত্থং বহির্দৃষ্ট্যা নিগ্রহস্যাপ্যনুগ্রহবিশেষত্বে ক্রোধস্যাপি পরমপ্রসাদত্ব এব পর্য্যবসানাৎ। অপি চ তাদৃশাপরাধিনোঽপি তত্র দমিতস্যৈব সতো হৃদা শরণাগতিমাত্রেণ তাদৃশানুগ্রহাৎ। 'চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্, নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্' (শ্রীভাঃ ১০।৩১।১১) ইত্যাদিগীয়মানপরমসৌকুমার্য্যশ্রীপদাব্জস্পর্শেন রত্ননিকরাচিত-তন্মূর্দ্ধবর্গচূর্ণনাৎ তাদৃশৈশ্বর্য্যপ্রকটনসময়ে মুনিসিদ্ধাদি শ্রীগোপাদিসাক্ষাদেব মহানৃত্যকৌতুকাৎ। তত্রাপি পরিভ্রমৎ বিলোলৎ ফণগণেষু গতিকলারক্ষণাচ্চ ইতি দিক্; এতচ্চ তস্য ভগবত্তাবিশেষ-প্রকটনমিত্যাহ—ভগবতেতি। ইদঞ্চাশেষং সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ শ্রীশুকদেবোঽবদদিতি শ্রীঋষিঃ সর্ব্বদর্শী উবাচেতি সূতোক্তিশ্চ। রাজন্ হে বুদ্ধ্যাদিনা প্রকাশমানেতি—এতদদ্ভুতকর্ম্মত্বং সহেতুকং ত্বয়াববুধ্যত এবেতি ভাবঃ। নাগঃ কালিয়ঃ, মুদেতি—শ্রীভগবত্তত্তদনুগ্রহানুসন্ধানাৎ। সাদরং সপ্রেম, অতস্তাসাং হস্তৈরেব গন্ধানুলেপনাদিকং জ্ঞেয়ম্॥ জীঃ ৬৪॥

৬৪। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ ঃ মুক্ত**—৫৭ শ্লোকের 'বিসসর্জ্জ' পদের অনুবাদ মাত্র। 'মুক্তো ভগবতা' পাঠের পরিবর্তে 'এবমুক্তো ভগবতা' পাঠও পাওয়া যায়। **অদ্ভুতকর্মণা ইতি**—কৃষ্ণের হস্তে পর্যুদস্ত হওয়া ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হয়েও এই কালিয় নিজের পূর্ব সুখ-বসতিস্থান পেয়ে গেল, ইহাই এক অদ্ভুত কর্ম। যাঁর ভয়ে সেই রমণক দ্বীপ ত্যাগ করেছিল কালিয়, তিনি (গরুড়) সে স্থান থেকে চলে গেলেন। এবং বিশেষ করে শ্রীবৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ তাঁর চিত্তে কালিয়ের প্রতি সখ্য ও সম্মানের ভাব জাত হল, শ্রীভগবৎ পদকমল চিহ্ন থেকে। আরও ব্রহ্মাদি সেব্য, লক্ষ্মীপ্রার্থ্য কৃষ্ণপাদাব্জরেণু এবং নৃত্যলীলাদ্বারা সম্মানিত কালিয়ের মস্তক-সহস্র সফল হয়ে গেল। শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানের যে আদেশের জন্য অপেক্ষামাত্রই করেছিলেন পান নি, সেই আদেশ কালিয় পেল, কালিয় কৃষ্ণের মধুর বচনামৃত পান করল, পরে পরমভক্তবৎ পূজাদিও করল—এইরূপে বহির্দৃষ্টিতে নিগ্রহেরও অনুগ্রহ বিশেষত্বে ও ক্রোধেরও পরমপ্রসাদরূপেই পর্যাবসান হল। এই সবই অদ্ভুত কর্ম,তাই কৃষ্ণকে এখানে অদ্ভুতকর্মা বলা হল। আরও, পদাঘাতে পদাঘাতে দমিত তাদৃশ অপরাধীর হৃদয়ে শরণাগতির ভাব আসা মাত্রই তাত্রই তাদৃশ অনুগ্রহ হেতু,—"হে কান্ত, তুমি যখন পশু চরাতে চরাতে ব্রজ থেকে বনে গমন কর তখন তোমার **কমলের ন্যায় সুকোমল চরণ**।" শ্রীভাঃ ১০।৩১।১১ ইত্যাদি রূপে কীর্তিত পরম সুকুমার শ্রীপাদকমলস্পর্শে রত্ননিকর খচিত কালিয়ের মস্তক চূর্ণন হেতু,—তাদৃশ ঈশ্বর্য প্রকটন সময়ে মুনি সিদ্ধাদি ও শ্রীগোপাদির সাক্ষাৎই মহানৃত্যকৌতুক হেতু,—এর মধ্যেও আবার ভ্রামান, চঞ্চল ফণাসহস্রে গতিকলারক্ষণ হেতু কৃষ্ণ অদ্ভুত কর্মা। এ সব কিছুই কৃষ্ণের ভগবত্তাবিশেষ প্রকটন, তাই বলা হল, ভগবতা ইতি। এবং এই অশেষ লীলা সর্বজ্ঞতা হেতু শ্রীশুকদেব

৬৫। দিব্যাম্বরস্রঙ্মণিভিঃ পরার্দ্ধৈরপি ভূষণৈঃ।
দিব্যগন্ধানুলেপৈশ্চ মহত্যোৎপলমালয়া ॥
৬৬। পূজয়িত্বা জগন্নাথং প্রসাদ্য গরুড়ধ্বজম্।
ততঃ প্রীতোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিক্রম্যাভিবাদ্য তম্ ॥
সকলত্র সুহৃৎপুত্রো দীপমব্ধের্জগাম হ ॥

৬৫। অন্বয়ঃ দিব্যাম্বরস্রঙ্মনিভিঃ (অসাধারণানি বস্ত্রাণি মালাঃ পদ্মরাগাদয়মণয়শ্চ তৈঃ) পরার্দ্ধ্যৈঃ (অমূল্যৈঃ) ভূষণৈঃ অপি দিব্যগন্ধানুলেপৈশ্চ মহত্যা (পরম শোভাশালিনা) উৎপলমালয়া গরুড়ধ্বজং (গরুড় বাহনং) জগন্নাথং (শ্রীকৃষ্ণং) পূজয়িত্বা প্রসাদ্য চ পরিক্রম্য অভিবাদ্য (প্রণম্য চ) ততঃ প্রীতঃ অভ্যনুজ্ঞাতঃ (শ্রীকৃষ্ণেণানুমোদিতশ্চ) সকলত্রসুহৃৎপুত্রঃ অব্ধেঃ (সমুদ্রস্য) দ্বীপং জগাম হ (গতবান্)

৬৫-৬৬। মূলানুবাদঃ তারা দিব্য বস্ত্র মাল্য-রত্ন-অতি উত্তম ভূষণ-দিব্যগন্ধানুলেপন এবং প্রফুল্ল কমলমালিকা দ্বারা গরুড়ধ্বজ জগন্নাথকে পূজা করত তাঁকে প্রসন্ন করল। অতঃপর জাতপ্রেম হয়ে এই জগন্নাথকে বার বার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করত তার অনুমতিক্রমে স্ত্রী-পুত্র-স্বজনগণসহ সমুদ্রস্থ রমণক দ্বীপে চলে গেল।

শ্রীপরীক্ষিতের সভায় বলেছেন, তাই তিনি ঋষি। সর্বদর্শী-ঋষি শ্রীশুদেব বললেন—মুক্তো ভগবতা ইত্যাদি—এবং ইহা পরবর্তীকালে সূত গোসাই তার ভাগবত সভায় বলেছেন। রাজন্—হে বুদ্ধি প্রভৃতিতে দীপ্ত-এই সব অদ্ভুত কর্ম, হেতুর সহিত আপনি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই, এরূপ ভাব। **নাগঃ**—কালিয়। **মুদা**—শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই অনুগ্রহ অনুসন্ধান হেতু। **সাদরং**—সপ্রেম, অতএব তাদের হাতের দ্বারাই গন্ধ অনুলেপনাদি, এরূপ জানতে হবে ॥ জী° ৬৪ ॥

৬৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অদ্ভুতকর্ম্মণেতি কালিয়াদ্ব্রজস্থজীবস্য ত্রাণং কালিয়স্যাপি গরুড়াত্রাণমিতি হিংস্যহিংসকরুভয়োরপি কল্যাণমিত্যদ্ভুতং কর্ম্ম। কৃষ্ণেনেতি স্বভক্তগরুড়াপরাধস্য স্বপ্রিয়ব্রজস্থ জীবাপরাধস্য চ কর্ষণং পরমভক্তকালিয়পত্নী প্রীত্যনুরোধাৎ কৃতমিতি ভাবঃ ॥ বি° ৬৪ ॥

৬৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অদ্ভুত কর্মণা—কালিয় থেকে ব্রজের জীবের ত্রাণ, গরুড় থেকে কালিয়ের ত্রাণ—এইরূপে যাকে হিংসা করা হচ্ছে ও যে হিংসা করছে, এই উভয়েরই কল্যাণ—ইহা এক অদ্ভুত কর্ম। **কৃষ্ণেন**—স্বভক্তগরুড়ের প্রতি ও সপ্রিয় ব্রজস্থ জীবের প্রতি যে অপরাধ, তার 'কর্ষণ' আকর্ষণ কৃষ্ণের দ্বারা কৃত হল, ভক্ত কালিয় পত্নীদের প্রীতির অনুরোধে, এরূপ ভাব ॥ বি° ৬৪ ॥

৬৫-৬৬। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ দিব্যেতি সার্দ্ধদ্বয়ম্। দিব্যেত্যাদিবিশেষণৈর্মার্ত্ত্যলৌকিকতো বৈশিষ্ট্যম্, অতএব মাল্যাদীনাং বিষদোষস্পর্শাদিকঞ্চ জ্ঞেয়ম্; প্রায়স্তেষাং সঙ্কল্পসিদ্ধত্বঞ্চ। জগতাং নাথং পূজয়িত্বেতি তৎপূজয়ৈবেহ লোকে পরত্র চ জগতি সর্ব্বত্রৈব স্বতো মঙ্গলং বৃত্তমিতি। গরুড়ধ্বজং প্রসাদ্যেতি—শ্রীগরুড়াদপি ভয়ং নিবৃত্তমিতি ভাবঃ। প্রীতঃ সন্তুষ্টমনাঃ, যদ্বা, তস্মিন্ প্রীতঃ জাতপ্রীতঃ।

যদ্যপি তস্য গমনেন কলত্রাদিসহিতস্যৈব তস্য গমনং স্বত এব সম্ভবতি, তথাপি সকলত্রেতি, জ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্য ইতি শ্রীভগবন্নির্দ্দেশানুবর্ত্তিত্বং জ্ঞাপিতম্। হ স্ফুটমেব ॥ জী০ ৬৫-৬৬ ॥

৬৫ ৬৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** দিব্য ইতি আড়াই শ্লোকে পূর্ব শ্লোকে কথিত পূজাদির বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। **দিব্যাম্বর**—'দিব্য' ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা জাগতিক লৌকিক থেকে বৈশিষ্ট্য, অতএব এই মাল্যাদির বিষদোষ স্পর্শ রাহিত্য বুঝতে হবে। এই সব মাল্যাদি প্রায় সঙ্কল্পের সিদ্ধিদায়ী গুণ সম্পন্ন।

জগন্নাথং ইত্যাদি—জগতের নাথ কৃষ্ণকে পূজা করত—এই পূজা দ্বারাই ইহলোকে ও পরলোকে জগতের সর্বত্রই স্বতো মঙ্গল হয়ে থাকে। **গরুড়ধ্বজম্ প্রসাদ্য**—যাঁর রথের পতাকায় গরুড় মূর্তি অঙ্কিত তিনি হলেন গরুড়ধ্বজ অর্থাৎ কৃষ্ণ। গরুড়ধ্বজ নামটি এখানে উল্লেখের কারণ হল, এঁর প্রসন্নতায় গরুড় থেকে ভয় নিবৃত্ত হয়ে গেল, এরূপ ভাব। **প্রীতঃ**—সন্তুষ্টমনা ; অথবা, জগন্নাথে জাত প্রেম। **সকলত্র সুহৃৎ**—যদিও কালিয়ের গমনেই কলত্রাদি সহিতই তাঁর গমন স্বতোই ঘটিতে পারে, তথাপি 'সকলত্র' বাক্যটি এখানে ব্যাবহারে বিখ্যাপিত হল, পূর্বে ৬০ শ্লোকে 'স্বজ্ঞাত্য' ইত্যাদি রূপ যে শ্রীভগবানের নির্দেশ তা যথাযথ পালন করা হল। **হ**—প্রকাশ্য ভাবেই সকলের চোখের সামনেই চলে গেল ॥ জী০ ৬৫-৬৬ ॥

৬৫-৬৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সাদরমিতি পূর্ব্বশ্লোকোক্তেঃ। হে প্রভো, তুষ্টতায়াঃ পরমাবধিরূপে ময়ি কৃপায়াঃ পরাবধিরর্পিতঃ ত্বয়া যদহো প্রাকৃতাপ্রাকৃতলোকেষু মদন্যঃ কেঽপি ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিচিহ্নানি স্বমূর্দ্ধনি ন ধত্তে ; তদহং সাম্প্রতং শ্রীমদঙ্গানি মদ্দন্তদংশোত্থবিষদাহতপ্তানি সুগন্ধশীতলচন্দনরসেন সস্ত্রীক এব পাণিভিঃ স্পৃশন্। নন্বু লিম্পানি শৃঙ্গারজানি চেত্যতঃ ক্ষণমত্রৈব দিব্যাসনে উপবিশেত্যুপবেশ্য স্ববাঞ্ছিতং পূরয়িত্বা লব্ধভগবৎপ্রসাদস্ততো নির্জগামেত্যাহ,—দিব্যেতি সার্দ্ধদ্বয়েন। মণিভিরিতি কৃষ্ণপ্রাদুর্ভাবকালে তদ্বক্ষঃস্থ এবাসীৎ যঃ কৌস্তুভঃ স এবাতস্য নরলীলত্বশোভাব্যাঘাতাভাবার্থম্। তদেবালক্ষিতং কালিয়কোষাগারমধ্যে প্রবিষ্টোঽভূৎ। অতএব বহুরত্নালঙ্কারপ্রদানসময়ে কালিয়পত্নীভিরপরিচিত এব স্বীয়রত্নবিশেষজ্ঞানেন কৌস্তুভো দত্তঃ। যদুক্তং "কৌস্তুভাখ্যো মণির্যেন প্রবিশ্য হ্রদমৌরগম্। কালীয়প্রেয়সীবৃন্দহস্তৈরাত্মোপহারিতঃ" ইতি গণোদ্দেশদীপিকায়াম্ ॥

প্রসাদ্যেতি ভগবানপি কালিয়মূর্দ্ধস্বভয়হস্ততলনিধানেন তদীয়সর্ব্বাঙ্গব্যথামুপশময়ামাসেতি ভাবঃ। গরুড়ধ্বজং প্রসাদ্যেতি ভো গরুড়বাহন, প্রভো, সম্প্রত্যহং গরুড়স্য জ্যেষ্ঠভ্রাতুর্দাসোঽভূবং অতঃ কদাচিদ্দূরদেশস্য গন্তব্যত্বে সত্যহমপি স্বগাহনত্বেন স্মর্ত্তব্যো নিমেষমাত্রেণৈব শতকোটিযোজনগামী দাসানুদাস ইতি তদুক্তির্গম্যতে ॥ বি০ ৬৫-৫৬ ॥

৬৫-৬৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সাদরম্ ইতি**—পূর্ব ৬২ শ্লোকের 'যে আমার স্মরণ পূজা করবে' ইত্যাদি উক্তি অনুসারে সাদরে পূজা করল—হে প্রভো ! তুষ্টতায় পরম অবধিরূপ আমার প্রতি আপনি কৃপার পরম অবধি অর্পণ করেছেন—কারণ অহো প্রাকৃতাপ্রকৃত লোক আমি ছাড়া কেউ-ই

৬৭। তদৈব সামৃতজলা যমুনা নির্ব্বিষাভবৎ।
অনুগ্রহাদ্ভগবতঃ ক্রীড়া মানুষরূপিণঃ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কালিয়-
নির্যাপণং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

৬৭। অন্বয় ঃ ক্রীড়ামানুষরূপিণঃ (লীলাময়নরবপুষঃ) ভগবতঃ অনুগ্রহাৎ সা যমুনা (যমুনাহ্রদঃ) তদৈব নির্ব্বিষা অমৃতজলা অভবৎ।

৬৭। মূলানুবাদ ঃ ক্রীড়ামানুষরূপী ভগবানের অনুগ্রহে সেই ক্ষণ থেকে যমুনা নির্বিষ ও অমৃত-জলা হল।

ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশাদি চিহ্ন নিজ মস্তকে ধারণ করে নি। অতএব আমি এখন 'সাদরম্' সস্ত্রীক আপনার শ্রীঅঙ্গ, যা আমার দন্তের দংশনোত্থ বিষদাহে তপ্ত হয়ে আছে, তা হাতে স্পর্শ করে সুগন্ধ শীতল চন্দনরসের প্রলেপ লাগিয়ে দিয়ে পূজা করব। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা চন্দনাদি অনুলেপন দ্রব্য প্রভৃতিও পাউডার প্রভৃতি লাগাতে সময় প্রয়োজন, কাজেই বসে নেপ, কৃষ্ণের এরূপ ইচ্ছা অনুসারেই যেন কালীয় সস্ত্রীক বসে নিয়ে চন্দনাদি লাগালেন—নিজ চিত্তের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে শ্রীভগবৎ প্রসাদ লাভ করে, তৎপরই হ্রদ থেকে বেরিয়ে গেলেন।—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দিব্য ইতি আড়াই চরণে। **মণিভিঃ ইতি**—কৃষ্ণ প্রাদুর্ভাব কালে যে কৌস্তুভমণি তার কণ্ঠ সংলগ্ন ছিল, সেই মণি, তাঁর নরলীলার শোভার ব্যাঘাত ঘুচাবার জন্য সেই মণিই অলক্ষিতভাবে কালিয়ের কোষাগার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছিল। অতএব বহুরত্নালঙ্কার প্রদান সময়ে কালিয় পত্নীগণ চিনতে না পেরে নিজেদেরই রত্নবিশেষ জ্ঞানে কৌস্তুভমণি কৃষ্ণকে প্রদান করলেন। এ কথা গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় এইরূপ বলা আছে, যথা —"কৌস্তুভাখ্য মণি যা কালিয়হ্রদে প্রবেশ করেছিল, তা কালিয়ের প্রেয়সীবৃন্দের হস্ত অবলম্বনে কৃষ্ণের কাছে উপহার রূপে ফিরে গেল নিজে নিজেই।"—গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা।

প্রসাদ্য গরুড়ধ্বজম্—গরুড় বাহন কৃষ্ণকে প্রসন্ন করত—প্রসন্ন হয়ে তিনি কালিয়ের মাথায় অভয় হস্ততল স্থাপন করে তার সর্বাঙ্গ ব্যথার উপশম করে দিলেন, এরূপ ভাব।—কালিয় বলল, ভো গরুড় বাহন প্রভো! সম্প্রতি আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গরুড়ের দাস হলাম, অতএব কদাচিৎ আপনার যদি দূরদেশে যেতে হয় তখন আমাকেও নিজবাহনরূপে স্মরণ করবেন - নিমেষ মাত্রেই শতকোটি যোজনগামী দাসানুদাস এই কালিয় নিয়ে যাবে—এখানে শ্রীশুকদেবের উক্তির ধ্বনি, এরূপই বুঝতে হবে॥ বিং ৬৫-৬৬॥

৬৭। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ সা সর্ব্বোপঘাতক-দুর্বিষময়জলাপি তত্র হ্রদবিশিষ্টে প্রদেশে নির্বিষতাপত্ত্যৈব তস্যা নির্বিষত্বমুক্তম্। ন কেবলং নির্বিষা, অমৃতজলা পরমমিষ্টতোয়া চ, শ্রীভগবচ্চরণসংসর্গেণ পরমানন্দপ্রদজলাপি বাভবৎ। তাদৃশঞ্চ সামর্থ্যং তস্য কিঞ্চিদপীত্যাহ—ভগবত ইতি। অত্র

প্রয়োজনম্—ক্রীড়েতি; ক্রীড়াযুক্তশ্চাসৌ প্রসিদ্ধমানুষস্যৈব যদ্রূপমাকারস্তদ্বিদ্যতে যস্য স চ তস্য ; তথা চ সা স্বমানুষ্যলীলোপয়িকী স্যাদিতি ভাবেনেত্যর্থঃ ॥ জী° ৬৭ ॥

৬৭। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ সা যমুনা**—'সা' সেই হ্রদময় প্রদেশের জল মাত্র, নির্বিষতা-প্রতিবন্ধকতা হেতু সর্ববিনাশক দুর্বিষময় হলেও ঐ হ্রদকে 'যমুনা' নামেই উক্ত হল। কেবল বিষহীন হল, তাই নয়, **অমৃতজলা**—পরমমিষ্টজলাও হল। অথবা শ্রীভগবৎচরণ সংসর্গে পরমানন্দপ্রদ জলাও হল। এবং কৃষ্ণের পক্ষে তাদৃশ সামর্থ্য যৎকিঞ্চিৎ-ই, তাই বলা হচ্ছে, **ভগবতঃ**—তিনি যে ষড়ৈশ্বর্যশালী শ্রীভগবান্। **ক্রীড়ামানুষরূপিণঃ**—এখানে কৃষ্ণের প্রয়োজন ক্রীড়া—প্রসিদ্ধমানুষের আকারেই যিনি ক্রীড়শীল সেই ভগবানের (অনুগ্রহ)। তথা চ সেই ক্রীড়া যাতে নিজজনদের স্পৃহনীয় হয়, এরূপ ভাবে করা হল, এরূপ অর্থ ॥ জী° ৬৭ ॥

৬৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অতঃ কালিয়ারূঢ় এব কংসনির্দ্দিষ্টঃ কৃষ্ণো মথুরাং যগামেতি পৌরাণিকী কথা কচিৎ শ্রূয়তে ইতি ॥ ক্রীড়ামানুষরূপিণ ইতি নিত্যযোগে ইনিঃ। বি° ৬৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

৬৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** কালিয়ের পীঠে চড়েই কংসের ডাকে কৃষ্ণ মথুরা গিয়েছিলেন, এরূপ পৌরাণিকী কথা কখনও শোনা যায়। **ক্রীড়ামানুষরূপিণঃ**—নিত্য যোগে ইনিঃ অর্থাৎ এইরূপটি নিত্য ॥ বি° ৬৭ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণনূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-ষোড়শ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত।